নীলদর্পণ —

দীনবন্ধু মিত্র

নীল-দর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

বিস্তৃত ভূমিকা, আলোচনা ও টীকাসহ
শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী
সম্পাদিত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
১৯৫৭

"নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতে নাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

"যে সাময়িক উত্তেজনা ও উদ্দেশ্য এই নাটকটিকে প্রেরিত করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কারণ তাহা ছিল ইহার উপকরণ ও উপলক্ষ মাত্র। নীলদর্পণ কেবল নীলকরদের সাময়িক উৎপীড়নের কাহিনী নয়; ইহার মধ্যে বাংলার দীন দুঃখীর প্রাত্যহিক পল্লী জীবনের যে নিখুঁত করুণ চিত্র বাস্তব অনুভূতি ও সমবেদনায় অঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা যে সনাতন জীবন সত্য জীবন্ত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে কেবল তাহারই একটি চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য আছে। এই জীবন ও জীবন সত্যের মধ্যে দীনবন্ধু যেভাবে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহার ভাবভঙ্গি এমন কি ভাষাটি পর্য্যন্ত যেভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাট্য প্রতিভার অসামান্যতাই প্রথম সূচিত হইয়াছে।"

—শ্রীসুশীলকুমার দে

"নীলদর্পণ বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইহা যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার তুলনা অন্য কোথাও আমরা দেখি নাই। নীলকর-অত্যাচার-পীড়িত হইয়া যখন নিরুপায় জনসাধারণ দুঃখের অন্ধকারে তাহাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তখন নীলদর্পণ তাহাদের সম্মুখে অগ্নিবর্তিকা জ্বালিয়া ধরিল, সেই অগ্নিতে সেদিন জনগণের প্রথম দীক্ষা হইয়া গেল, সেই অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল দেশের প্রান্ত ও প্রান্তরে। * * * নীলদর্পণে যে বিদ্রোহ বাণী ধ্বনিত হইল তাহার প্রভাব সাময়িক কালেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহা দুঃখ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিত্যকালের প্রতিবাদ।"

—অজিতকুমার ঘোষ

ভূমিকা

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমা-দিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইযাছ। এক্ষণে তোমবা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ তাহা পবিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তার্পিন্ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের

প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ," প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর্‌ জেনরল্‌ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যাণ্ট মহামতি লেফ্‌টেনেণ্ট গভরনর্‌ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল্‌ প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদল-স্বরূপে সিবিল্‌ সর্‌ভিস্‌সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য॥

নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলোকচন্দ্র বসু	
নবীনমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
বিন্দুমাধব	
সাধুচরণ	প্রতিবাসী রাইয়ত
রাইচরণ	সাধুর ভ্রাতা
গোপীনাথ দাস	দেওয়ান
আই, আই, উড	নীলকর
পি, পি, রোগ	
আমিন	
খালাসী	
তাইদ্গীর	

ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনেস্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারি জন শিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

কামিনীগণ

সাবিত্রী	গোলোকের স্ত্রী
সৈরিন্ধ্রী	নবীনের স্ত্রী
সরলতা	বিন্দুমাধবের স্ত্রী
ক্ষেত্রমণি	সাধুর কন্যা
আদুরী	গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী
পদী	ময়রাণী

অবতরণিকা

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু পরলোক গমন করিলে চার বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর আজীবন বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনী, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ও তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সমালোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন দীনবন্ধু সম্পর্কে ইহার পর আর কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয়। একটি ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ছিল বলিয়া গ্রামের নাম চৌবেড়িয়া। দীনবন্ধুর পিতার নাম ছিল কালাচাঁদ মিত্র। শৈশবে আর দশজন গ্রাম্য শিশুর মত গ্রামের পাঠশালায় দীনবন্ধু লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিখিবার জন্য হেয়ার স্কুলে ও তাহার পর হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। হিন্দু কলেজ হইতে তিনি পাঠ-সমাপ্ত করেন। তিনি জুনিয়ার বৃত্তি ও সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত পরীক্ষাতে তিনি বাংলা ভাষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৫০৲ টাকা বেতনে দীনবন্ধু পাটনার পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ডাক বিভাগেই কায করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে কর্ম করিয়া তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি করেন। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইনস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হন, উড়িষ্যা হইতে দীনবন্ধু নদীয়ায় বদলী হন, পরে সেখান হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। ঢাকা হইতে তিনি পুনরায় নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় নদীয়া জেলায় কাটিয়াছিল। প্রথমবার নদীয়ায় চাকুরী করিবার সময় নীলচাষ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়।

দীনবন্ধু জেলার সর্বস্থানেই কার্যব্যপদেশে ঘুরিতেন। তাঁহার অমায়িক প্রকৃতির গুণে তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গেই অনায়াসে মিশিতে পারিতেন। নীলকরগণের অত্যাচার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি ঐ সময়েই লাভ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু ডাকবিভাগের একজন সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন। যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় আসিত দীনবন্ধু সেই কাজ সমাধা করিবার জন্য প্রেরিত হইতেন। লুসাই যুদ্ধ বাধিলে সেখানে যুদ্ধের ডাকের ব্যবস্থা করিবার জন্য দীনবন্ধুকে কাছাড়ে যাইতে হইয়াছিল। অতঃপর দীনবন্ধু 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই কেননা, দীনবন্ধু বাঙালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানেই কোন কঠিন কার্য পড়িত দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, দার্জিলিং কাছাড় প্রভৃতি সবস্থানে যাইতেন। বাংলা উড়িষ্যার প্রায় সর্বস্থানেই তিনি গমন করিয়াছিলেন। বিহারেরও অনেক স্থান তিনি দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল। দীনবন্ধুর যেরূপ কার্যদক্ষতা ও বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙালী না হইতেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুর অনেক পূর্বেই পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইতেন এবং কালে ডাইরেক্টার জেনারেল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও বহু অজস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। পুরস্কার দূরে থাকুক শেষ অবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও ডাইরেকটার জেনারেলের বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করিতেন, এইজন্য তিনি কার্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছুদিন রেলওয়ে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার পর হাবড়া ডিভিশনে নিযুক্ত হন, এই শেষ পরিবর্তন।"

নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া গুরুতর পরিশ্রমে দীনবন্ধু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার বহুমূত্র রোগ দেখা দিয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এই রোগেই তিনি পরলোক গমন করেন।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু গদ্য-পদ্য কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন যাঁহারা বাংলা কবিতা রচনা করিতেন প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। গুপ্ত কবির সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' এই দুইখানি পত্রে অনেক ছাত্রের রচনা প্রকাশিত হইত। হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র ও কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী এই দুইখানি পত্রে প্রায়ই লিখিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতে কখনও কার্পণ্য করেন নাই।

দীনবন্ধু নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন :—(১) নীল-দর্পণ (১৮৬০) (২) নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) (৩) বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) (৪) সধবার একাদশী (১৮৬৬) (৫) লীলাবতী (১৮৬৭) (৬) সুরধুনী কাব্য (১৮৭১) (৭) জামাই বারিক (১৮৭২) (৮) দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২) (৯) কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

নীল-দর্পণ নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

"স্বরপুর গ্রামে গোলোকচন্দ্র বসু নামে জনৈক মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব এবং পত্নীর নাম সাবিত্রী। নবীনমাধব নীলকরগণের অত্যাচার হইতে গ্রামের প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন বলিয়া নীলকুঠির বড় সাহেব আই, আই, উড, ইঁহাকে শাসন করিবার জন্য ইঁহার নিরীহ পিতাকে মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিয়া তাঁহার কারাদণ্ড করান। কারাগারে গোলোকচন্দ্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। নীলকুঠির ছোট সাহেব পি, পি, রোগ, সাধুচরণ ঘোষ নামক জনৈক প্রজার কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কক্ষে আনয়ন করিয়া তাহার প্রতি অবৈধ বল প্রয়োগ করিতে

উন্মত্ত হন। নবীনমাধব তোরাপ নামক জনৈক মুসলমান প্রজার সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু রোগ সাহেব গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুষি মারায় গর্ভস্রাব হয় এবং কয়েক দিন যন্ত্রণাভোগের পর তাহার মৃত্যু হয়। গোলোকচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবীনমাধবের সহিত একদিন উড সাহেবের নীলবোনা লইয়া বিবাদ হয়। সাহেব নবীনমাধবকে অপমানসূচক কথা বলায় নবীন-মাধব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করেন। সাহেবও নবীনমাধবের মস্তকে সাঙ্ঘাতিকভাবে লগুড়াঘাত করেন। সেই আঘাতে নবীনমাধব সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাবিত্রী পতি-পুত্রশোকে উন্মাদিনী হন। উন্মত্তাবস্থায় তিনি কনিষ্ঠ পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বকৃত কার্য অবলোকনে তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।'

নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও নীল-আন্দোলন

"বিলাতের বাড়ীগুলি নীলরঙে রাঙাইবার জন্য যে এক সময় শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ কুঠিয়ালরা কালা আদমীদের লালরক্তকে নীলরঙে পরিণত করিত— এ কাহিনী সুসভ্য ইংরেজ জাতির মস্ত একটি কলঙ্ক। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অমুদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে নীল রঙ আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে হয়ত বা আর ইংরেজের এ কলঙ্ক সহজে অপনীত হইত না। রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল রঙ উৎপাদন আবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলার ধানের জমিতে নীলগাছের উৎপাদন বন্ধ হইল—তারপর দেশের লোক নীলকরদের অত্যাচার ক্রমে ভুলিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যে এ কলঙ্ককে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন দীনবন্ধু তাঁহার নীল-দর্পণে। একটি জাতির ঘরবাড়ীতে রঙের জৌলুসের জন্য আর একটি জাতির হাজার লোকের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া—তাহাদের উদ্বাস্তু করা, তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা—ইহা যে মানব সভ্যতার পক্ষে কতদূর পাশবিকতার ও হৃদয়হীনতার পরিচয়—তাহা ইতিহাসও ভুলিয়া যাইতে পারে, সমসাময়িক সাহিত্য তাহা ভুলিতে পারে না। এইরূপ হৃদয়-বিদারক ব্যাপার

যদি সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শ না করে—তবে আর কোন্ মানব দুঃখ-তাঁহাকে বিচলিত করিবে?" (বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়)

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' নামক গ্রন্থের সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বাভাষ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"১৮৫০-১৮৬০ এই দশ বছরে বাংলা দেশে নীল চাষ সম্পর্কে ভারণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ও হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক প্রজাদরদী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবল ইউরোপীয় সমাজ ও ততোধিক প্রবল ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে নীল-চাষীদের অপরিসীম দুঃখদুর্দশার কথা শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনলেন। নীলচাষের ইতিহাস নীলকরদের অত্যাচার নিপীড়ণের কালিমায় রঞ্জিত। কোম্পানীই প্রথমে নীল ব্যবসা চালাতে সুরু করে। পরে তার ব্যবসাধিকার বিলুপ্ত হলে বেসরকারী শ্বেতাঙ্গরা এ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। আইন করে নীলকরদের খুব সুবিধাও করে দেওয়া হল। চুক্তি ভঙ্গ করলে নীল-চাষীরা ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত হবে এও একবার স্থির হয়। এ আইন অবশ্য পরে রদ হয়ে যায়। কিন্তু আবার ১৮৬০ সালের একাদশ আইনে সাময়িক-ভাবে হলেও পুনরায় চুক্তি ভঙ্গের জন্য দণ্ডদানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

নীলচাষ সম্বন্ধে ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বলেছিলেন যে এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এর পর কুড়ি বছরের মধ্যেই নীল-চাষীদের দুঃখ চরমে ওঠে। মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালত ইউরোপীয়গণের বিচারের অধিকারী ছিল না। গরীব চাষীরা সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা পরিচালনে অপারগ। এ জন্য ইউরোপীয়দের উপদ্রব ক্রমে অতিমাত্রায় বেড়েই চললো। সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রথম নীলকরদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন। পরে হরিশচন্দ্র এ উদ্দেশ্যে তাঁর সচল লেখনী ধারণ করলেন। নীলচাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার 'সার্ফ' ও আমেরিকার 'নিগ্রো' দাসদের সামিল হয়ে পড়েছিল।

নীলকর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল না হলে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীলচাষের জন্য দশ বছরের চুক্তি, পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী ও তালুকদারী ক্রয়, প্রজাবৃন্দের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা প্রভৃতি যত রকম অত্যাচার উৎপীড়ন হতে পারে নীলকররা নির্বিঘ্নে নীলচাষীদের উপর তা সবই করতে লাগল। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে মফস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ কেউ কেউ এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। এতেও প্রজাদের ক্লেশ বহুগুণে বর্ধিত হল। ১৮৬০ সনে সরকার প্রতিষ্ঠিত নীল কমিশনে সাক্ষীরা যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ দিলেন তা থেকে এ সকলই প্রমাণিত হয়ে গেল।

বারাসত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যাস্‌লি ইডেন (ইনি পরে বঙ্গের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর হয়েছিলেন) এই মর্মে একটি পরোয়ানা জারি করেন যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন। এজন্য তাদের উপর জোরজুলুম করা বেআইনী। এতে আশ্বস্ত হয়ে ১৮৫৯ সনে অনুমান ৫০ লক্ষ দরিদ্র নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্মঘট করে। বহুস্থানে চাষ হলেও নদীয়া, যশোহর ও পাবনাতেই নীলচাষ হত খুব বেশী। যশোহর চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দুজন গ্রাম্য লোক নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকার' শিশির কুমার ঘোষও এ ধর্মঘট পরিচালনায় তাদের খুব সহায়তা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। চাষীদের এই ধর্মঘট বা জোটকে স্বার্থপর লোকেরা নীল হাঙ্গামা নামে অভিহিত করেছে। নীলচাষীদের এই ধর্মঘট কিরূপ ব্যাপক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল তা ঐ সময়ের লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর সার জন পিটার গ্রান্ট কমিশনে প্রদত্ত তাঁর নিজ মন্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"তিনি যখন যশোহর নদীয়া ও পাবনা জেলার মধ্যবর্তী কুমার ও কালীগঙ্গার ষাট-সত্তর মাইল নদীপথ ষ্টীমার যোগে

অতিক্রম করেন তখন সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু এই নদী দুটির দুধারে উপস্থিত হয়ে সমবেতভাবে এই প্রার্থনা জানায় যে নীলচাষ যেন তাদের দিয়ে না করান হয়।” এ দৃশ্য গ্র্যান্টের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। নীল-কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে হরিশচন্দ্রও বলেন—আমি এই নীল হাঙ্গামা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান নীল-চাষ প্রজার অহিতকারী। আমি এই মত বহুবার প্রকাশ করেছি।”

“প্রসিদ্ধ নাট্যকর দীনবন্ধু মিত্র ডাকবিভাগে সুপারিনটেনডেণ্টরূপে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান কালে নীলকরদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফল—বাংলা ১২৬৭ সালে (১৮৬০ ইঃ) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত ‘নীল-দর্পণ’। এর ইংরেজি অনুবাদ জেমস্ লঙ্ প্রচার করেন। এজন্য সুপ্রীম কোর্টে নীলকরদের তরফে লঙের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়। বিচারে তাঁর একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দিয়ে দেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। ‘লঙ্ সাহেব এই অনুবাদ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে করান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, মধুসূদনও এই কারণে তাঁর সরকারী কর্মত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় হরিশ্চন্দ্র মারা গেলেন। বাঙ্গালী তার দুঃখ কবিতায় প্রকাশ করলে—

‘নীল বানরে সোণার বাঙ্গলা করল এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ ম’ল লঙের হ’ল কারাগার।’

বাঙালীমনে নীল কমিশন খুবই আশার সঞ্চার করেছিল বটে, কিন্তু এর সুপারিশগুলি তেমন আশাপ্রদ হয় নি। নীলকমিশন নীলচাষের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন। তাঁরা নীলকরদের অত্যাচার নিবারণের জন্য সাক্ষাৎভাবে কোন নিয়ম বেঁধে দেন নি। তবে বিচারের সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট জেলা-গুলিকে বেশীসংখ্যক মহকুমায় বিভক্ত করে সর্বত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করলেন। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হ’ল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধে এজন্য স্থানে স্থানে সৈন্যও মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হ’ল। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নীলকরগণ

অতঃপর চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা রুজু করায় বহু নীলচাষী একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তথাপি নীলকরদের উৎপীড়ন যে পরে অনেকটা কমে গিয়েছিল তা ঐ ধর্মঘটেরই ফলে বলতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৬৮ সনের অষ্টম আইন দ্বারা 'নীলচুক্তি আইন' রদ করা হয়। ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত আরম্ভ হলে বঙ্গে নীলচাষ একেবারে কমে গেল।'

নীল-দর্পণ নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিযাছেন। নীলকরের তৎকালীন প্রজাপীড়ন সবিস্তারে অবগত হইযাছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন এমন আর কেহই জানিত না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহাব হৃদযে আপনার ভোগা দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীর মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীল-দর্পণ বাংলার Uncle Tom's Cabin. 'টম কাকার কুটির' আমেরিকান কাফ্রীদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীল-দর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায যোগ দিয়াছিল বলিযা নীল-দর্পণ তাঁহাব প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে কিন্তু নীল-দর্পণের মত শক্তি কাহারও নাই।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সংস্করণে সম্পাদক 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। "নীলকর পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদীয়া ও যশোহর জেলায় অনেক স্থান ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতে তিনি নীল-দর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীল-দর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।"

এই প্রসঙ্গে Indian Stage হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "Dinabandhu exhibited in graphic colours the horrors of the planters' oppression over the helpless ryots of Bengal, how the poor peasantry was being cruelly ground everyday under the heartless system. His drama was in fact the mirror as its name 'Darpana' signifies that held up the full reflection of the oppressions and tortures practised by the haughty and defiant planters.

Indeed Khetramani of the drama was none but Haramani, a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnagar who was carried off to the Kulchikatta factory in charge of Archibald Hills, the Chota Saheb, where the girl was kept in his bed-room till late hours of the night and the kind magistrate of Amarnagar was no other person than Mr W. J. Herschel, grandson of the great astronomer."

অধ্যাপক তারাণচন্দ্র চাকলাদার ১৯০৫ সালে প্রকাশিত Fifty Years Ago নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছিলেন—

"Nil-darpana" was published by the middle of September 1860 when the Indigo question had reached a crisis, when the galling yoke of tyranny had reached the breaking point and the excitement against the cultivation of the fatal plant had become so strong as to lead to acts of violences in some of the Indigo districts and the general rising of the peasarry was apprehended. ... .The author of Nil-darpana was born in an Indigo district himself and had ample oppurunities of studying the doings of the planters and their dependents, Not far from the home of his infancy in the district of Nadia stood an indigo factory and the evils attendent on the manufacture of the bluedye, the abuses

and the oppressions committed by the European planters, their system of forcing the ryots into unprofitable contracts which once begun was bequeathed from groaning sire to bleeding son—were some of the facts that had impressed themselves indelibly on his minds from youth upwards. His heart bled to see the miseries of the defenceless poor and at last he published this book—his first dramatic work anonymously bringing together the facts and incidents which had come under his personal observation and weaving them into the main plot with the skill of a true artist The success of the book was as great as it was quick. It did immense service in awakening the mind of all classes of the native population to the gross misery of the people of the Indigo district and it helped the cause of the abolition of the Indigo slavery in Bengal almost as much as Mrs Stowe's 'Uncle Tom's Cabin' did towards the abolition of Negro slavery in America

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র ও দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা

দীনবন্ধুর পূর্বে উল্লেখযোগ্য যে কয়খানি বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) ও 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) প্রসিদ্ধ। রত্নাবলী নাটক হিসাবে কিছুই নয় কিন্তু বহু অর্থ ব্যয়ে ও প্রচুর উৎসাহে, মহাসমারোহে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে ইহার অভিনয় যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই সাফল্য দর্শন করিয়াই মধুসূদন নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করেন। মধুসূদন অযোগ্য জিনিষের প্রভূত সমাদর দেখিয়া ব্যথিত হন।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

১৮৫৯ সালে মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি। কিন্তু তাহা নীল-দর্পণের পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক নীল-দর্পণের সমকালীন। ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মধুসূদনকে অবিসংবাদিতরূপে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যিক প্রতিভা ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়া মধুসূদনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কোন তুলনাই চলে না কিন্তু সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় দীনবন্ধুর বাস্তববোধ, সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ও সহানুভূতি নাটক রচনার পক্ষে অধিক অনুকূল ছিল।

নাটক দৃশ্যকাব্য—অভিনয়ের জন্য নাটক রচিত হয়। নাটক বিচারে নাটকের মঞ্চ সাফল্য উপেক্ষা করা যায় না। Indian Stage এর প্রবীণ লেখক লিখিতেছেন—"We shall speak about a drama which brought about a great national awakening in the province. The drama was the well-known piece Niladarpana and the dramatist was no other person than the great Dinabandhu Mitra, the period of whose domineering influence as the dramatist was known as the Dinabanbhu Era The performance of the Diladarpana was a memorable incident in the history and development of the Bengali Stage. The honour of frequently staging the drama and thereby exposing to the public high-handedness of the oppressive Indigo-planters belonged however to the "East Bengal Stage," পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি of Dacca which greatly helped the cause of national agitation that shook then the province of Bengal from one end to the other "

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি লইয়া বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তি হয় এবং নীল-দর্পণ নাটকের অভিনয় হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালায় বৈতনিক প্রথা প্রবর্তিত

হয়। এই সমস্ত কারণে নটগুরু গিরিশচন্দ্র নীল-দর্পণ-রচয়িতাকে বঙ্গের রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। টিকিট বিক্রয় করিয়া নীল-দর্পণ অভিনয় করিবার সঙ্কল্প যখন করা হইল তখন ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সহিত গিরিশচন্দ্র সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। গিরিশচন্দ্র মনে করিতেন যে, ন্যাশন্যাল থিয়েটারের এমন কোনও সাজ-সরঞ্জাম নাই যাহাতে টিকিট বিক্রয় করিয়া সর্ব-সাধারণকে অভিনয় দেখান যাইতে পারে। বাঙ্গালীর দৈন্য তাহার জাতীয় রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়া আর একবার দেখাইয়া লাভ কি? গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িলেও নীল-দর্পণের অভিনয় হইল। অভিনয় যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া দীনবন্ধু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতা টাউন হলে নীল-দর্পণ নাটকের অভিনয় হইল। এই অভিনয়ের ফলে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর নীল-দর্পণ বহু রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার অনেক রঙ্গালয়ে নীল-দর্পণের অভিনয় হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর নীল-দর্পণ রাজদ্রোহমূলক ও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচারে সহায়ক বলিয়া বাংলা সরকার ইহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন।

দীনবন্ধু যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অন্যতম স্রষ্টা ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এইবার তাঁহার নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আলোচনা করা হইল।

নাটক চলমান জীবনের চিত্র। নিয়তিতাড়িত যে জীবন, যাহাকে অনেক সময় বলা হয় ভাগ্য, তাহাই নাটকের উপজীব্য। বিচিত্র রকমের মানুষের সঙ্গে মানুষকে সমাজে বাস করিতে হয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন বিপরীতমুখী স্বার্থের খাতিরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম বা সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। নাট্যকারকে এই সংঘর্ষের চিত্র ও তাহার পরিণাম দেখাইতে হয়। নাট্যকার নিজে কিছুই বলেন না, তিনি পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে

ছাড়িয়া দেন, এই পাত্র-পাত্রীগণই তাহাদের কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়া কাহিনীটি অগ্রসর করিয়া দেয়। দর্শক দেখিয়া মনে করে তাহারা জীবনের একটি অংশই দেখিতেছে। এই বিভ্রম বা ভ্রান্তি সৃষ্টি করাই নাট্যকারের কাজ। নাট্যকার নিজে থাকিবেন নেপথ্যে, সমস্ত ঘটনার একজন নির্লিপ্ত দর্শকের মত—পুণ্যাত্মাকেও তিনি আশীর্বাদ করিবেন না, পাপাত্মাকেও অভিসম্পাত দিবেন না। এই নিরপেক্ষতা নাট্যকারের সর্বপ্রধান গুণ এবং দীনবন্ধুর এই গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল।

নাটকের কাহিনী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। কবিত্ব ও উচ্ছ্বাস, ভাবনা, জল্পনা অতিরিক্ত থাকিলে কাহিনীর গতি মন্থর হইয়া পড়ে· তখন যাহা সৃষ্ট হয় তাহা নাটক না হইয়া কাব্য হইয়া পড়ে। Action নাটকের প্রাণ। দীনবন্ধু প্রথম দুই একটি দৃশ্যের মধ্যেই সংঘর্ষের স্বরূপটি ফুটাইতে পারিতেন, বিনা আয়াসেই কাহিনার মধ্যে গতি সঞ্চারিত করিয়া দ্রুতবেগে পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিতেন।

মিতভাষিতা নাট্যকারের আর একটি গুণ। সম্পূর্ণ নাটকটি যেখানে একস্থানে বসিয়া একবারে দেখিতে হয় সেখানে অবান্তর দৃশ্য সংযোজনা, অপ্রয়োজনীয় সংলাপ বর্জন করিতে হয়। কাহিনী ও চরিত্রের জন্য অপরিহার্য নয় এমন কোনও সংলাপ দীনবন্ধু রচনা করেন নাই।

চরিত্রসৃষ্টি নাটকের সব চেয়ে বড় কথা। দীনবন্ধুর নাটকের চরিত্রগুলি অধিকাংশই রক্তে মাংসে গঠিত সমাজে বিচরণশীল জীবন্ত মানুষ। তাহারা নাট্যকারের ভাব-ভাবনার কল্পিত মূর্তি নয়, সজীব মানুষ। দীনবন্ধুর পূর্বে যে কয়েকখানা নাটক রচিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে দোষেগুণে মিশ্রিত এই সজীব মানুষের চিত্র বড় বেশী নাই। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর নরনারীগুলি তাঁহার নাটকে যে ভাবে উৎরাইয়া গিয়াছে, উচ্চ-শ্রেণীর চরিত্রগুলি সে ভাবে উৎরায় নাই। ইহার প্রধান কারণ ভদ্রজীবনের গদ্যভাষা তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আবিষ্কৃত হয় নাই। ভদ্রজীবনের

সংলাপ সৃষ্টি করিতে গিয়া দীনবন্ধু সংস্কৃত ও ইংরাজির অনুকরণ করিয়াছেন, ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রাসবহুল সাধুভাষার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। গোলোক বসু ও সাবিত্রী নীল-দর্পণ নাটকে যে ভাষায় কথা বলিয়াছেন, নবীনমাধব, বিন্দু-মাধব, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা যদি অন্ততঃপক্ষে সেই ভাষায়ও কথা বলিত তবে চরিত্রগুলি এতখানি আড়ষ্ট হইত না। মোটামুটি চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে বলা যায় বহু প্রকার ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও দীনবন্ধু এবিষয়েও গিরিশ-চন্দ্রের আবির্ভাব পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

নাটকের ঘটনা-প্রবাহকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া জীবনের আলোচ্য অংশকে নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিতে দীনবন্ধু অদ্বিতীয় ছিলেন। দীনবন্ধু নিজে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। খাঁটি বাঙালার প্রাণের রহস্য তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। নিরক্ষর গ্রাম্য লোক ও অশিক্ষিতা নারী কোন্ ভাষায় কথা বলে তাহা তিনি জানিতেন, কোন্ অবস্থায় কাহার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় ইহাও তাঁহার জানা ছিল। ইহার মূল কারণ দীনবন্ধুর বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ পরিচয়জনিত অভিজ্ঞতা। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন—"সকল শ্রেণীর বাঙালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙালা লেখক আর নাই।"

হাস্য ও করুণ রসের এমন সংমিশ্রণ দীনবন্ধুর পূর্বে দেখা যায় নাই। পরেও খুব অধিক পাওয়া যায় না।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ যতখানি সমুন্নতি লাভ করিয়াছে বাংলা নাটক আজ পর্যন্তও ততখানি শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। বাঙালীর কাব্যধর্মিতা, আত্মগত ভাবোল্লাসের আতিশয্য মনে হয় নাটক রচনার একটা বড় অন্তরায়। বাংলা নাটকের উন্মেষ যুগে আবির্ভূত হইয়া দীনবন্ধু যে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহার মূল্য অনেকখানি।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার প্রসঙ্গ আমরা শেষ করিলাম: "বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু। সত্য

বটে তাঁহার রচনায় শ্লীলতার গণ্ডি অনেক সময়ে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে দোষ তাঁহার অপেক্ষা সে সময়ের রুচিরই বেশী। সে কালে পাঠক ও দর্শক এই রূপ স্থূল রসিকতা পছন্দ করিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীনবন্ধুর অঙ্কিত ভূমিকা কোথাও খেলো হইয়া পড়ে নাই। নাট্যকারের সহানুভূতি তুচ্ছতম ভূমিকার মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কতকটা রক্ত-মাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তী নাট্যকারেরা সুযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়েন নাই। দীনবন্ধুও মধ্যে মধ্যে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে তথাপি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সর্বদা ব্যঙ্গমূর্তি বা ক্যারিকেচারে পরিণত হয় নাই, জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের দোষ গুণ লইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ। এই গুণ দীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহা বাঙ্গালার আর কোন নাট্যকারের ছিল না।”

নীল দর্পণ নাট্যচিত্র না নাটক ?

কেহ কেহ নীল দর্পণকে নাটক না বলিয়া নক্সা বা নাট্যচিত্র বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত নীল-দর্পণকে পুরাপুরি নাটক বলা যায় না—একটি কাহিনীর সূত্র ধরিয়া এখানে কতকগুলি বাস্তব চিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে মাত্র।

আমরা এই মত স্বীকার করি না। নীল-দর্পণ পুরাপুরি সার্থক নাটক হইয়াছে। কাহিনীর মধ্যে যেভাবে ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশ করিয়া কাহিনীর মধ্যে গতি সঞ্চার করা হইয়াছে তাহাতে ইহা পুরাপুরি নাটক হইয়াছে। দৈবের অভিসম্পাতের মত নীলকরের অত্যাচার একটি গ্রামের দুইটি পরিবারের উপর অপ্রতিরোধনীয়ভাবে নামিয়া আসিয়াছে। প্রাণের দায়ে ও মানের দায়ে সমস্ত শক্তি দিয়া এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু গোলোক বসু বা সাধুচরণের পরিবার কেহই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে নাই। নানা বিপৎপাতের মধ্যে দিয়া ইহারা শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের অতলে তলাইয়া গিয়াছে। ইহার এক দিকে উড সাহেব

ও রোগ সাহেব, দেওয়ান ও আমিন, নীলকরগণের ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল ও অপরিমিত অর্থ আর ইহার অন্য দিকে নবীনমাধব, সাধুচরণ, তোরাপ প্রভৃতির অনমনীয় মনোভাব ও নবীনমাধবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইবার সৎ সাহস। ইংরেজ রাজকর্মচারিগণ স্বজাতীয় নীলকরগণের সাহায্যকারী। তবে প্রজার পক্ষে ও ন্যায়ের পক্ষে সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ডাক্তার, পাদ্রী প্রভৃতি আছেন। এই নাটকে ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশে সংঘর্ষের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক পক্ষ প্রবল হইলে যাহা হয় শেষ পর্যন্ত তাহাই হইয়াছে। বিরুদ্ধশক্তির সর্বগ্রাসী আক্রমণের ফলে সমস্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং প্রধানভাবে যাহারা প্রতিরোধ করিতে গিয়াছিল তাহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

এই নাটকে দীনবন্ধু অতুলনীয় ঘটনা সমাবেশ করিয়াছেন। নাট্যকার অনর্থক কোন আদর্শবাদের প্রশ্রয় দেন নাই এবং সর্বত্র বাস্তবতাবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। নাটকের অপরিহার্য গুণ যে জীবনধর্মিতা তাহা নাট্যকার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, নাটকের নায়ক নবীনমাধব অনেকটা নিষ্ক্রিয়, তিনি যথেষ্ট সংগ্রাম করেন নাই। যে পরিস্থিতির মধ্যে নবীনমাধবকে কাজ করিতে হইয়াছে, আর্থিক অভাব ও উপর্যুপরি ভাগ্য বিপর্যয় যেভাবে পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিয়াছে তাহাতে নবীনমাধবকে যদি নাট্যকার আরও সক্রিয় করিয়া আঁকিতেন তাহা বাস্তববিরোধী হইত। নাটকের মধ্যে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত অঙ্কন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে দুর্বোধ্য সূক্ষ্ম ও রহস্যময় কিছুই নাই। জীবনের স্থূল প্রবৃত্তিগুলি মোটা রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। অভিনয়ের জনপ্রিয়তা হইতেই বুঝা যায় নীল-দর্পণ নাটকে নাটকের মূল ধর্ম রক্ষিত হইয়াছে।

নীল-দর্পণ বাস্তবধর্মী গণসাহিত্যের অগ্রদূত

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন—" 'নীল-দর্পণ' বঙ্গসাহিত্যের বাস্তবতার পথ নির্দেশ করিয়াছিল। লেখকের দৃষ্টি এই সর্বপ্রথম আদর্শের নন্দন কানন হইতে বিদায় লইয়া

বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় সঞ্চরণ সুরু করিয়াছে, ধনীর বিলাসহর্ম্যের মায়া কাটাইয়া দরিদ্রের কারুণ্য-কুটীরে প্রকৃত সত্য সন্ধান করিয়া লইয়াছে। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ও ক্ষেত্রমণিও তাহাদের দুঃখ-বেদনা শুনাইবার দরদী শ্রোতা পাইয়াছে। আজ বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রতি যে সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়াছে তাহার সূচনা একশত বৎসর পূর্বে লিখিত এই অবিস্মরণীয় নাটকে। আজিকার সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে সচেতন হইবার প্রয়োজন আছে।”

গণসাহিত্য জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। এই সমস্যা কাল্পনিক নয়, জনগণের জীবন ও বিশেষ সামাজিক পরিবেশ হইতেই সমস্যা উদ্ভূত হয়। গণসাহিত্যের প্রাঙ্গণে যে সমস্ত নরনারী বিচরণ করে, যাহাদের জীবন-কথা লইয়া গণসাহিত্যের কারবার তাহারা এক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়াও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী রাখে। ক্ষেত্রমণির আর্তনাদের মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠে প্রবলের লালসার যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত কত অসহায় কন্যা ও বধূর ক্রন্দন। তোরাপ ও রাইচরণের মধ্যে রূপ লাভ করে বাংলার উৎপীড়িত চাষীর নিষ্ফল আক্রোশ, মার খাইতে খাইতে যে রুখিয়া দাঁড়ায় ও পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারিত করিতে না পারিয়া যে ভিতরে ভিতরে গর্জাইতে থাকে। ভদ্র সমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, গল্পে উপন্যাসে নাটকে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম নীল-দর্পণে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন, কৃপা করিয়া নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়া, খ্যাতিহীন পরিচয়হীন সাধারণ নরনারীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাদের আঘাত-প্রত্যাঘাত-মথিত হৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন।

“শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। সর্বপ্রকার শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিতের পক্ষ হইতে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও নিরন্তর সংগ্রাম অল্পদিন হইল সাহিত্য-সেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

অথচ একশত বৎসব পূর্বে দীনবন্ধু বিশিষ্ট কোনও বাজনৈতিক মতবাদেব দ্বাবা প্রভাবিত না হইয়া কেবল অন্তরের স্বাভাবিক সহানুভূতির বশে শোষক ও শোষিতের এই দ্বন্দ্বটি ফুটাইয়া তুলিযাছেন। গণবিক্ষোভেব চিত্র তিনি অঙ্কিত কবিযাছেন, অত্যাচার কি কবিয়া নিরক্ষব শান্তিপ্রিয় নবনাবীকে নীলকরগণেব বিরুদ্ধে বিমুখ এবং সময় সময় মবিয়া করিযা তুলিতেছে তাহার আভাষ নাটকেব বহু স্থানেই পাওয়া যায়। অত্যাচাব-উৎপীডনের বর্ণনা দীনবন্ধু যে পবিমাণে দিযাছেন, গণবিদ্রোহেব চিত্র তিনি তেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত কবেন নাই। কাবণ শিক্ষিত ভদ্রসমাজ নিবক্ষব গ্রাম্য নবনাবীব উপব অত্যাচাব প্রত্যক্ষ কবিয়া অত্যাচাবিতেব প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও অত্যাচাবীব বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠুক—ইহাই তিনি চাহিযাছিলেন। অকাবণ ভাবোচ্ছ্বাস বা কোনও প্রকার আদর্শবাদ কোনখানে তাঁহার বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন করে নাই।

নীল দর্পণ বিষাদান্ত হইলেও ট্রাজিডি হয় নাই

ভাবতীয় সাহিত্যে করুণ বস যথেষ্ট পবিমাণ থাকিলেও ট্রাজিডি নাই। প্রতিকূল অবস্থাব সহিত সংগ্রামে বা সমাধানহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে নাযকেব জীবনে যখন দুর্বিপাক নামিয়া আসে, ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গেব গভীব বেদনাব মধ্যে যখন তাহাব জীবনান্ত হয বা বাঁচিয়া থাকিয়াও গভীবতব যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ কবিতে হয়, তখন নায়কেব জীবনে ট্রাজিডি ঘটিযাছে বলা যায়। ভাবতীয় শিল্পী জীবনেব এই পবিণামেব চিত্র আঁকেন নাই, তাঁহারা হয়তো মনে কবিতেন নিছক ধ্বংসেব মধ্যে, মহৎ জীবনেব শোচনীয় পবিণামেব চিত্রেব মধ্যে কোন শাশ্বত কল্যাণেব আদর্শ নাই। অনন্ত জীবন প্রবাহের মধ্যে একটি খণ্ড সীমিত জীবনেব সুখ-দুঃখকে আমবা চবম বলিয়া মনে কবি না এবং জন্মান্তরীণ কর্মফলে অবিচলিত বিশ্বাসের ফলে দুজ্ঞেয় অপ্রতিরোধনীয় অন্ধ নিযতিব দৌবাত্ম্য ভারতীয় চিত্তে তেমনভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। ভাবতীয কল্পনা ট্রাজিডির বিরোধী।

দীনবন্ধু পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই তাঁহার নাটকের কায়া নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাটক বিচারে, বিশেষতঃ নীল দর্পণ ট্রাজিডির রূপ পাইয়াছে কিনা এই আলোচনায় আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে।

নীল-দর্পণ নাটকের যে বিষয়বস্তু বা উপকরণ তাহার মধ্যে সার্থক ট্রাজিডি রচনা করিবার উপাদানের অভাব ছিল না। একটি সম্পন্ন সুখী পরিবারের উপর দুর্যোগের ঝড় নামিয়া আসিল—নীলকরগণের সহিত বিবাদ বাধিবার ফলে পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বসু মহাশয় মিথ্যা মামলায় পড়িয়া কয়েদ হইলেন এবং সেখানে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। এদিকে এই শোচনীয় মৃত্যুতেও পরিবারের দুর্ভাগ্যের শেষ হইল না। পরোপকারী জ্যেষ্ঠপুত্র নীলকরের লাঠির আঘাতে প্রাণ হারাইলেন, গৃহিণী পতি ও পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে হত্যা করিলেন—অবশেষে স্বকৃত কর্মের পরিণাম দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এদিকে সাধুচরণের পরিবারের উপরও বিপর্যয় দেখা দিল। দুইটি পরিবারই একই গুরুতর অবস্থার কবলে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

√নীল-দর্পণ নাটকটি কেন যে সার্থক শিল্পরূপ পায় নাই তাহার কয়েকটি কারণ বিবৃত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যে দুইটি শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে সেই শক্তি দুইটি সমান সমান নয়। যে মুহূর্তে সংঘর্ষ বাধিয়াছে তখন হইতেই বুঝা যায় যে, একপক্ষ অত্যন্ত দুর্বল, অত্যাচারীর কবল হইতে মুক্তি লাভ করা তাহাদের সাধ্যে কুলাইবে না। স্বয়ং ভগবান রক্ষা না করিলে ইহাদের রক্ষার আর কোন উপায় নাই। উভয় পক্ষই যদি শক্তি-সামর্থ্যে সমান সমান হয় তাহা হইলে সংঘর্ষটি যেমন আবেগে ও উত্তেজনায় দর্শকের মন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে নীল-দর্পণে তাহা হয় নাই। দর্শকের মন সংশয় সন্দেহে দোলায়িত হয় না, দর্শক কেবল ভয়ার্তচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এই অত্যাচারের চরম কোথায় এবং শেষ কি? উৎপীড়িত প্রজাগণ,

নবীনমাধব ও সাধুচরণকে যদি আরও একটু শক্তিশালী করিয়া নাট্যকার অঙ্কন করিতেন তবে নাটকের এই ত্রুটি হইত না। আসল কথা নাটকটি উদ্দেশ্য-মূলক—নীলকরেরা কিরূপ নৃশংস অত্যাচার করে নাট্যকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। দৃশ্যের পর দৃশ্য সংযোগ করিয়া অত্যাচারীর বহুমুখী উৎপীড়নের চিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার দর্শকের মনে নীলকরগণের প্রতি ঘৃণা ও উত্তেজনা সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন এবং এ বিষয়ে তিনি আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছেন।

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখিতে পাই যে, রঙ্গমঞ্চ মৃতদেহে ভরিয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য আমাদিগকে নির্বাক ও অসাড় করিয়া ফেলে। অবশ্য প্রত্যেকটি মৃত্যুই কার্য-কারণ সূত্রে সংঘটিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে অসম্ভাব্য, অবিশ্বাস্য কিছুই নাই, কিন্তু এতগুলি মৃত্যু একসঙ্গে সংঘটিত হওয়ায় গভীর করুণ রসের পরিবর্তে একটা স্থূল ধ্বংসের ভাব আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়। ভূমিকম্পে বা জল প্লাবনে বা ঐ জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একটি অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গেলে আমরা যেমন স্তম্ভিত ও নির্বাক হই নীলকরের দৌরাত্ম্যে বিধ্বস্ত শ্মশান-ভূমিতে দাঁড়াইয়া আমরা সেইরূপ ত্রাস ও বিভীষিকার সম্মুখীন হই। এই দৃশ্য আমাদের স্তব্ধ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ট্রাজিডির মহিমা নাই।

সর্বাপেক্ষা বড় আপত্তি যে, নবীনমাধবকে যথার্থভাবে ট্রাজিডির নায়ক করিয়া আঁকা হয় নাই। প্রথমতঃ, নবীনমাধবের মনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। তারপর এইরূপ একটি পরোপকারী স্বার্থ-লেশ-শূন্য উদারহৃদয় যুবকের এই শোচনীয় পরিণাম কেন হইল। ট্রাজিডির যিনি নায়ক হইবেন তাঁহার চরিত্রে বহুগুণের মধ্যে কিছু পরিমাণ দুর্বলতা থাকে, চরিত্রে এমন এক রন্ধ্র থাকে যাহার মধ্য দিয়া শনি প্রবেশ করিতে পারে। মানুষের জীবন নিয়তি-চালিত কিন্তু এই নিয়তি একেবারে অন্ধ নয়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে নিয়তির প্রভাব প্রচুর দেখান হইয়াছে, কিন্তু সেখানে বংশপরম্পরাগত কোনও পাপ বা দৈব

অভিশাপের মধ্য দিয়া এমন কি নায়ক অজ্ঞাতসারে যে অন্যায় করিয়াছে তাহার ছিদ্র ধরিয়া নিয়তি তাহার কার্য সাধন করিয়াছে। নিতান্ত নির্দোষ একজন লোক যদি প্রতিকূল নিয়তির উপর্যুপরি আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায় তবে তাহা দেখিয়া সাধারণ লোক বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়, নৈতিক আদর্শে একেবারেই আস্থা হারায় ও ভগবানের বিচারের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জীবনে হয়ত এরকম ঘটে কিন্তু যাহা জীবনে ঘটে কেবল তাহাকে অনুকরণ করাই সাহিত্যের কাজ নয়, শিল্পেরও নিজস্ব একটি দাবী আছে। বসু পরিবারের সামগ্রিক ধ্বংস ট্রাজিক্ কিন্তু ট্রাজিড্রি নয়।

চরিত্র-চিত্রণ

দীনবন্ধুই বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম ভাল মন্দ মাঝারি কতকগুলি স্বাভাবিক বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করিবার কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। ১৮৬০ সালের পূর্বে যে দুই তিন খানা নাটকের নাম করা যাইতে পারে তাহাদের চরিত্র-গুলি আড়ষ্ট ও নির্জীব। নীল-দর্পণ নাটকেরও কয়েকটি চরিত্র আড়ষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ নাটকে নাট্যকারের সৃষ্ট জীবন্ত চরিত্রের সংখ্যাও প্রচুর।

একশত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে সম্পন্ন নিরীহ, নির্বিবাদী, ভদ্র গৃহস্থের স্পষ্টরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে **গোলোক চন্দ্র বসুর** চরিত্রে। নীলকরগণ যখন অত্যাচার ও জুলুম আরম্ভ করিল তখনই তিনি গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন। কিন্তু সাত পুরুষ যে ভিটায় বাস করিয়াছে তাহার মায়া কাটাইয়া, এমন সুখের বাস ছাড়িয়া যাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। নিজের বাড়ীতে সুখে-শান্তিতে বাস করিতে করিতে তাঁহার পল্লীজীবনের প্রতি একটা মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল, কতকগুলি অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। এড়ো ঘর না হইলে তাঁহার ঘুম হইত না, আতপ চাউল না হইলে তাঁহার খাওয়া হইত না। কারাগারের, অশুচি অন্ন তিনি মুখে তুলিবেন কি করিয়া? আদালতে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সরল-চিত্ততাই প্রকাশ

পাইয়াছে। এই ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান্, প্রৌঢ় ভদ্রলোক কয়েকদিন গুরুতর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়া দীনবন্ধু সহজেই দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন।

নবীনমাধব পরদুঃখকাতর গ্রাম্য যুবক। তাঁহার প্রকৃতি পিতার মত নিরীহ ছিল না। তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তিনি পিতার অবাধ্য ছিলেন না। নীলকরের অত্যাচার দমন করিবার জন্য আইনের সাহায্য লইয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করিয়াছেন। দুর্বল রায়তগণকে নীলকরের অন্যায় জুলুম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের আর্থিক ক্ষতি তুচ্ছ করিয়াছেন। বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। নীলকরদের যে কত ক্ষমতা তাহা তিনি বুঝিতেন, কিন্তু সমস্ত জানিয়া ও বুঝিয়া কেবল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। পিতৃ-মাতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমিক ও ভ্রাতৃবৎসল, প্রজা-হিতৈষী এই উদার যুবকের চরিত্রে দীনবন্ধু বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ করিয়াছেন। তোরাপ যখন রোগ সাহেবকে প্রহার করিতেছিল তখন তিনি তাহাকে বিরত হইতে বলিয়াছেন—ওরা নির্দয় বলিয়া আমাদের নিদয় হওয়া উচিত নয়। গুরুতর উত্তেজনার মুহূর্তে নবীনমাধব প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নাই। নাট্যকার যদি নবীনমাধবকে দিয়া বড় সাহেবের বুকে পদাঘাত না করাইতেন (যদিও ব্যাপারটি নেপথ্যে ঘটিয়াছিল) তবে নবীনমাধব চরিত্রটি তাঁহার অতিরিক্ত আদর্শ-প্রিয়তার জন্য অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত। কিন্তু এই পদাঘাতই তাঁহার কাল হইল।

নিজের গ্রামের ছেলেরা পাঠশালায় পড়িতে পারে না, পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায় ইহার জন্য তিনি চিন্তা করিতেন। গ্রামের দরিদ্র প্রজাদের সর্বপ্রকার বিপদে সাহায্য করিতেন বলিয়াই প্রজারা তাঁহাকে যথার্থ আপনজন বলিয়া মনে করিত। নবীনমাধব, তাহাদের বড়বাবু—লাঠির আঘাতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন খবর পাইয়া গ্রামের দুইশত কৃষক লাঠি লইয়া মার মার করিতে-

ছিল। পুরুষোচিত বহুগুণে ভূষিত হইয়া, তেজস্বিতা ও কোমলতার সমাবেশে এই চরিত্রটি নায়কোচিত হইয়াছে।

বিন্দুমাধবের চরিত্র তেমন স্পষ্ট নয়, কারণ নাটকের মধ্যে বিন্দুমাধবের কোন সক্রিয় অংশ নাই। দীনবন্ধু বিন্দুমাধবের চরিত্রে একটি সৎচরিত্র যুবকের আদর্শ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বিন্দুমাধবের চরিত্রটি স্পষ্ট রূপ লাভ করে নাই।

ভদ্র পুরুষ চরিত্রগুলির আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোলোক চন্দ্রের চরিত্র সুচিত্রিত হইযাছে। বিন্দুমাধবের তুলনায় নবীনমাধবই বেশী ফুটিযাছে। আবার নবীনমাধব যখন নাটকের মধ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন তখন তাঁহার চরিত্র যে পরিমাণে জীবন্ত হইয়াছে আত্মগতভাবে যখন চিন্তা করিতেছেন তখন তাহা সেই পরিমাণে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হইয়াছে। চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠে সংলাপে। মুখের ভাষা ছাড়িয়া যখন চরিত্রগুলি পুস্তকের কৃত্রিম ভাষা বলিতে আরম্ভ করে তখন চরিত্রে কৃত্রিমতা ও নির্জীবতা না আসিযা পারে না। কল্পনা-শক্তির দৈন্য ইহার কারণ নয়, একটি ভদ্র চরিত্র কোন নাটকীয অবস্থায় পড়িলে কিরূপ আচরণ করিবে ইহা দীনবন্ধু বুঝিতেন না এ-কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আসল ব্যাপার তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চরিত্রের মুখে কি ভাষা আরোপ করিতে হইবে এই সঙ্কটে পড়িযাছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের সংলাপের অনুকরণ করিতে গিযা ও তাদের কাছে আদর্শ গদ্য ভঙ্গী কিছু না পাইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হইয়া পণ্ডিতী বাংলার শরণ লইয়াছিলেন। এই কৃত্রিম ভাষা ভাবের স্বাভাবিক স্ফুরণে বাধা দিয়াছে এবং ইহারই ফলে স্থানে স্থানে চরিত্রগুলি কৃত্রিম হইয়া পড়িযাছে।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের গৃহিণীরূপে **সাবিত্রীর** চরিত্রটি সুচিত্রিত। প্রৌঢ়স্বামী, দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও একটি নাতি লইযা তিনি পরমানন্দে সুখের সংসার গড়িয়া তুলিয়াছেন। অথচ এই মহিলার শিরেই যেন দুর্ভাগ্যের পাহাড়

ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামী-পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মাদিনী হইলেন এবং উন্মত্ততার ঝোঁকে পুত্রবধূকে হত্যা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। নাট্যকার সাবিত্রীর চরিত্রের এই পরিণতির মধ্য দিয়া দর্শকের সহানুভূতি সর্বাধিক আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বামীর প্রকৃতি তিনি ভালভাবেই জানিতেন। যে লোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও ভিন্ন গ্রামে যান না, কারাবাসের দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না ইহা তিনি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য তাঁহার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। নবীনমাধব অসুস্থ শরীর লইয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতেছে ইহার জন্য তাঁহার মহা দুশ্চিন্তা ছিল, কিন্তু ক্ষেত্রমণির অপহরণ সংবাদে তাহার উদ্ধারের জন্য নবীনমাধবকে পাঠাইবার মুহূর্তে সাবিত্রী যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে সাবিত্রীর চরিত্রের সমুন্নত আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর শোক তিনি সহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রের অচৈতন্য দেহ তাঁহার সংজ্ঞা লোপ করিল। উন্মত্ত অবস্থায় সাবিত্রী যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহা যেমন করুণ তেমনি বাস্তবানুগামী। বাংলা নাটক-উপন্যাসে উন্মত্ততার এত করুণ চিত্র আর নাই।

সৈরিন্ধ্রী নবীন মাধবের উপযুক্ত সহধর্মিণী। শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর বা স্বামী-পুত্র লইয়া সে সংসার করে ও নিজেকে ভাগ্যবতী বলিয়া জানে। কুল-পুরোহিত তাহাকে সুলক্ষণা বলিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার ভাগ্য বিমুখ হইল। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সে সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু পুত্রের মুখ চাহিয়া তাহাকে বাঁচিতে হইল।

সরলতা বসু পরিবারের কনিষ্ঠাবধূ, বয়স অল্প বলিয়া সাংসারিক অভিজ্ঞতা অল্প। সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখে, সেও শ্রদ্ধা ও সেবা দ্বারা সেই স্নেহের প্রতিদান দেয়। দুর্দৈব যখন দেখা দিয়াছে, সমগ্র পরিবারের উপর একটা প্রবল আঘাতের আশঙ্কা যখন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহার চাঞ্চল্য ও মুখরতা লোপ পাইয়াছে। 'তোতা পাখী আমার নীরব হয়েছে।' শাশুড়ীর এই স্নেহসিক্ত উক্তি এই বধূটির চরিত্রে সর্বাংশে সার্থক।

সাবিত্রীর চরিত্র সম্পূর্ণ বাস্তব কিন্তু সৈরিন্ধ্রী ও সরলতার চরিত্রে মাঝে মাঝে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা দেখা দিয়াছে। রেবতী, ক্ষেত্রমণি, আদুরী ও পদী ময়রাণী একেবারে জীবন্ত কৃষকরমণী ও কৃষককন্যা। এমন বাস্তবানুগ চিত্র বাংলা সাহিত্যে পূর্বেও ছিল না ও পরেও খুব বেশী হয় নাই। আদুরী ও পদী ময়রাণী কেবল প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র নয়—ইহাদের ব্যক্তিসত্তাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় নাটক বা উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি যথেষ্ট যত্ন ও দরদ দিয়া আঁকা হয়, অপ্রধান বা পার্শ্ব চরিত্রগুলি লেখকের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু নীল-দর্পণে দেখিতে পাই কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির মধ্যে ত্রুটি আছে, দুর্বলতা আছে, কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা আছে কিন্তু অপ্রধান চরিত্রগুলি রক্তে মাংসে প্রাণবান।

রেবতী কৃষকরমণী, স্বামী ও দেবর লইয়া তাহার দরিদ্রের সংসার। বিবাহিতা ও সন্তানসম্ভাবিতা তাহার একমাত্র কন্যাকে সে বড় আশা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। নীলকরের অত্যাচার এই দরিদ্র পরিবারকেও রেহাই দিল না। রাইচরণ মাঠের কাজ করিয়া বাড়ীতে জল খাইতে আসিয়াছে এমন সময় আমিন ও পেয়াদা আসিয়া তাহাকে ধরিল। এই সময় রেবতীর কথায় সে রাইচরণকে যে কত স্নেহ করিত তাহা বুঝা যায়। গ্রাম্য কৃষক-বধূর স্বাভাবিক বুদ্ধি রেবতীর ছিল। বিপদে বা ভয়ে সে কখনও দিশাহারা হয় নাই। নবীনমাধবকে যে বিপদের সময় সংবাদ দিতে হয়, বিপদ যখন আসিয়াছে তখন সেকথা রেবতী ভুলে নাই। ক্ষেত্রমণির প্রতি আমিনের লোলুপদৃষ্টির অর্থ সে বুঝিয়াছে। ক্ষেত্রমণি সম্পর্কে দুশ্চরিত্রা ময়রাণী যে প্রস্তাব দিয়াছে তাহা সে স্বামীকে জানায় নাই। কারণ সাধুচরণ একেই নীলের ঘায়ে পাগল। ক্ষেত্রমণি অপহৃতা হইলে তাহার আকুলতা স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মৃত্যু-শয্যা-শায়িনী কন্যার পার্শ্বে বসিয়া রেবতীর আর্তনাদ যেমন স্বাভাবিক তেমন মর্মস্পর্শী। "নমীর আং বুঝি পোয়াল", "সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল" প্রভৃতি টুকরা

কথায় এই প্রাপ্তবয়স্কা কৃষকবধূর মাতৃহৃদয়ের বেদনা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

ক্ষেত্রমণির চরিত্র সার্থকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে—ক্ষেত্রমণিকে যদি কেবল লজ্জাশীলা, নম্র-স্বভাবা কৃষক-কন্যা করিয়া আঁকা হইত তবে চরিত্রটি এত জীবন্ত ও বাস্তব হইত না। 'মুই পরাণ দিতি পারব ধর্ম দিতি পারব না'—ইহা তাহার কেবল মুখের কথা নয়—সে নিরুপায় হইয়া সাহেবের হাত নখ দিয়া আঁচড়াইয়াছে এবং গ্রাম্য অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে—এই আঁচড়ান ও কথা দ্বারাই তাহার চরিত্রটি সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আদুরী বসু পরিবারের বহুকালের ঝি। তাহার চরিত্রে দীনবন্ধু কিছুটা কৌতুকরসের সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সে সহজ কথা বোঝে না এবং সব কথায় কথা বলিবার জন্য আপনা হইতেই অগ্রসর হয়। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে তাহার মত জাহির না করিলেই নয়। কুঠির বিবি বিবি হইলেও বৌ মানুষ, বৌ মানুষ ঘোড়ায় চাপিয়া জেলার মাচের টক্ সাহেবের সঙ্গে হাসিয়া কথা কয়—এরকম লজ্জাহীনতা সে জীবনে দেখে নাই। সাহেবের কাছে যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কেবল পেঁয়াজের গন্ধ ও দাড়ি তাহার বাধা। আদুরীর যুক্তিগুলি কৌতুক-প্রদ। এই বৃদ্ধা তাঁহার যৌবনকালের স্বামীর স্মৃতি লইয়া যে কথা বলে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিউমারের পরিচয় পাওয়া যায়। বসু পরিবারের দুর্ভাগ্যের দিনে নাট্যকার আদুরীকে কাঁদাইয়া তাহার চরিত্রের মর্মটি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সাবিত্রী যখন উন্মাদিনী, নবীনমাধবের মৃতদেহ যখন শায়িত রহিয়াছে তখন যে আদুরীর মুখে অনর্গল খই ফুটিত সেই আদুরী স্তব্ধ নির্বাক হইয়া রহিয়াছে।

পদী ময়রাণী চরিত্রহীনা বিগত-যৌবনা কুট্টিনী। পেটের জন্য যে তাহাকে ধর্ম ও জাত দিতে হইয়াছে এ সম্বন্ধে সে সর্বদা সচেতন। তাহার কৃতকর্মের জন্য সে কোন স্পষ্ট অনুতাপ বোধ না করিলেও তাহার জন্য লজ্জা বোধ করে।

বড়বাবুকে মুখখানা দেখালাম—এই কথা বলিয়া তাহার সলজ্জ পলায়ন তাহার চরিত্রকে সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া দিয়াছে।

দীনবন্ধু গ্রাম্য রায়তদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা একেবারে বাস্তব ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। রাইচরণ, তোরাপ ও অন্যান্য রায়তগণ তাহাদের গ্রাম্য ধারণা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা লইয়া নাটকটির মধ্যে স্বাভাবিক রূপ লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকের কথাগুলি পর্যন্ত যেন জীবন হইতে অবিকল উদ্ধৃত।

রায়তগণের মধ্যে তোরাপ চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনের 'হানিফ গাজী' চরিত্রের প্রভাব এই চরিত্রটির উপর আছে। নাটকের মধ্যে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করাতে স্বাভাবিকভাবে তোরাপ রায়তগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নবীনমাধবের নিকট হইতে বার বার উপকার পাইয়া বড়বাবুর প্রতি তাহার একটা কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহাই তোরাপ চরিত্রের সবটুকু নয়। নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নবীনমাধবের দাঁড়াইবার প্রচেষ্টার সঙ্গে এই মুসলমান দরিদ্র চাষার একটি অন্তরের যোগ ছিল। সেইজন্য সে নবীনমাধবকে ভালবাসিয়াছে, তাহার জন্য জান কবুল করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বড়বাবুকে রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া কপালে করাঘাত করিয়াছে। তোরাপ বদরাগী একগুঁয়ে কিন্তু নির্বোধ নয়। অত্যাচারের সরঞ্জাম ও বহর স্বচক্ষে দেখিয়া সে মনে মনে বলিয়াছে—'যে নাদ্না, অ্যাকন তো নাজি হই'—এবং সাহেবকে বলিয়াছে—'দোই সাহেবের, মুই ও সোদা হইচি'। যে রোগ সাহেব তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে, রামকান্তের আস্বাদ ও বুটের গুঁতা লাভ করাইয়াছে সেই রোগ সাহেবকে একদিন কায়দায় পাইয়া গলা টিপিয়া, কান মলিয়া ও চপেটাঘাত করিয়া সে হাতের সুখ করিয়াছে। নবীনমাধবের সাক্ষাতে আর বেশী অত্যাচার করা সম্ভব হয় নাই। অশিক্ষিত চাষার অমার্জিত রূপ, তাহার বন্য স্বভাব, অশ্লীল গালাগালি ও অকৃত্রিম আচরণ এই চরিত্রে চমৎকার ফুটিয়াছে। উড সাহেবের নাক কামড়াইয়া কাটিয়া

লওয়া এবং "সমিন্দি নাকের জন্য গ্রাম নসাতলে দেবে" এই আচরণ ও কথা উভয়ই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

যাহারা গ্রাম্য রায়তগণের কথাবার্তায় অশ্লীলতা আছে দেখিয়া বিরক্তি বোধ করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দীনবন্ধু নাটক লিখিয়াছেন—অশ্লীল কথাগুলি নাট্যকারের উক্তি নয়। এই সমস্ত চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে গিয়াই তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে অশ্লীলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা আসিয়া গিয়াছে।

উড সাহেব ও রোগ সাহেবের চরিত্রের কদর্য দিকটাই নাট্যকার ফুটাইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু নাটকের প্রয়োজনেই তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছে। এই দুইটি চরিত্র অঙ্কনেও দীনবন্ধু নিজস্ব অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। **উড** বড়সাহেব সুতরাং তাহার অত্যাচারও বড় রকমের, দরিদ্র ও চাষার তো কথাই নাই—সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের উপরও অত্যাচার করিতে তাহার বাধে নাই এবং অত্যাচারের সমস্ত অস্ত্র তাহার কুঠিতে জমা আছে বলিয়া সে গর্ব অনুভব করে। নিরীহ প্রজাদিগকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে বা পদাঘাত করিতে তাহার আটকায় না, সামান্য কারণে শ্যামচাঁদ দিয়া প্রহার করিতে সে দ্বিধা করে না, এই দেশের লোককে সে মানুষ বলিয়াই মনে করে না। নিজের দেওয়ানের সহিত সে যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে কোন উপায়ে অর্থ আদায় করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। নবীনমাধবের সহিত সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে তাহাকে মনুষ্যত্বহীন পশু ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিবার উপায় থাকে না। উড সাহেবের চরিত্রে একটি মাত্র ভালদিক নাট্যকার দেখাইয়াছেন—ছোট সাহেবের মত তাহার নারী-লোলুপতা নাই।

রোগ সাহেব ছোট সাহেব কিন্তু প্রজার উপরে অত্যাচার উৎপীড়নে সে ছোট নয়। উপরন্তু চারিত্রিক নীতির দিক দিয়া রোগ সাহেব আরও এক-

ধাপ নিচে ছিল। বিদেশে আসিয়া পদী ময়রাণীর মত একটি ভ্রষ্টা নারীর সহিত বাস করিতে তাহার বাধে নাই, এবং পদী ও আমিনের সাহায্যে অন্য নারী সংগ্রহ করিতে তাহার অরুচি জন্মে নাই।

এই দুইটি সাহেবের চরিত্র অঙ্কিত করিতে নাট্যকার ইহাদের প্রতি বিন্দু-মাত্র সহানুভূতি অনুভব করেন নাই।

কিন্তু নীলকরের দেওয়ান **গোপীনাথ** নাট্যকারের সহানুভূতি পাইয়াছে। গোপীনাথ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে কিন্তু সে নিজের পাপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। চাকুরী রক্ষার জন্য সে গোলোক চন্দ্রের সর্বনাশের সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য অনুতাপের হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পায় নাই। অবস্থার চাপে পড়িয়া মানুষ যে কুকার্য করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রকৃতির মধ্যে অন্য উপকরণ থাকিলেও তাহা যে বিশেষ অবস্থার জন্যই ফুটিতে পারে না গোপীনাথ চরিত্রে দীনবন্ধু তাহা দেখাইয়াছেন।

দীনবন্ধুর নাটকে হাস্যরস ও কৌতুক

কৌতুক হাস্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতের' এক সভ্য প্রশ্ন তুলিয়াছে—"দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি, এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোনো সুখের কারণ ঘটে, একথা বলিতে পারি না। কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য।"

পঞ্চভূতের সভায় এই প্রশ্নের যাহা মীমাংসা হইল তাহা এই যে কৌতুক হাস্যের মূলে জীবনের কোন-না-কোন প্রকার অসঙ্গতি থাকে। "ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, কথার সহিত কাযের অসঙ্গতি," আমাদের মনে মৃদু আঘাত দিয়া আমাদের মুখে মৃদু হাসি ফুটায়। আঘাতটি যদি লঘুভাবে না হইয়া গুরুভাবে হয়, তবে হাসি মিলাইয়া যায়, তখন বেদনায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

অনেক সময় হাস্য বা কৌতুক চিত্রের মূলে অতিরঞ্জন থাকে। কোন একটা জিনিষকে মাত্রা ছাড়াইয়া বাড়াইয়া বলা এবং সেই ভাবে চিত্র অঙ্কিত করায় এই শ্রেণীর হাস্য ও কৌতুকের সৃষ্টি হয়। একজন লোককে যদি অতিরিক্ত মোটা বলা হয় বা একজনের খাদ্য-সামগ্রীর বরাদ্দ যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তবে আমাদের হাসি পায়। অদ্ভুত কল্পনা ও উদ্ভট পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিয়া অতিরঞ্জনের সাহায্যে লোক হাসাইবার যে চেষ্টা সাহিত্যে তাহাই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যে অধিকাংশ কৌতুক-চিত্র ও হাস্য-রসের উৎস এই অতিরঞ্জন।

আর এক প্রকার হাস্যরস বা কৌতুক আছে যাহা নির্মমভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত করিয়া সামাজিক বা ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রযুক্ত হয়। যাহাকে লইয়া এই কৌতুক করা হয় বা যাহাদের উদ্দেশ্যে এই বাণ বর্ষিত হয় তাহাদের মর্মস্থল বিদ্ধ হয়, কান মুখ লাল হইয়া উঠে, মুখে শুষ্ক হাসি ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া মুখখানি আরও করুণ করিয়া তুলে। ইহার নাম বিদ্রূপ। ইংরাজিতে ইহাকেই satire বলে।

আরও এক শ্রেণীর সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য হাস্যরস আছে যাহাকে বলা হয় wit বা বাক্‌চাতুর্য। এই প্রকার কৌতুকে বুদ্ধিবৃত্তির মৃদু কম্পন অনুভব করি। ইহা আমাদের সকল শরীর হাস্যের আবেগে কম্পমান করিয়া তুলে না, মুখে একটু মৃদু রেখা ফুটিয়া উঠে মাত্র। মুখের পেশীর সামান্য আকুঞ্চনে তাহা প্রকাশিত হয়। যে তিন প্রকার হাস্যরসের কথা বলা হইল তাহাদের মধ্যে wit কুলীন। অভিজাত শ্রেণী ছাড়া, মার্জিত রুচি ও বুদ্ধির অধিকারী ছাড়া এই প্রকার কৌতুক অন্য কেহ উপভোগ করিতে পারে না।

এই তিন প্রকার হাস্যরস ছাড়াও সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায় যাহা অতিরঞ্জন নয়, ভাঁড়ামি নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, কৌশলপূর্ণ বাক্‌বিন্যাস নয়, যাহা জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতি ও ভুলভ্রান্তি হইতে বিবিধ হাসির টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া, প্রীতি ও সহানুভূতির মধ্য দিয়া মানুষের

মন আর্দ্র ও সরস করিয়া তুলে। ইংরাজীতে এই প্রকার হাস্যরসের নামই humour এবং দীনবন্ধুর কৃতিত্ব যে দীনবন্ধু যথার্থ humourist বা হাস্যরসিক ছিলেন।

নীল-দর্পণ নাটকের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার মধ্যে কতকগুলি ভয়ার্ত নরনারীর দুঃখ-বেদনার চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে, এই করুণ কাহিনীর চারিধারে যাহারা আসিয়া সমবেত হইয়াছে তাহাদের চরিত্রের মধ্য হইতেই নাট্যকার হাস্যরস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে হাসি অশ্রুসজল।

নীল-দর্পণের হাস্যরস কাহিনীতে নয়, অবস্থান বা পরিস্থিতিগত নয়, উহা চরিত্রগত। অথচ সচেতনভাবে হাস্যরসের খোরাক দিবার জন্য কোনও চরিত্র ইহাতে পরিকল্পিত হয় নাই। নীলকরের অত্যাচারে উৎপীড়িত, গুদামঘরে যাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদের কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় যে হাসি-কৌতুক বিচ্ছুরিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের শিক্ষা, সংস্কার রাগ, অভিমান প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিয়া চরিত্রগুলিকে স্পষ্টতর করিয়াছে।

প্রথম রাইয়ত শ্যামচাঁদের ঠ্যালায় নবীনমাধবের পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হইয়াছে। ভাবী বুট লইয়া তাহার বুকে দাঁড়াইয়া 'উড সাহেব' তাহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, রাগে দুঃখে সে আর কিছু করিতে না পারিয়া 'গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর' বলিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতেছে। দ্বিতীয় রাইয়ত প্রথম রাইয়তের অজ্ঞতায় বিস্মিত হইয়া পরম বিজ্ঞভাবে বলিতেছে—'সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?' এই সাধারণ কথাটা প্রথম রাইয়ত জানে না এবং এ মূল্যবান তথ্য তাহারই আবিষ্কৃত এই জন্য দ্বিতীয় রাইয়ত একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। চতুর্থ রাইয়তের মাঝে মাঝে দুই একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথা বলার অভ্যাস আছে। তাই সে গোলোক বসুর বর্ণনায় বলে—'কি চেহারার চটক, কি অবপুরুব রূপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।' তৃতীয় রায়তের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত জ্ঞান তাহার স্ত্রীর নিকট।

কোনও কিছু নূতন দেখিলে সে কথা তাহার বউকে জানাইতে হইবে। সাহেবের জুতোর গুঁতা খাইয়াও সে 'বউ তুই কনে রে' বলিয়াই চীৎকার করে। তোরাপের ছোট সাহেবকে উত্তম মধ্যম দিয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান এবং বড় সাহেবের নাক কাটিয়া তাহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখায় যে কৌতুকরস দেখা যায় তাহা খানিকটা পরিস্থিতিগত হইলেও তাহা চরিত্রেরও প্রকাশক। আদুরী চরিত্রটিও নিছক হাস্যরস ফুটাইবার জন্য পরিকল্পিত নয় কিন্তু উহার কথাবার্তায় একটা কৌতুককর পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে নানারকমের সঙ্গত অসঙ্গত উক্তি তাহার চরিত্রেরই অঙ্গ। সাহেবের লাথি খাইয়া পণ্ডিত দেওয়ান যখন গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলে—'বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ' তখন আমরা যতখানি কৌতুক অনুভব করি তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণে দেওয়ানের দুঃখে সমবেদনা বোধ করি। নগরের কৃত্রিমতা যাহাদের সজীবতা তখনও নষ্ট করিয়া ফেলে নাই সেই সব অমার্জিত গ্রাম্য নরনারীর জীবনে মর্মমূলে অবতরণ করিয়া নাট্যকার দুঃখদৈন্যের মধ্যেও তাহাদের অন্তরের রসটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরস জীবন রসেরই নামান্তর, উহা আরোপিত নয়।

"দীনবন্ধুর রুচিবোধ দ্বারাই প্রধানতঃ তাঁহার নাটকের দোষ-গুণ বিচার করা হইয়া থাকে। কারণ তাহা এমনই প্রত্যক্ষ ও প্রখর যে তাহা যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। তথাপি ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। ভারতচন্দ্রের কথা বাদ দিলে কেবল মাত্র রুচির জন্য বাংলা সাহিত্যের আর কোন লেখককে এমন সমালোচনার পাত্র হইতে হয় নাই।****

যাহা তিনি যেমন দেখিয়াছেন তাহা তিনি অবিকল পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন,—এখনে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচিবোধের কথা আসে না। কারণ তিনি যদি রোমান্টিক লেখক হইতেন, আত্মমনোভাব দ্বারা রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করার ধর্ম যদি তাঁহার থাকিত তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচিবোধ বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম পূর্বেই আলোচনা

করিয়া দেখা গিয়াছে যে তিনি বস্তুনিষ্ঠ। এই একান্ত বস্তুনিষ্ঠাই একটি বিশেষ রুচিকে তাঁহার রচনার মধ্যে আশ্রয় দিবার কারণ হইয়াছে। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত কোন রুচিদোষের পরিচায়ক নহে। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— তিনি নিজে সুশিক্ষিত ও নির্মল চরিত্র তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবল দুর্দমনীয় সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, তাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; কেন না 'তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে।' এই সহানুভূতি বুঝিতে বাস্তব চিত্রের খুঁটিনাটির প্রতি নিষ্ঠাই বুঝিতে হইবে। ইহা কোন রোমান্টিক মনোভাবজাত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একান্ত বস্তুনিষ্ঠা হইতে দীনবন্ধুর রচনায় রুচিদোষ ঘটিতেছে, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি বা দর্শন হইতে আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, তোরাপের সৃষ্টি-কালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে তাহা বাদ দিতে পারেন নাই, আদুরীর সৃষ্টি-কালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে তাহা বাদ দিতে পারেন নাই, নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অতএব ইহাও সেই একান্ত বস্তুনিষ্ঠার ফল। এই বস্তুনিষ্ঠার সূত্র ধরিয়াই রুচিদোষ তাঁহার নাটকে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব ইহা নিয়ন্ত্রিত হইলে দীনবন্ধুর বিশিষ্ট সৃষ্টিধর্মে আঘাত লাগিত। দোষই হউক গুণই হউক ইহা দীনবন্ধুর সৃষ্টিধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"
(বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস —শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য)

"বাস্তবিক এরূপ নাটকীয় রসকল্পনায় রুচির কোন প্রশ্নই নাই। জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার যে দৃষ্টি তাহাতে ভালমন্দ দুই অনিবার্য, একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অতিরঞ্জিত হইয়া উঠে। মার্জিত বা সূক্ষ্ম করিয়া অঙ্কিত করিলে আসল বস্তুটি অঙ্কিত করা হয় না। এখানে ভাবসুষমার কথা নয়, আদর্শের

কথা নয়, রুচির কথা নয়—কেবল বস্তুর স্বরূপ বা ব্যক্তি চরিত্রের কথা, যদি দোষ ও ত্রুটি থাকে সে দোষ ও ত্রুটি বস্তু বা চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাহা রুচি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু তাহার ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা সহজাত ও অপরিহার্য, বাদ দিয়া বদলাইয়া বিকৃত করিবার অধিকার—নাট্যরসিকের নাই। *** যাহারা বলেন শ্লীলতার চেয়ে অশ্লীলতার দিকে দীনবন্ধুর ঝোঁক বেশী তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের সমগ্র জীবনদৃষ্টি শ্লীলও অশ্লীলও নয়—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে হাসি বেপরোয়া, যেখানে অনুভূতির প্রীতি আছে সেখানে রঙ্গ বেপরোয়া, কালির দাগ নাই বলিয়া মনের কুণ্ঠা নাই; লেখাও শ্লীলতার অশ্লীলতার অলঙ্ঘ্য বিধি-নিষেধের ঘোমটা টানিয়া বসে না"। (দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীসুশীল কুমার দে)

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
রথযাত্রা, ১৩৬৪

শ্রীশশাঙ্ক শেখর বাগ্‌চী

ঋণ স্বীকার

১। দীনবন্ধু জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত নীলদর্পণ

৩। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

৪। দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীসুশীল কুমার দে

৫। Indian Stage—Das Gupta

৬। মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ

৮। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

৯। বাংলা সাহিত্যের কথা শ্রীসুকুমার সেন

১০। Fifty Years Ago—Prof. Chakladar

নীল-দর্পণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক

গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি করে্য গিয়াছেন তাহাতে কখনো পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথি-সেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি

সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করে্য তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা! (যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে) গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস করে্য আস্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আস্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্‌বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো। আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্‌তো। তাই যদি নীলের দামগুণো চুক্‌য়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি করে্য এলে?

নবীন। (আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে্য কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়?) আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলো অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমারদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমারদিগের

সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকৃরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মাঠাকুরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো আপ্‌নারা নাবা খাবা কব্‌বেন না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান, বড়বাবু নমস্কার করি গো।

সাধুচরণের প্রস্থান

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

সকলের প্রস্থান

নাটকের প্রথম দৃশ্যটি রচনা করা যথার্থই কঠিন। প্রথম দৃশ্যটি সুরচিত হইলে নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের কাহিনী নাটকের চরিত্রের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে গিয়া নাট্যকারকে অনেক ভাবিতে হয়।

নাটকের মূল কাহিনীর সূত্রটি যদি প্রথম দৃশ্যে না পাওয়া যায় নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা যদি দর্শক প্রথম দৃশ্যেই না পায় তবে দর্শকের কৌতূহল নষ্ট হয় ও দর্শক বিরক্তি বোধ করে। কোন অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা দিয়া নাটক আরম্ভ করা যায় না। একটি চরিত্রের কোন দীর্ঘ বক্তৃতাও আধুনিক যুগে অচল। যে গল্পটি নাটকের মধ্য দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে তাহার কোনখান হইতে কিভাবে নাট্যকার আরম্ভ করিবেন? দর্শক যেখানে কিছুই জানে না, নাটকের কোন চরিত্র সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও যেখানে তাহার নাই সেখানে প্রথম দৃশ্যের মধ্যেই নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করিয়া দর্শকের চিত্তকে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তোলা নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক। দীনবন্ধু এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্বরপুর গ্রামের গোলোকচন্দ্র বসু একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। জমি-জমা, পুকুর, বাগান কোন কিছুরই অভাব নাই। পূজা-পার্বণ পূর্বপ্রথামত চলে, অতিথিসেবার ব্যবস্থা আছে। নীলকরের অত্যাচার এই পরিবারের উপর আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিবাদী রাইয়ত সাধুচরণ কর্তাকে পরামর্শ দিতেছে গ্রামে থাকা আর সম্ভব হইবে না। এইবেলা মান থাকিতে থাকিতে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু সাত-পুরুষের বাস্তুভিটা ও এমন সুখের বাস ছাড়িয়া যাওয়া কি সহজ? গোলোক বসুর বড় ছেলে নবীন-মাধব নীলকর সাহেবের সহিত দরবার করিতে গিয়াছেন। পূর্ববৎসরের নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে আর এ বৎসর নীল করা সম্ভব নয়।

কিন্তু নবীনমাধব ব্যর্থ হইয়া ফিরিলেন। সাহেব তাঁহার ষাট বিঘা জমিতেই নীল করিবে।

নীলকরগণ তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য ছোট বড় সকল প্রকার গৃহস্থের উপর কিরকম অত্যাচার ও জুলুম করে তাহার আভাস আমরা পাইলাম। সাধুচরণের কথায় নীলকরের অত্যাচারে দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের কি দুর্দশা

হইয়াছে তাহার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেল। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সংঘর্ষের মূল কারণ কি নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারা গেল। নবীনমাধবের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সংগ্রাম করিবেন।

গাঁতি—তালুক। দামড়া—চাষের বলদ। আসধান—আউসধান্য।

'আশু' হইতে 'আউস' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। অধ্যাপক সুনীতি-কুমারের মতে 'আউস' কথাটি 'আবৃষ' হইতে আসিয়াছে।

ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না—সম্পন্ন-গৃহস্থ নীলকরের অত্যাচারে ইতিমধ্যেই গাঁছাড়া হইয়াছে। বিষয়-আশয়ের মায়া না করিয়া, বাস্তভিটা ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে অনিশ্চিত দারিদ্র্যের জীবন বরণ করিতেও গৃহস্থ যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় কতখানি অত্যাচারের ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব—নীলকুঠির গুদামে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ করিয়া রাখিবার ভয় দেখাইতেছে। নীলকরগণ এইভাবে উৎপীড়ন করিয়া চাষী ও গৃহস্থগণকে দিয়া নীলচাষের ব্যবস্থা করাইয়া লইত। ক্ষুধার জ্বালায় বন্দী রাইয়তরা যাহা পাইত তাহাই খাইত—'ধান খাওয়াইব' কথার তাৎপর্য ইহাই।

প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার—নবীনমাধবের তেজস্বী স্বভাবের উপযুক্ত কথা। নীলকর যখন জোর করিয়া গৃহস্থের ভাল ভাল জমিতে নীল করাইয়া লইত অথচ নীলের দাম চুকাইয়া দিত না তখন নবীনমাধব এই অসঙ্গত অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। "প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার"—নবীনমাধবের মুখোচ্চারিত এই কথা বিস্ময়করভাবে ফলিয়াছিল। নবীনমাধব বাস্তবিক প্রাণ দিয়াই এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করিলেন। ইহাই dramatic irony—হঠাৎ মুখ হইতে যে কথা বাহির হইল বাস্তবক্ষেত্রে তাহাই ফলিল।

গত্তে হবে—কবতে হবে। আমাব মানস একবার মোকদ্দমা করা—নবীনমাধব পিতাব অবাধ্য হইবেন না। গোলোক বসু নিরীহ প্রকৃতির লোক, তাব উপব বৃদ্ধ। সুতবাং তিনি সাহেবেব সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু নবীনমাধব যুবক। তাঁহাব মনে এখনও এই বিশ্বাস আছে যে, দেশ হইতে ন্যাযধর্ম এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। তাঁহার নিজেব ইচ্ছা নীলকব সাহেবেব বিরুদ্ধে মামলা কবিয়া একবাব দেখা যে এই অত্যাচাবেব প্রতিকাব কবা সম্ভব কিনা।

নাবা খাবা—স্নানাহাব।

এব একটা বিলি ব্যবস্থা করুন—সাধুচবণেব উপব হুকুম হইয়াছে নয় বিঘা নীল কবিতে হইবে। এই আদেশ পালন কবা তাহাব পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ভবিষ্যৎ কর্তব্য কি এ সম্বন্ধে সে কর্তাবাবুরই পবামর্শ চাহিযাছে।

দ্বিতীয গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণেব বাড়ী

লাঙ্গল লইয়া রাইচবণেব প্রবেশ

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মাব্‌লে। সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করে্য ছ্যাক্‌বো যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাল্লিই ছ্যাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণিব প্রবেশ

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নেই। কাকিমারে দেখতি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দিরি অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। (আহা জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা।) এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোডার নীলি কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতী বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্যে এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো (মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়্‌য়ে দিতি নাগলো) মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজতুরি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ স্থাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে কব্যে এনেচে, কুটি ধর্‌য়ে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ

আমিন। বাঁদ্, বেযে শালাকে বাঁদ্।

পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন

রেবতী। ও মা ই কি, হ্যাগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্‌য়ে স্থাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ট্যাকা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ করে্য দিয়ে আসতে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়। একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়্‌লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—

(আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্।)

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

যাইতে অগ্রসর হইল

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ ত্ বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূব। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও--আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেছে—কি কর্‌বো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগি তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান

নীলকরগণের অত্যাচার ও জুলুম ছোট বড় সমস্ত গৃহস্থকে কি ভাবে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, প্রথম দৃশ্যের পর দ্বিতীয় দৃশ্যে তাহা আরও একটু উদ্ঘাটন করিয়া দেখান হইতেছে। সাধুচরণের মুখে আমরা পূর্ব দৃশ্যে শুনিয়াছিলাম যে তাহার প্রতি ৯ বিঘা নীল করিবার হুকুম হইয়াছে। এই দৃশ্যে তাহার ছোট ভাই রাইচরণের মুখে জানিতে পারা গেল আমিন জোর করিয়া তাহাদের পাঁচ বিঘা উৎকৃষ্ট জমি নীল বুনিতে হইবে বলিয়া দাগ দিয়া গিয়াছে।

রাইচরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পরিবারের অন্নসংস্থান হইবে কিসে এই কথা মনে করিয়া সে অসহায়ের মত আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছে। সাধুচরণ গোলোক বসুর বাড়ী হইতে আসিলেই রাইচরণ দাদার নিকট আমিনের অত্যাচারের কথা জানাইল। আমিন কোন যুক্তি শুনে নাই, কোন অনুরোধ মানে নাই। সাধুচরণ সমস্ত শুনিয়া স্থির করিল এই অত্যাচার সহ্য করিয়া গ্রামে থাকা সম্ভব নয়। উৎকৃষ্ট ধানের জমিতে যদি নীল বুনিতে হয় আর নীলের জমির পরিচর্যা করিবার জন্য যদি সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় তবে অন্নাভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং হাল গরু বেচিয়া তাহারা বসন্ত বাবুর জমিদারিতে পলায়ন করিবে।

এই কথাবার্তা চলিতে থাকার কালে দুইজন পেয়াদা লইয়া আমিন আসিল ও রাইচরণকে তৎক্ষণাৎ বাঁধিবার হুকুম দিল। সাধুচরণের স্ত্রী ও কন্যা চোখের উপর এ অত্যাচার দেখিয়া মর্মাহত হইল। আমিন বলিল—রাইচরণের সহিত সাধুচরণকেও যাইতে হইবে,—সাধুচরণকে খাতায় দস্তখত করিয়া নীলের দাদন লইয়া আসিতে হইবে। ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমিনের মনে কু-অভিপ্রায় জাগিল। এই সুন্দরী কৃষককন্যাকে যদি ছোট সাহেবের নিকট উপহার দেওয়া যায় তবে ভবিষ্যতে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

আমিন তাগিদ দিল। রাইচরণ জল খাইতে চাহিয়াছিল। তাহার জল খাওয়া হইলে সাধুচরণ ও রাইচরণ আমিনের সঙ্গে কুঠির দিকে প্রস্থান করিল।

রাইচরণ ও সাধুচরণ দুই ভাই হইলেও উভয়ের প্রকৃতি ও কথাবার্তায় অনেক প্রভেদ। সাধুচরণ একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহার কথাগুলি একটু মার্জিত ও শুদ্ধ। ব্যবহারও বয়সগুণে অপেক্ষাকৃত সংযত। কিন্তু রাইচরণের মধ্যে গ্রাম্য নিরক্ষর যুবকের সজীবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বেশী।

আমিন সুমুন্দি—আমিনকে একটা গাল দিয়াই রাইচরণ কথা আরম্ভ করিয়াছে।

যদি না ছাড়ে তবে মোরা কালিই দ্যাশ্ ছাড়ে যাব—ভাল ভাল জমিগুলিতে যদি নীল বুনিতে হয় তবে ধানের চাষ হইবে কোথায়? ধান না হইলে পরিবারে অন্নাভাব ঘটিবে, সুতরাং এ দেশে থাকা অসম্ভব। গ্রামের মায়া ত্যাগ করা ছাড়া বাঁচিবার আর উপায় নাই।

এত সকালে যে বাড়ী এলি—রাইচরণ লাঙ্গল গরু লইয়া নিজেদের ক্ষেতে কাজে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে আমিন আসিয়া ভাল ভাল জমিতে দাগ দিয়া গিয়াছে। তাহাদের উৎকৃষ্ট ধানীজমি এইভাবে হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় দুঃখে-রাগে রাইচরণ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাড়ী ফিরিয়াছে।

এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম—উৎকৃষ্ট ধানী জমির সামান্য অংশে যে ধান হইত তাহা দিয়া মহাজনের সম্পূর্ণ দেনা শোধ করা যাইত।

গোড়ার—'গুযোটা' উচ্চারণ বিকৃতিতে 'গোড়া'।

নোনা ফেনা—নীরস জমি। যে জমিতে ফসল ভাল হয় না। নোনা লাগিয়া যে জমি অনুর্বর হইয়া গিয়াছে।

কারকিতী—জমিতে ফসল লাগানোর পূর্ববর্তী কাজ।

গাঁর মুখে ঝ্যাটা মেরে—বড় দুঃখেই সাধুচরণ এই উক্তি করিয়াছে কিন্তু তাহাদের পক্ষে গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব। এই নাটকের মধ্যেই আভাস আছে নীলকরের অত্যাচারে ও মানইজ্জতের ভয়ে দলে দলে কৃষক যথাসর্বস্ব ফেলিয়া গ্রাম ছাড়া হইয়াছে।

মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়্য়ে দিতি নাগ্লো—চাষীর মুখের উপমাটি পর্যন্ত কৃষক জীবনের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে। আগাছা ও ঘাস বাছিয়া ফেলিবার জন্য লোহা বা কাঠের তৈরী চিরুণীর মত এক প্রকার যন্ত্রের নাম 'বিদা'। ইহাকে গ্রাম্য ভাষায় 'আঁচড়া'ও বলে।

সেঁসুয়ে—শাসিয়ে, ভয় দেখাইয়া।

বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো—সকল প্রকার বিপদে আপদে নবীনমাধব যে গ্রামের ভরসা তাহা সাধুচরণের স্ত্রীও জানে।

গাদন—জোর করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেওয়াকে চলিত ভাষায় 'গাদন' বলে। সাধুচরণ এখানে বলিতে চায় যে জোর করিয়া অনিচ্ছুক অসমর্থ রাইয়তকে নীল বুনিতে বাধ্য করা আসলে নীলের দাদন নয়, নীলের গাদন।

হাবাতে—হাভাতে, যাদের অন্নকষ্ট অত্যধিক। অন্নের কাঙাল হইয়া যখন ভিক্ষুকবৃত্তি গ্রহণ করা হইল তখন ভিক্ষাও দুর্লভ হইল কারণ দেশের সকলেরই অন্নাভাব দেখা দিয়াছে, দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই চরম দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।

ছোট সাহেব এমন মাল পেলে ইত্যাদি—নীলকরগণের অত্যাচার কেবল লুণ্ঠনে ও শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বেচ্ছাচার কুঠিয়াল সাহেবগণের নৈতিক চরিত্রও যে কত নীচে নামিয়া গিয়াছিল ও নির্লজ্জতা কতখানি বাড়িয়াছিল তাহা প্রজাকন্যা ও গৃহস্থবধূ অপহরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় উচ্ছৃঙ্খল কুঠিয়ালগণের এই লালসার মূলে ইন্ধন যোগাইত এদেশীয় কুঠির কর্মচারিগণ। ভালো একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারলে [illegible] তাহার পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকিত। আমিন এ কাজে নূতন লোক নয়, নবীনমাধবের সম্পূর্ণ আশ্রয়াধীন না হইলে [illegible] উন্মূল [illegible] হওয়া [illegible]। আমিন নিজের ভগ্নীকে ইতিপূর্বেই সাহেবের কবলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ছোট সাহেবের চরিত্র স্মরণযোগ্য সন্দেহ নাই কিন্তু দীনবন্ধু এই দেশীয় স্বার্থান্ধ নির্লজ্জ চরিত্রগুলিও ততোধিক নিখুঁত করিয়া আঁকিয়াছেন।

ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা—আমিনের দৃষ্টির লোলুপতা ও তাৎপর্য মায়ের চোখে পড়িয়াছে। সেই জন্য মা মেয়েকে স্থানত্যাগ করিতে বলিতেছে।

ডব্‌কা ছেলে—সাধারণত 'ডব্‌কা' এই দেশজ শব্দটি নব-যৌবন-গর্বিতা কিশোরী অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। এখানে 'উঠ্‌তি বয়সের ছেলে' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গলার বারেন্দা

আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিযাছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন কর্যে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিযাছি, জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম্ কুচ্

শুনা নেই—তুমি বেটা লক্কিছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্‌কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে চায়—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটীর প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। (বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের

শোধ লব।”) বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছু বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই তুমি বড় নালায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কায চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম
করিতে২ প্রবেশ

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পডিয়াছে কেন ?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। (তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে।) আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাযেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি !

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমারদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ কর্‌য়ে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্থ কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, (বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"—)

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ১০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত

করিতে হয়, তার চার গুণ কাবকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদকি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, খিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী করবি নে। (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে২) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)

নব নঃ।নের প্রবেশ

রাই। বড়বাবু মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই

লোকসান। উহাদের অন্ত ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?- সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল৴ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করো্যে দিব।

উড। আমার দাদন সব নিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে একমাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমরনগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধরো্যে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার

মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনেব মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোব মাথায ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোব দাদনেব জন্যে দশখানা গ্রামেব দাদন বন্ধ বহিযাছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ কবি। এমন অপমান আমাব জন্মেও হয নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পবমেশ্ববকে ডাক, তিনিই দীনেব বক্ষক।

নবীনমাধবেব প্রস্থান

উড। গোলামকি গোলাম। দেওযান, দপ্তবখানায লইযা যাও, দস্তুব মোতাবেক দাদন দেও।

উডেব প্রস্থান

গোপী। চল সাধু, দপ্তবখানায চল। সাহেব কি কথায ভোলে

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধবেছে নীলেব যমে আব বক্ষা নাই॥

সকলেব প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্যে নীলকব কুঠিয়ালগণেব স্বরূপ ও ছোটবড় সমস্ত প্রজা গৃহস্থেব উপব তাহাদেব অত্যাচাবেব প্রকৃতি আবও একটু উদ্ঘাটন কবিয়া দেখান হইয়াছে। দৃশ্যেব পব দৃশ্যে দীনবন্ধু যাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর কবিয়া দেখাইতেছেন। প্রত্যেকটি দৃশ্য যেন জীবনেব প্রতিলিপি। ভাষায ভঙ্গীতে চবিত্রগুলি সজীব। নাটক দেখিতেছি বলিয়া মনেই হয না—বাংলাব ইতিহাসে একটি কুখ্যাত অধ্যায়েব প্রত্যক্ষদর্শী হইয়া মনে হয় যেন নাট্যকার মনুষ্যত্বের নিদারুণ লাঞ্ছনা অনুভব করিতেছেন। নাট্যকাবেব চবম

কৃতিত্ব জীবনের খণ্ড-খণ্ড চিত্রগুলি লইয়া একটা Illusion of reality সৃষ্টি করা—দেখিয়া মনে হইবে রঙ্গমঞ্চের উপর যাহা ঘটিতেছে তাহাই প্রকৃত জীবন। দীনবন্ধু প্রথম অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্যে এই কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

তৃতীয় দৃশ্য আরম্ভ হইয়াছে বড় সাহেব ও দেওয়ানের সহিত কথোপকথনে। গোপীনাথ দেওয়ান সাহেবদের জন্য অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে। কিন্তু উড সাহেব তাহার উপর সন্তুষ্ট হইতেছে না। উড সাহেবের ইচ্ছা আরও জবরদস্ত লোক দেওয়ান হয়। কিন্তু গোপীনাথ কি না করিয়াছে? অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বে-আইনী কাজ সে কিছু কম করিতেছে না। তবে তাহার শাসন মন্দ বলিয়া সাহেব খুশি হইতেছে না। উভয়ের কথাবার্তায় এই স্থির হইল যে, নবীনমাধবকে শায়েস্তা করিতে না পারিলে এই অঞ্চলে নীলচাষের উন্নতি হইবে না। উড সাহেব নবীনমাধবকে শায়েস্তা করিবে। হিসাবের টাকা শোধ না করিয়াই আবার তাহাকে দিয়া নীল করাইবে। গোপীনাথ সাহেবকে সাবধান করিয়া দিল যে, নবীনমাধব সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করিতে ভয় পাইবে না ও নীলকরের পীড়ন হইতে গরীব প্রজাগণকে সাধ্যমত রক্ষা করিবে। সাহেব বুঝিল গোপীনাথ ভয় পাইয়াছে। তাহাকে দিয়া দেওয়ানি চলিবে না। গোপীনাথও বুঝিল যে "কায়েত' হইলেও সে আচারে-আচরণে "ব্যাওট" এমন কি চামারের পর্যায়ে নামিয়াছে, তবু সাহেব খুশি হইতেছে না। ইহা তাহারই অদৃষ্টের দোষ।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দুই ভাইকে বাঁধিয়া আমিন প্রবেশ করিলে সাহেব ঘটনার বিবরণ জানিতে চাহিলে গোপীনাথ বলিল যে, সাধুচরণ নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাধুচরণ সবিনয়ে জানাইল যে, নীলকরগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক নীল সে পূর্বে করিয়াছে এবং এখনও করিতে প্রস্তুত কিন্তু যাহার দেড়খানি লাঙল সে নয় বিঘা নীল কি করিয়া করিবে? নয় বিঘা

জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেওয়ানের নিকট পাদরির পরোপকারের সামিল বলিয়া মনে হইয়াছে। অন্যের উপকার করা যেন পাদরিদের একচেটিয়া—অন্য লোক আবার পরের উপকার করিবে কেন? নীলকরের দেওয়ানের মুখে কথাটি মানাইয়াছে ভাল।

জেলখানা শিওরে করে বসে আছি—বারবার অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে গেলে একদিন না একদিন ধরা পড়িতে হয়। তখন বিচার হইলে কারাবাস অনিবার্য। সুতরাং দেওয়ানের কাজে [illegible] মানসিক শান্তি নাই সেকথা সাহেবকে জানাইয়া দিতেছে।

আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে ফাটেই ফাটে—ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার চাপাইলে তাহা বহন করা অসম্ভব হইয়া ওঠে।

মাইন্দার—মজুর, কৃষক ভৃত্য।

ঝা থাকে নিতি চাচ্চে থাকে দে যাহা লিখাইয়া লইতে চায় তাহা লিখিয়া দিবার জন্য রাইচরণ সাধুচরণকে বলিতেছে। এই একটি কথায় রাইচরণের চরিত্রটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন যে তাহার স্নানাহার হয় নাই, ক্ষুধার বেগ সহ্য করা [illegible] ক্রমশঃই কাতর হইয়া উঠিতেছে এবং এইখানে অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই যে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় এই কথা বলার তাহাই [illegible]।

তোমার নিজের চরকায় তেল দাও—নবীনবাবুর এই হস্তক্ষেপ উড সাহেবের পছন্দ হইতেছে না। সম্মুখে পাইয়া সাহেব তাঁহাকে অপমান করার সুযোগ ছাড়িল না।

নীলও সেইরূপ হইবে—অর্থাৎ নীল ভাল হইবে না। [illegible] কেবল জমিতে নীল বুনিলেই হয় না, জমির উপযুক্ত পরিচর্যা করিতে হয়। সাধুচরণের কথার ইঙ্গিত সাহেব বুঝিতে পারিয়াছে এবং সেই জন্যই চটিয়াছে।

এ আর অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট নয়—জেলা শাসকগণ নীলকরগণের পক্ষে ছিলেন কিন্তু দুইএকজন প্রজাহিতৈষী ন্যায়পরায়ণ শাসকও থাকিতেন। তাঁহারা

প্রজার কথা বুঝিতেন ও সুযোগ পাইলে নীলকরগণের অত্যাচারের প্রতিকার করিতেন।

বাড়াবাড়ি কায কি—উড সাহেব যে ভাষায় নবীনবাবুকে তিরস্কার করিল তাহা গোপীনাথ দেওয়ানও বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। সেই জন্য দেওয়ান নবীনবাবুকে বাড়ীতে যাইতে বলিতেছে—এখানে থাকিয়া সাধুচরণের পক্ষ হইয়া কথা বলিলে ভবিষ্যতে হয়তো আরও লাঞ্ছনা হইতে পারে। গোপীনাথের চরিত্রে যে মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকু মিলাইয়া যায় নাই, এই অনুনয়ে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম কর্ল্যে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দাড় হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখ্‌তে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

সিকা হস্তে সরলতার প্রবেশ

সর। দিদি, ছাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না।—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্, এই খানটি যে ডুবিয়েছো,লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরুয়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে বইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেলহাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কলেজ বন্দ হলে বাড়ী আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণচো—আর বোন, মনের কথা বেরুয়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা। ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে! দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়।

আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

আদুরীর প্রবেশ

ও আদরি, তামাকপোড়ার কটোটা আন না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মরবো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডানদিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খানাত্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন করে্য।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে; তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণিরি বলবো দিদি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরী। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

আদুরী। (সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আভাদের দলে।)

সর। হ্যাঁ আতুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো ?

আতুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্ নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়্‌লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো।

পুঁইচে কি এত ভাবিরে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভাবি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পাবি॥

দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধর্যে ডাকতিস্!

আতুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে ?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস ?

আতুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোনুচো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে ?

আতুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুই বলতি নেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আতুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমারদের বাড়ী এল না ?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাদ্দের পব্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে—মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই যেটের বাছা—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্‌ গে।

আদুরীর প্রস্থান

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো ?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরি নি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন ?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড়নোকের মেয়েগার

সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর্ব্যে গ্যালাম, সে দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আহুরীর পুনঃ প্রবেশ

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আহুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আহুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ী আসুক, হা, হা, হা, হা।

সরলতার জিব কেটে প্রস্থান

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—

সাবিত্রীর প্রবেশ

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্, তোর মেয়ে এনেচিস্ বেশ কর্‌বিচিস্ বিপিন আবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত কর্‌র্যে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আহুরী") মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আহুরীর প্রতি) আহুরী তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি আর এক দিন আসিস।

সৌরিন্ধ্রীর প্রস্থান

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই--মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্তে দেয়—বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি গস্তানি বিটী বলে কি—মা মোর গা ডা কাঁটা দিয়ে ওট্চে —বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো। প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু। প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করে্য দেবে —পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্বার জিনিস্, না এর দাম আছে। কি বল্বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখে ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েছে, কাল থেকে ঝম্কে২ ওট্চে।

আদুরী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী মা সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস্ তবে নেটেলা দিয়ে ধর্য়ে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে মরদ্দের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোবে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্য়ে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্ নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস

ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্তা মশাইরি না কি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, না কি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খের্‌যেচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম না কি বড্ডো শোনে—

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি, তেরোনাল ফির্‌তি থাকে, মা গো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মানসি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগী কোন্ দিন মজ্জার দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না।

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়াছে—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন কর্যে যাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা বেলা থাকতে২ গা ধুয়ে এস।

সকলের প্রস্থান

গোলোক বসুর বাড়ীর অন্তঃপুরের একটি ঘরোয়া দৃশ্য চতুর্থ গর্ভাঙ্কে চিত্রিত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা গোলোক বসুর দুই পুত্রবধূ। সৈরিন্ধ্রী সরলতাকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ করে। একজন চুলের দড়ি বিনাইতেছে। আর একজন রঙবেরঙের সূতা দিয়া একটি সিকা বুনিতেছে। কলেজের ছুটি হইলে ছোট ছেলে বিন্দুমাধব বাড়ী আসিবে। এই লইয়া বড়বৌ ছোটবৌকে ঠাট্টা করিতেছে। বহুকালের পুরানো ঝি আদুরী—মুখের আঁট নাই। সব কথায় কথা বলা তাহার অভ্যাস। আদুরীকে তাহার স্বামী কিরূপ ভালবাসিত

সেই গল্প ছোটবৌ আদুরীর নিকট হইতে শুনিতেছে। এমন সময় সাধুচরণের স্ত্রী ও কন্যা বোসেদের অন্দরে প্রবেশ করিল। ক্ষেত্রমণি শ্বশুরবাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। সে বড়বৌ ও ছোটবৌকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্বাদ করিলেন। ক্ষেত্রমণি অন্তঃসত্ত্বা। ক্ষেত্রমণির মা বধূদের জানাইল বাহিরের লোকের কাছে এখনও প্রকাশ করা হয় নাই তবে কয়েক দিন পরেই ক্ষেত্রমণির চারমাস হইবে। এই সময় বসুগৃহিণী সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন। নবীনমাধবের ঘুম ভাঙিয়াছে দেখিয়া সাবিত্রী সৈরিন্ধ্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ছোটবৌ ছাতে কাপড় তুলিতে গেল। এই সময় সাধুচরণের স্ত্রী সাবিত্রীর নিকট এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ জানাইল। ক্ষেত্রকে ছোট সাহেবের খুব পছন্দ হইয়াছে। পদী ময়রাণী বাড়ীতে আসিয়া সেই কথা বলিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণিকে নীলকুঠিতে যাইতে হইবে। পদী ময়রাণী অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছে। জমি ছাড়িয়া দিবে, টাকা দিবে, জামাইয়ের চাকরী করিয়া দিবে আর পাঠাইয়া না দিলে লাঠিয়াল দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। সাবিত্রী আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইংরেজের রাজত্বে এত অবিচার কি চলিতে পারে? কিন্তু ক্ষেত্রমণির মা জানাইল যে, নীলকরেরা এই ধরণের অত্যাচার পূর্বেও করিয়াছে। সাবিত্রী কর্তাকে দিয়া সাধুচরণকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিবেন। কথায় কথায় রেবতী বলিল যে, একটা নূতন আইন হইয়াছে। নীলের বিরোধিতা করিবার অজুহাতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নাকি ছয়মাস জেল দেওয়া যায়। বসুমহাশয়কে এই আইনের ফাঁদে ফেলিয়া শাস্তি দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই আইনে শাস্তি হইলে তাহার বিরুদ্ধে আর নাকি আপিল চলে না। সাবিত্রী সব শুনিলেন। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

এই দৃশ্যের আগাগোড়া একটি অন্তঃপুরের যে বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন স্বভাবানুগত বাস্তব চিত্রণ গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা নাটকে আর আমরা দেখি নাই। এক একটি চরিত্রের

মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির সাহায্যে তাহার সমগ্র ব্যক্তি-সত্তাকে এমনভাবে ফুটাইয়া তোলা অথচ নিজেকে সর্বসময়ে নিরপেক্ষভাবে নেপথ্যে রাখা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের লক্ষণ। এই দৃশ্যের শেষাংশে নীলকরের অত্যাচার কিরূপ অমানুষিক হইয়া গৃহস্থের অন্তঃপুর পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে তাহার সংবাদ আমরা পাইলাম। অসহায় একদল পল্লীর নরনারী বিদেশী শোষকের শোষণে ও উৎপীড়নে কিভাবে কম্পিতহৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এই অরাজকতার দিনে গৃহস্থের ধন, প্রাণ ও মান কিছুই আর নিরাপদ নহে। নাটকের মূল কথা সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিলাম। অদূর ভবিষ্যতে ক্ষেত্রমণির উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার চেষ্টায় নীলকরের বর্বর উৎপীড়ন চরমে উঠিবে। এই দৃশ্যটি সেই ভীষণ ও বীভৎস দৃশ্যের জন্য দর্শককে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

পয়মন্ত—শুভ লক্ষণযুক্ত। যা—পতির ভ্রাতৃজায়া। সংস্কৃত 'যাতৃ' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

এই খানটি যে ডুবিয়েছো—সিকার এই জায়গাটা ভাল হয় নাই। নষ্ট করা অর্থে 'ডোবানো' ক্রিয়াপদটি এখনও বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

খামাত্তে—খামার হইতে।

তা নলি চালে ওটবো ক্যামন কর্যে—আদুরীর সহজ কথা বুঝিতে পারার অক্ষমতা এবং তাহার সব কথায় কথা বলা নাটকের মধ্যে হাস্যরস সঞ্চার করিয়াছে। নীল-দর্পণের আগাগোড়াই একটা করুণ রস রুদ্ধ হইয়া আছে। এত দুঃখের মধ্যেও আদুরীর এলোমেলো কথা খানিকটা হাস্যরসের সঞ্চার করে। চালের বাতায় যাহা গোঁজা আছে তাহা অনায়াসে হাত দিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আদুরী বুঝিয়াছে মই লাগাইয়া চালে উঠিতে হইবে।

মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান—ডান অর্থ দক্ষিণ অর্থাৎ বামের বিপরীত। 'ডান' 'বাঁ' কথা দুটি কে না বোঝে? কিন্তু আদুরী বুঝিয়াছে তাহাকে ডান অর্থাৎ ডাইনী বলা হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনবো—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই নাটক রচনাকালে (১৮৬০ খ্রীঃ) মেয়ে মহলে গল্পের বই হিসাবে তাহার প্রচুর প্রতিপত্তি।

সেই সাগর রাঁড়ের বিয়ে দেয়—আদুরীর সব কথায় কথা বলা চাই। বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ শুনিয়াই সে মনে করিয়াছে যে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করিয়াছেন। বিধবার বিবাহ তখন অশিক্ষিত সমাজের মধ্যেও যে ঘৃণা ও নিন্দার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত আদুরীর কথা হইতে তাহা বুঝা যায়। রাঁড়—রাঁড় (বিধবা)।

নাকি দুটো দল হয়েছে, দুই আজ্ঞানের দলে—বিধবা বিবাহ আন্দোলন লইয়া যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সৃষ্টি হইয়াছিল সে উভয়ের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল তাহার ছিটেফোঁটা খবর আদুরী রাখে। আদুরী নিজে বিধবা বিবাহের প্রতিপক্ষ, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দলে।

ও সব দিনের কথা আর তুলিস নে—ছোটবৌ আদুরীর স্বামীর প্রসঙ্গ তোলায় আদুরী পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া অনর্গল বকিতে লাগিল।

বাউ—বাউটি। ঝাপ্‌না—ঝাপটা। সিঁথি হইতে কপালের উপর পর্যন্ত নামিয়া আসে। কম্‌রি—বেণী।

সংকুচন মারে, বিস্কু না ছুঁ• তোমাদের—অনেক অসংলগ্ন কথা বলিলেও আদুরীর কথার মাঝে মাঝে তাহার নিজস্ব একটি sense of humour-এর পরিচয় পাওয়া যায়।

পদী ময়রা। কোন্ ভাতারের বাড়ী এয়েলো—সকলের সম্মুখে এই মর্মান্তিক লজ্জার কথা প্রকাশ করিতে রেবতীর বাধিতেছিল। বড়বৌ ও ছোটবৌ চলিয়া গেলে পদী ময়রাণীর ভূমিকা করিয়া রেবতী কথা আরম্ভ করিল।

ও লচ্চার বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়—পদী ময়রাণীর কুকর্মের কথা এই অঞ্চলে কাহারও আর অজ্ঞাত ছিল না। এইরূপ দুর্জনের সঙ্গে দেখা

করা বা কথা বলা পাপ। এই রকম লোককে নিজের বাড়ীতে কখনই প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। কামরাঙ্গার ঘরে—কামরায়।

গোন্দো! প্যাজির গোন্দো—আদুরী চরিত্রের মর্ম উদ্ঘাটন করা হইয়াছে এই কথায়। আদুরীর কাছে সাহেবের নিকট যাইবার প্রধান আপত্তি সাহেবের মুখের উৎকট পেঁয়াজের গন্ধ। আদুরী সতীত্বের বড়াই করিতেছে না কিন্তু পেঁযাজের গন্ধই তাহার প্রধান বাধা। ("দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না")।

নেটেলা—পদী ময়রাণী প্রলোভন দেখাইয়াছে এবং ভয়ও দেখাইয়াছে। সহজে না গেলে লাঠিয়াল দিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইবে একথাও স্পষ্ট বলিয়াছে।

মগের মুল্লুক আর কি—ইংরেজ রাজত্বে এত বড় অত্যাচার চলিতে পারে না। ইংরেজ রাজপুরুষের ন্যায়পরায়ণতার উপরে সাধারণের এখনও বিশ্বাস আছে।

মাচেরইক্ সাহেব—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। বিবিকি আমি দেখিছি, লজ্জাও নেই, সরমও নেই—আদুরির মুখে আবার খই ফুটিতে লাগিল। সে কুঠির বিবির লজ্জাহীনতার (তাহার চক্ষে) সমালোচনা করিতেছে।

নাঙ্গা পাকুড়ি—রাঙা বা লাল পাগড়িওয়ালা কনষ্টেবল।

তেরোনাল—তরবারধারী।

বউ মানুষি ঘোড়া চাপে—কুঠির বিবি যত বড়ই হোক আসলে তো সে বধূ। সুতরাং তাহার ঘোড়ায় চাপা আদুরী কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না।

এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আসেন—সব কথায় কথা বলিবার জন্য পূর্ব মুহূর্তেই আদুরী ধমক খাইয়াছে। কিন্তু সরলতাকে দেখিয়াই আবার ধোপাবউ বলিয়া সম্বোধন করিতে আদুরীর বাধিল না।

তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে আর অমন করো্য যাওয়া আসা করো না—ছোটবৌয়ের প্রতি শাশুড়ীর স্নেহের ও সতর্ক দৃষ্টির অন্ত নাই। অথচ

অদৃষ্টের পরিহাস এই শাশুড়ীই ছোটবৌকে হত্যা করিল। উপর্যুপরি ভাগ্য-বিপর্যয় একটি বর্ষীয়সী মহিলাকেও কিরূপ উন্মাদ করিয়া তুলিতে পারে তাহা এই নাটকে দেখান হইয়াছে। এই স্নেহময়ী মাতার মধুর ব্যবহারের পটভূমিকায় সেই উন্মত্ততা করুণ ও শোকাবহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীর কয়েকজন নর-নারীর জীবনে যে দুর্যোগের ঝড় উঠিতেছে প্রথম অঙ্কে তাহার আভাষ পাওয়া গেল।

সমস্ত আলঙ্কারিকগণ নাটককে পঞ্চসন্ধিসমন্বিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। [illegible] চরিত্রের দিক দিয়া ও কাহিনীর ক্রম-বিকাশের দিক দিয়া [illegible] initial incident, rising action, crisis, falling action ও catastrophe এই পাঁচটি অবস্থার কথা বলিয়াছেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কের [illegible] সব [illegible] নিখুঁতভাবে থাকা চাই। "Somewhere in the early part of a play, possibly in the very first scene, in any case before the end of the first act, we shall come upon the beginning of the action in some incident or incidents which, as giving birth to the conflict out of which the play is to arise, may be described as "the exciting force"

যাহারা [illegible] নীলদর্পণ [illegible] ছিল না তাহাদিগকে নীল-দর্পণের প্রথম অঙ্কটি আবার [illegible] অনুধাবন করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির গুদামঘর

তোরাপ ও আর চারিজন রাইয়ত উপস্থিত

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসৃতি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হালগরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব ? মুই তো কখনুই পার্‌বো না—জান্ কবুল।

প্রথম রাই। (কুঁদির মুখি বাঁক্ থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা।) মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাই নি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়্‌য়ে উটেলো—হ্যাদনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে—গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে ?

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া) ত্যাত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে্য, লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দিরি চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোবৃলে ক্যান—তানার সেমন্‌তোনের দিন ঘুনুয়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম্‌ এই হিরিকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, কর্‌্যে সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সকলি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজত্থুবিতি ঠেলেলো। মুই সেরেব কেচ্‌রির ভেতর অনেক তামসা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, তুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র, র, কর্‌্যে অ্যাসেছে, হেডা হেডি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামডা আর জনাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচি নে গা —

ভাল২ করে প্যাল'ম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা ব'লে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রে ও সুমিন্দির ইক্‌সুল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোম্‌তে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমিন্দি গাই

বাচুব গুদোমে ভরেলো—সুমিন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা।

তোবাপ। সমিন্দিবে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেবটক্ সাহেবডাবে গাংপাব কববার কোমেট কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয। এ জেলাব মাচেবটক্ না—ও জেলার মাচেবটকের দোষ পালে কি ভাও তো বুঝ্তি পাবচি নে।

তোবাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেবে গাঁতবাব জন্যি খানা পেক্যেলো, হাকিমডে চোবা গোরুব মত পেলযে বলো, খাতি গেল না—ওডা বড নোকেব ছাবাল, নীল মামদোব বাডী যাবে ক্যান। মুই ওব অনতেবা পেইচি, এ সমিন্দিবে বেলাতেব ছোটনোক্।

প্রথম। তবে এগোনেব গাবনাল সাহেব কুটিঃ আইবুডো ভাত খেযে বেড্যেলো ক্যামন্ কবে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গেঁট বেঁদে তাঁনাবে বব সেজ্যে মোদেব কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয। তানাব বুঝি ভাগ ছেল।

তোবাপ। ওবে না, লাট সাহেব কি নীলিব ভাগ নিতি পাবে। তিনি নাম কিন্তি এযেলেন। তালেব গাবনাল সাহেবডাবে যদি খোদা বেঁচ্যে নাকে, মোবা প্যাটেব ভাত বব্যে খাতি পাব্বো, আব সমিন্দিব নীল মামদো ঘাডে চাপ্তি পাববে না—

তৃতীয। (সভযে) মুই তবে মলাম, মামদো ভূতি পালি না কি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নিব ভাইবি আনেচে ক্যান? মান্নিব ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবডাব ডবে নোক সব গাঁছাডা হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিযেলো—

ব্যাবালচোকো হাঁদা হেম্‌দো !
নীলকুটির নীল মেম্‌দো ॥

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব ।

দ্বিতীয় । নিতে আতাই একটা নচচে শুনিস্‌ নি ।

"জাত মাল্লে পাদরি ধরে ।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে ।"

তোরাপ । এওল নচন নচেচে ; "জাত মাল্লে" কি ?

"জাত মাল্লে পাদরি ধরে ।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে ॥"

চতুর্থ । হা ! মোর বাড়া যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জানতি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম করে, তা, বস মশার সলাম প'ড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্‌লাম ? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলে, তাইতি বস মশার কাছে মিচ্‌রি নিতি গ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম । আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অবপুরুব রূপা দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী ।

তোরাপ । এবার ক কুড়ো চুক্‌য়েচে ?

চতুর্থ । গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচ্‌ড়া কল্লে এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না ॥

প্রথম । মুই ডু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যেই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে আ্যাসে দৈড়ুয়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে । চাসার কি আর বাঁচন আছে ?

তোরাপ। এড়া কেবল আমিন সমিন্দির হির্‌ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সমিন্দি সব চুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে ছাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান— নীল কর্‌বি তো কর, দামড়া গরু কেন, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস্ মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি তু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা করবে না, মাগির ভাব নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোস্‌চেন— (নেপথ্যে হো, হো, হো, হো, মা, মা) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কর, এড়ার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল ! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা ! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি তাও তো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মা গো তুমি কোথায়)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর !—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা ! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক

হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো মর‍্যে ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পাবি নি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো—

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেবিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পাবিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি ওর বাড়ী কনে

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে ছ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) ছ্যাল ধরিস্, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দুরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, শুপে সুমিন্দি আস্‌চে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেল কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্ তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদ্‌না, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কব্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম. পবাণে চাচা, এট্টু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতাব গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই কব্‌বো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন করে্য ফ্যালালো, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হ্যায়।

রোগের প্রস্থান

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

সকলের প্রস্থান

বেগুণবেড়ের কুঠির গুদামঘরে কয়েকজন রাইয়ত বসিয়া আছে। ইহাদিগকে কেন ধরিয়া আনা হইয়াছে, ইহারা তাহা জানে। ইহাদিগকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান হইবে। গোলোক বসুর নামে মিথ্যা মামলা করা হইয়াছে, ইহাদিগকে দিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইলে গোলোক বসুর দণ্ড হইবে।

এই পরিস্থিতিতে তোরাপ ও অন্য কয়জন রাইয়তের কথাবার্তাতে এই ক্ষুদ্র অপ্রধান চরিত্রগুলি চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

সকলেই গোলোক বসুকে বিশেষ করিয়া চেনে কিন্তু শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে বড়বাবুর নুন খাইয়াও বাধ্য হইয়া কেউ কেউ নিমকহারামি করিতে প্রস্তুত। এই অসহায় রাইয়তগণের মধ্যে একমাত্র তোরাপই কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। কিন্তু নির্যাতন আসন্ন দেখিয়া সেও শেষ পর্যন্ত রাজী হইয়াছে। আসলে তোরাপ প্রহার এড়াইবার ফন্দী করিয়াছে।

এই দৃশ্যে রাইয়তেরা একসঙ্গে বসিয়া কুঠিয়াল সাহেবের সমালোচনা করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ সাহেব ও গভর্ণর পর্যন্ত ইহাদের সমালোচনার বিষয় হইয়াছেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে যেভাবে ইহারা বড় বড় নীতি প্রভৃতির কথা আলোচনা করিয়াছে তাহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি উপভোগ্য। কতখানি সহানুভূতি ও বস্তুনিষ্ঠা থাকিলে এই সব নিরক্ষর কৃষক ও মজুরের মর্মকথা এমন সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করা যায় তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময় বোধ হয়।

একই অবস্থার ও শ্রেণীর কয়েকজন লোকের মধ্যে প্রত্যেককে আলাদা করিয়া চিনিতে পারা যায় কেবল তাহার আকৃতি দেখিয়া নয়, তাহার প্রকৃতি দেখিয়াও। প্রত্যেকের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটুকু আঁকিতে পারিলেই চরিত্রচিত্রণ

স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়। যে শিল্পীর হাত যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়, তিনি কেবল মোটা রেখায় চরিত্র আঁকিতে পারেন। কিন্তু সমজাতীয় মানুষের মধ্যে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ফুটাইয়া তোলাই চরিত্রসৃষ্টির প্রধান কথা। দীনবন্ধুর আঁকিবার তুলি যথেষ্ট সূক্ষ্ম—যাহা তিনি দেখিয়াছেন, যাহা তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয়, তাহা তুলির টানে হুবহু তুলিয়া লইতে পারিতেন। তোরাপ ব্যতীত অন্য চারজন রাইয়তের যে কথাবার্তা এই দৃশ্যে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেকের প্রকৃতিটি নির্ভুলভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কেহ উপর-চালাক, কেহ ভীরু, কেহ নিজের অজ্ঞাতসারে এই করুণ কাহিনীর মধ্যেও মৃদু হাস্য-রসের সঞ্চার করে, সহসা বিপন্ন হইয়া কেহ নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।

ম্যারে ক্যান ফেলায় না—তোরাপ কিছুতেই নিমকহারামি করিবে না। মরণ পণ, সমস্ত নির্যাতন সে সহ্য করিবে কিন্তু মিথ্যা কথা বলিয়া বড়বাবুর বাপকে জেলে দিতে পারিবে না।

কুঁদির মুখি বাঁক্ থাক্‌বে না—লাঠি বা কাঠের কোন জিনিস কুঁদের মুখে ফেলিয়া চাঁছিয়া সোজা ও পালিশ করা হয়। তোরাপ যে মুখে এত আস্ফালন করিতেছে, যখন তাহার উপর দৈহিক নির্যাতন আরম্ভ হইবে, তখন সেও তাহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না, তাহার সমস্ত অহঙ্কার আস্ফালন নিবিয়া যাইবে।

মোদের চকি কি আর চামড়া নেই—তোরাপের জান কবুল করিয়া আস্ফালন করা প্রথম রাইয়তের সহ্য হইতেছে না, তাহার ইজ্জতে বাধিয়াছে। কিন্তু কি করিবে, মিথ্যা কথা না বলিলে যে প্রাণ থাকে না। উড সাহেবের বুট জুতার লাথি যে অসহ্য। সুতরাং বড়বাবুর নিকট অনেক উপকার পাওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত প্রাণের দায়ে তাহার নির্লজ্জের মত নিমকহারামি করিতে হইতেছে।

ত্যাদিনি—দেখ দেখি। এ্যাকন তরাদি—এখন পর্যন্ত। অক্ত—রক্ত। ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে—রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

গোড়ার পা য্যান বলুদে গোরুর খুর—নিস্ফল আক্রোশে মুখের একটা গাল দিয়া প্রথম রাইয়ত সাহেবের বিরুদ্ধে তাহার মনের ঝাল মিটাইতেছে।

সাহেবেরা যে প্যারেক মারা জুতো পরে জানিস নে।—দ্বিতীয় রাইয়ত অভিজ্ঞ লোক। সাহেবের পা বলদে গোরুর খুর নয়, জুতার তলায় পেরেক আছে বলিয়াই খোঁচা লাগে। এ সমস্ত সংবাদ অপর কেহ রাখে না, কেবল সেই রাখে। এইজন্য কথাটা বলিয়া দ্বিতীয় রাইয়ত একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। দ্বিতীয় রাইয়তের চরিত্রে এই সারল্য ও বুদ্ধিহীনতা আগাগোড়াই দেখিতে পাওয়া যায়।

তুতোর প্যারেকের মার—এরূপ অশ্লীল গালি দিয়াই তোরাপ মনের আক্রোশ মিটাইতেছে। যথেষ্ট অশ্লীল কথা না বলিলে, মুখ হইতে 'বদ্ জবান' বাহির না হইলে ক্রোধ, ঘৃণা বা রসিকতা সেকালে প্রকাশ করা যাইত না। যুগপ্রভাব ও পরিবেশ প্রভাব এই অশ্লীলতার জন্য দায়ী। তোরাপের মুখের এই অশ্লীল কথা বাদ দিলে তোরাপের চরিত্রের স্বাভাবিকতাটুকুই নষ্ট হইয়া যায়। বো—বক।

সমিন্দির ঝ্যাকরার—ইহাও অসহায়ের নিষ্ফল আক্রোশ। পরিস্থিতির যদি পরিবর্তন হয় তবে তোরাপ একবার শিক্ষা দিয়া দিতে পারে। অবশ্য রোগ সাহেবকে তোরাপ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছিল—সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছে—'বিটেন টু জেলি।'

সেমন্ডোনের—সাম্‌ সোয়ান্দন—ভবানী নাবার একটি সংস্কার।

আলাবরাদ মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—পূর্বেরায় একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হইতেছে। আদালতের মধ্যে উভয় পক্ষের মোক্তার দুইজনের বাগ্বিতণ্ডা ও কর্মতৎপরতা তাহার নিকট ষাঁড়ের লড়াই বলিয়া মনে হইয়াছে। হুকুমুল করা—আটক করা। ঘোঁটা মান্তি লেগেছে—তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছে। মাচেরতক্ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট্ কান্তি লেগেছে—যে দুই একজন ন্যায়পরায়ণ জেলাশাসকের নিকট গৃহস্থ সুবিচার পাইয়া থাকে, কুঠিয়ালগণ মিলিতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং বিদেশী খবরের কাগজ-ওয়ালাদের সহযোগে সংঘবদ্ধভাবে তাঁহার বদলীর জন্য চেষ্টা করে।

বলা বাহুল্য শাসকশ্রেণীর সমর্থন ও সহায়তা না পাইলে কুঠিয়াল সাহেবগণের অত্যাচার এমন নিরঙ্কুশ ও অবাধ হইয়া উঠিতে পারিত না। ম্যাচেরটক্—ম্যাজিস্ট্রেট্। গাংপার কররার—বদলী কারবার। কোমেট—কমিটি। কুঠি খাতি যাই নি—সাহেবকে দলে টানিবার জন্য কুঠিয়াল সাহেবেরা যে ভোজের আয়োজন করিয়াছিল হাকিম সাহেব সে ভোজে উপস্থিত হন নাই। গাঁতবার জন্যি—গাঁথিবার জন্য, নিজের পক্ষভুক্ত করিবার জন্য। অনতেরা—সংবাদ, সন্ধান।

এগোনের গাবনাল সাহেব—আগেকার অর্থাৎ পূর্বের গভর্ণর সাহেব।

হালের গাবনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচিয়ে রাখে—এখনকার গভর্ণর সাহেব (স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্ট) যদি ভগবানের দয়ায় দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

মুই তবে বলাম— তাহাদের কথায় ছিল—'নীল মামদো ঘাড়ে চাপতি পারবে না'। তৃতীয় রাইয়ত শুনিয়াছে 'নীল বুঝি মামদো ভূত হইয়া ঘাড়ে চাপে'। আর মামদো ভূত ধরিলে সহসা ছাড়ে না—এই সংবাদ সে স্ত্রীর নিকট হইতে পাইয়াছে। তৃতীয় রাইয়ত ভাল দুর্বল প্রকৃতির লোক অত্যন্ত বোকা এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতার সকল শিক্ষাই তাহার স্ত্রীর নিকট। তৃতীয় রাইয়তের চরিত্রটি উপভোগ্য হইয়াছে এবং তোরাপ প্রভৃতিকে এই দুঃসময়েও খানিকটা আনন্দ দিয়াছে।

মাগির—মারাণীর, অশ্লীল কথা না বলিলে তোরাপের ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ পায় না। মুখের ভাষা বাহিরের আরোপ করা জিনিষ নয়, উহা চরিত্রেরই অংশ।

নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—রচা কথা (কবিতা বা ছড়া) বুঝিবার মত বুদ্ধিটুকু নাই।

মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেছে—চতুর্থ রাইয়ত এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, নিজের বাড়ীর কথাই ভাবিতেছিল। তাহার বাড়ী স্বরপুরে নয়, সে অন্য গ্রামের লোক। তাহাকে চক্রান্ত করিয়া ধরা হইয়াছে। তবে গোলোক বসুকে

সে একবার দেখিয়াছে তাহার ছেলের অসুখের সময় একবার মিছরি আনিবার জন্য স্বরপুরে আসিয়াছিল। সেই সময় সে বসু মহাশয়কে দেখিয়াছে—অপরূপ পুরুষ; 'বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী,' 'গজেন্দ্রগামিনী' কথাটি সে শুনিয়াছে, এই সুযোগে শব্দটি প্রয়োগ করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারে নাই। তেতো—তপ্ত।

আদাখ্যাচড়া—খানিকটা সমাপ্ত, খানিকটা অসমাপ্ত ফেলিয়া রাখার নাম 'আদাখ্যাচড়া' বা 'আধাখ্যাচড়া'। চতুর্থ রাইয়তের বক্তব্য এই যে, গত সনের নীলের দাম তাহাকে সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই, খানিকটা দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ব্যাভ্রম—অপমান, 'সম্ভ্রম' শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

তিলির জন্যই—তিল বুনিবার জন্য।

মার্গ—মার্কা, দাগ। ফিরভিতি—কারচুপি।

সাহেবের তা টাকার কমি নি—প্রজাদের উপর জোর জুলুম করিয়া নীলের চাষ না করিয়া সাহেবেরা অনায়াসেই লাঙ্গল বলদ কিনিয়া বেতন দিয়া মজুর রাখিয়া প্রচুর নীল বুনিতে পারে। এইভাবে দুই বৎসর নীল চাষ করিলে প্রচুর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত নীল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই সহজ পথে না গিয়া অনিচ্ছুক চাষীর উপর অত্যাচার করিয়া নীল বুনিবার জন্য সাহেবরা ব্যগ্র কেন, তোরাপ তাহার মোটা বুদ্ধিতে উহা বুঝিতে পারে না।

তোরা রাম নাম কর—গুদামের আর একটা ঘর হইতে বন্দী একজন যখন আর্তনাদ করিয়া উঠিল তখন তোরাপ প্রথম মনে করিয়াছিল যে, পাশের ঘরে ভূত আছে। সেইজন্য সে গাজিসাহেবের নাম উচ্চারণ করিয়াছে, দরগায় সিন্নি মানত করিয়াছে এবং তাহার সঙ্গী হিন্দু কৃষকগণকে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

দেড় মাসের মধ্যে ১৮টি কুটির জল খেলেম—তিন চারদিনের অধিক কোন একস্থানে রাখা হয় না, কেবল এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে লইয়া যাওয়া

হয়। বন্দীর আত্মীয়-স্বজন যাহাতে জানিতে না পারে কোথায় আছে, এই জন্যই এই সতর্কতা।

"Poor raiyats. Substantial farmers and even respectable men were seized and sent about from one factory to another to escape discovery and in some cases they were not heard of again"—(Fifty Years Ago. Prof Chakladar)

বউবি গিয়ে এ কথা বলবো—তৃতীয় রাইয়তটি অল্পেই ভীত হয় তাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। তাহার শিক্ষা ও পরামর্শ সমস্তই স্ত্রীর নিকট হইতে। মরিয়া ভূত হইয়াছে কিন্তু নীলের দাদনের হাত ছাড়াইতে পারে নাই, এত বড় খবরটা স্ত্রীকে নিশ্চয়ই দিতে হইবে। তৃতীয় রাইয়তের এই নির্বুদ্ধিতা ও ভয়াকুলতার জন্য যে সঙ্গিগণের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে, রোগ সাহেব তো তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছে। ("বাঞ্চৎ বাউরা হ্যায়।")

দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যে ভূত আছে—তৃতীয় রাইয়তের ভূতের ভয় এখনও কাটে নাই। বন্দীর অবস্থিতি যে প্রজারা জানিতে পারিয়াছে ইহা গোপন করাই উচিত ছিল কিন্তু এই ভতু লোকটি দেওয়ানজীকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

যে নাদ্না—যে মোটালাঠি বা কোঁৎকা দেখা যাইতেছে।

অ্যাকন তো নাজি হই—এখন তো স্বীকার করি, রাজী হই। অ্যাকন—তখন অর্থাৎ যথাকালে, আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময়।

মুইও সোদা হইচি—আমিও সোজা হইয়াছি।

প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো—পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল না উপরন্তু অপমানিতও হইতে হইল। বাংলা প্রবচন বাক্য। গল্পটি এইরূপ—এক চোর পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকিয়া পেঁয়াজ চুরি করিতেছিল। ক্ষেতের মালিক আসিয়া পেঁয়াজগুলি কাড়িয়া লইয়া জুতাপেটা করিয়া চোরকে বাহির করিয়া দিল।

এই অবস্থায় পড়িয়া চোর খেদোক্তি করিতেছে—প্যাঁজও গেল, পয়জারও হোল।

ভাবরার ঘর—উত্তপ্ত জলীয়বাষ্পপূর্ণ ঘর। ভাবরা বা ভাপরা=ভাপ+রা 'ভাপ' 'বাষ্প' হইতে উৎপন্ন। বাষ্প=বাপক্=ভাপ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট

সরলা ললনা কি বল এল না।
কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নব-সলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল. এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কলেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই

উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যতই পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন)

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা আমাদের পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি– তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যেস্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন। তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতে পায় না কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদাণি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝান পানে চাই তানার মুখ তোলো চাডি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিটিখান অ্যাকন ছাড নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন ?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে কান্‌তি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না (প্রকাশে) চল রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

উভয়ের প্রস্থান

বিন্দুমাধবের চিঠি আসিয়াছে—সরলতা চিঠি পড়িতেছে। স্বামীর চিঠি পাইয়া সরলতার আনন্দ হইয়াছে। এই স্বভাবচঞ্চলা বালিকার চাঞ্চল্য দূর হইয়াছে; সে প্রায় একঘণ্টা চিঠিখানি হাতে লইয়া বসিয়া আছে। বিন্দুমাধব লিখিয়াছে; কলেজ বন্ধ—এই সময় তাহার বাড়ী আসাই ঠিক ছিল কিন্তু নীলকর সাহেবেরা তাহার পিতার নামে একটা মিথ্যা মোকর্দমা রুজু করিয়াছে—মামলার তদ্বির করিবার জন্য বিন্দুমাধবের বাড়ী আসা হইল না। সরলতা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছে বিন্দুমাধব যেন সফল হয়। আদুরী আসিয়া সরলতাকে স্নানের তাগাদা দিল। বড়বৌ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আদুরী খবর দিল বড়বাবু গ্রামে বাহির হইয়া গিয়াছেন, জেলায় বড় মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে, কর্তা মহাশয় কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বাড়ীর সকলেরই মুখ ভার।

সরলতার কথাগুলি আড়ষ্ট। ভদ্রেতর জীবনের চিত্র দীনবন্ধু সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন অথচ ভদ্র চরিত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সজীব ও বাস্তব হয় নাই।

নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী—নব জলকণার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে যে চাতকিনী। স্বামীর আগমনের প্রত্যাশায় সরলতা অধীর ও ব্যাকুল হইয়াছিল। যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন—পিতার নামে যে মিথ্যা

মোকর্দমা নীলকর সাহেবেরা আরম্ভ করিয়াছে তাহার কবল হইতে পিতাকে রক্ষা করা।

উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে—সরলতা স্বভাবতঃ চঞ্চল। কোন খানে একদণ্ড স্থির হইয়া থাকিতে পারে না কিন্তু এখন তাহার সেই চাঞ্চল্য দূর হইয়াছে। মনের ভিতর আবেগ ও আকুলতা দেখা দিয়াছে, ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু বাহিরের চাঞ্চল্য স্থির হইয়াছে। একটি সুন্দর ঘরোয়া উপমায় এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে। ভাত ফুটিতে ফুটিতে যখন উথলিয়া পড়ে তখন ফেনায় আবৃত হইয়া উপরের অংশ স্থির হয় কিন্তু অগ্নিতাপে ভিতরটা ফুটিতে থাকে। সরলতার অবস্থাও ঠিক এইপ্রকার—ভিতরে ব্যাকুল কিন্তু বাহিরে শান্ত।

সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ—মনে সুখ থাকিলেই মুখে হাসি ফুটে। মনের এই সুখ যখন নষ্ট হয়, মন যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় তখন মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া যায়।

নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে—বিন্দুমাধবের চিঠি পাইয়া সরলতার চোখ হইতে জল পড়িতেছে, বার বার চক্ষু মুছিয়াও সে অশ্রুধারা রোধ করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় অশ্রুসিক্ত চোখ লইয়া সকলের সম্মুখে বাহির হইতে এই বালিকাবধূটি লজ্জা বোধ করিতেছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

পদী ময়রাণীর প্রবেশ

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—বেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জম্মের

মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোনার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে -মা গো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে ঘ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমায় কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে। (নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে ও তার নয়ান দুটি॥

একজন রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে?

পদী। তোর মা বনের গিয়ে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতে দিই চি—

একজন লাঠিয়ালের প্রবেশ

বাবা রে! কুটির নেটেলা।

রাখালের বেগে পলায়ন

লাঠি। পদ্মমুখি, মিসি মাগ্‌গি করে্য তুলে্য যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি: পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুটতে যাব, যদি কাল কালো বকনা পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

লাঠিয়ালের প্রস্থান

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কম্‌য়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ারমুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

চারিজন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ

চারিজন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪ জন শিশু (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বল্‌তে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ

পদী। ও মা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

ঘোম্‌টা দিয়া পদীর প্রস্থান

নবীন। দুরাচারিণী পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

৪ জন শিশুর প্রস্থান

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুল স্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি

বিজ্ঞ, অল্প বয়েসের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদারির পেয়াদা এবং
কুটির তাইদদিগের প্রবেশ

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, এক বার লাগলে আর ওটে না—তুই বেটা চল্, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোড়ার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দ্যাক্‌তি পালাম না!

নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত

হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই বাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

বাইচবণেব প্রবেশ

রাই। দাদা না ধল্লিই গোডার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচবণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুডি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

বাইচবণেব প্রস্থান

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিবীহ, অতি সবল অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামেব বাহিব হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষেব জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন,- হা! 'আমি জীবিত থাকিতে পিতাব এই দুর্গতি হবে' মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুবঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীল কুটির গুদামে তাঁব পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতিব সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পবোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্‌মুখ হব না।—শামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হুঃ, হুঃ, হুঃ, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

সকলের প্রস্থান

পদী ময়রাণী নিজে ভ্রষ্টা কিন্তু ধর্মাধম বোধ তাহার মন হইতে একেবারে লোপ পায় নাই। ক্ষেত্রমণির মত একটি সরলা গৃহস্থকন্যার সর্বনাশ করিতে তাহার মন অগ্রসর হইতেছিল না। কিন্তু টাকার জন্য তাহাকে অনেক অকার্য কুকার্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবু রোগ সাহেবের কবলে ক্ষেত্রমণিকে সঁপিয়া দিতে তাহার প্রাণ কাতর হইতেছিল। ছোট সাহেবের উপর তাহার রাগ হইল—ছোট সাহেবের লালসা যেন কিছুতেই মিটিতে চায় না। এদিকে আবার বড় সাহেব পদীর কীর্তি জানিয়াছে, তাহাকে প্রকারান্তরে শাসাইয়া দিয়াছে যে, তাহার নাক কান কাটিয়া দিবে। আমিনকে বলিতে হইবে যে,

ক্ষেত্রমণিকে সে লইয়া যাইতে পারিবে না। পদীকে গ্রামের পথে দেখিলে ছেলেরা তাহার পিছনে লাগে, হাততালি দিয়া তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য নানারূপ ছড়া বলিতে থাকে। একটি রাখাল তাহাকে দেখিয়া ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কুঠির একজন লাঠিয়ালকে দেখিয়া রাখাল ছেলেটি তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

লাঠিয়ালের সঙ্গে পদী ময়রাণী রসিকতা আরম্ভ করিল। লাঠিয়ালের কাছে সে একটা কালো বকুনা চাহিল। লাঠিয়াল বলিল, শ্যামনগর লুঠ করিয়া যদি কালো বকুনা পাওয়া যায় তবে লাঠিয়াল তাহা নিশ্চয়ই পদীকে দিবে।

লাঠিয়াল চলিয়া যাইতেই চারিজন পাঠশালার শিশু "ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কৈ" বলিয়া পদীকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, এমন সময় হঠাৎ নবীনমাধব আসিয়া পড়ায় পদী ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। নবীনমাধব নীলকরদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া গ্রামের শিশুদের জন্য একটি ভাল বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অঞ্চলের ইন্‌স্পেক্টার বাবুজীর সহায়তায় গ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত হইতে পারে। বসুদের আটচালা ঘরে স্কুল বসিতে পারে, নিজের গৃহে বসিয়া গ্রামের বালকগণ বিদ্যা-অর্জন করিতেছে—ইহার চেয়ে অর্থ ও পরিশ্রমের সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

আসন্ন মোকর্দমার কথা ভাবিতে ভাবিতে নবীনমাধব চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। যে পাঁচজন রায়ত সাক্ষ্য দিবে—এ পর্যন্ত তাহার একজনকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, কোথায় যে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা এ পর্যন্ত নবীনমাধব জানিতে পারিলেন না। তোরাপ হয়ত মিথ্যা কথা বলিবে না। কিন্তু আর চারজন যে কি করিবে—তাহা বোঝা যাইতেছে না। তারপরে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কুঠির বড় সাহেবের বন্ধু।

একজন রায়তকে নীলকুঠির পেয়াদারা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে।

রায়ত নবীনমাধবকে অনুনয় করিয়া বলিয়া গেল তাহাকে পেয়াদারা মাঠ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে তাহার ছেলে দুইটি যেন অন্নাভাবে প্রাণ না হারায়। এমন সময় রাইচরণ আসিয়া খবর দিল পদী ময়রাণী খবর দিয়া গিয়াছে যে তলবের পেয়াদা আগামী কাল আসিবে। সেজন্য মাঠাকুরাণী (শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য) পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিতে বলিলেন।

নবীনমাধব পিতার জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি নির্বিবাদী নিরীহ মানুষ, মামলা-মোকর্দমার নামে কম্পিত হন, শাস্তি হইলে তিনি বাঁচিবেন না। নবীন-মাধবের মাতার অবশ্য সাহস আছে, তিনি এক মনে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। নবীনমাধবের স্ত্রী ভয়ে, দুর্ভাবনায় প্রায় পাগলের মত হইয়াছে। এই পারিবারিক দুর্যোগের মুখে নবীনমাধব একা কত দিকে দৃষ্টি দিবেন। কিন্তু গ্রামের সমস্ত প্রজাগণকে অসহায়ভাবে ফেলিয়া তিনি সপরিবারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন না। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ সাধ্যমত পরের উপকার করিতে চেষ্টা করিবেন।

দুইজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নবীনমাধবের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গোলোকচন্দ্র বসুর বাড়ী কোন দিকে। নবীনমাধব জানাইলেন তিনি বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ব্রাহ্মণ দুইজনকে সমাদর করিয়া নিজ গৃহে আহ্বান করিলেন।

আমিন আঁটকুড়ির ব্যাটাই তো দেশ মজাচ্চে—আমিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গৃহস্থ ঘরের ঝি বউ-এর খবর সাহেবকে দেয়।

আপনার পায় আমি কুড়ুল মারি—পদী ময়রাণী ছোট সাহেবের অনুগৃহীতা। সুতরাং অল্প বয়সের মেয়ে ছোট সাহেবের কবলে ঠেলিয়া দিলে ভবিষ্যতে তাহার নিজের স্বার্থহানি হইবে।

রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল—কুট্‌নীর কাজ করার বিপদও আছে। রাইচরণ যে প্রকাণ্ড লগুড় লইয়া তাড়া করিয়াছিল তাহার এক আঘাতেই পদীর জীবনান্ত হইত।

উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—ইহা পদীর অন্তরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

ছোট সাহেবের আর আগায় না—ছোট সাহেবের লালসার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল—এই ভ্রষ্টা নারীর স্বীকারোক্তিতে সহানুভূতি হয়। নাট্যকার কোনও অতিরঞ্জন না করিয়া এই জাতীয় চরিত্রের মর্মকথাটি অদ্ভুত সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।

ড্যাক্‌রা—অশিষ্ট, ধূর্ত। স্যাকমার করেছে—(দেখ আর মার=দেখমার), দেখিতে পাইলেই মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

ভীমরতি—বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশকে ভীমরতি বলা হয়।

সে রকম তো এক দিন দেখলাম না—স্ত্রীলোকঘটিত দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া গেল না।

মিসি মাগ গি কর‍্যে তুল্যে যে—পদী ময়রাণী প্রচুর মিসি ব্যবহার করে বলিয়া লাঠিয়াল রসিকতা করিতেছে। পদীর মত ভ্রষ্টা চরিত্রের স্ত্রীলোকের ইজ্জত বলিয়া কোন জিনিস ছিল না—সেইজন্য প্রকাশ্য গ্রামের পথে লাঠিয়ালও তাহার সহিত রসিকতা করিতে সাহস পায়। ময়রাণী অবশ্য পাল্টা রসিকতা করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছে।

প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ—প্যায়দা যতক্ষণ বড়লোকের চাকর আর কর্মে নিযুক্ত ততক্ষণই তার সাজ-পোশাকের আড়ম্বর—নটীর অবস্থাও তাহাই।

ওমা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম—এই একটি কথায় ময়রাণীর ব্যক্তিসত্তা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পদীকে দশজনের মধ্য হইতে বিশেষ একজন বলিয়া চিনিতে পারা যায়। উপন্যাসের মত নাটকে চরিত্র চিত্রণ বর্ণনার সাহায্য করিবার সুবিধা নাই। নাটকের চরিত্র প্রদর্শণীয় অর্থাৎ উহা দেখাইতে হয়। প্রকাশ্যে ও গোপনে পদীর দুষ্কর্মের অন্ত নাই। লজ্জা বলিয়া তাহার কিছু আছে তাহা এতক্ষণ মনে হয় নাই কিন্তু নবীন বাবুকে

দেখিয়া লম্বা ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া লজ্জাশীলা কুলবধুর মত যে প্রস্থান করিল এই দৃশ্য আঁকিয়া নাট্যকার—দর্শক ও পাঠকের নিকট এই চরিত্রটিকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিলেন।

বাড়ী যাইতে পা উঠে না—নবীনমাধব সাক্ষী পাঁচজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু একজনকেও খুঁজিয়া পান নাই। সাক্ষীর কথার উপর যেখানে মামলার ফলাফল নির্ভর করিতেছে সেখানে একজন সাক্ষীকেও এপর্যন্ত হাত করিতে না পারিয়া নবীনমাধব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন।

নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা—ভল্লাতক বা ভ্যালার রস বা আঠা দিয়া ধোপারা কাপড়ে দাগ দেয়। একবার দাগ দিলে আর সে দাগ কিছুতেই উঠে না। সেইরূপ নীলের দাদন যে একবার লইয়াছে সে কিছুতেই নীলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

শালা না মল্লিক ঘোড়ার নেড়েরে—"বেটা যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই শম্ভুর মত ভাত খাতি দিত"।

ওরে ও ম্যান্‌ত্রাম্‌ হ্যাংলা না হয়, ও মান যাঁস ব্যাত্যাম—এই কথাটি রাইচরণের ক্রোধ, ঘৃণা ও শিশুসুলভ সাংসারিক অনভিজ্ঞতার নিদর্শন।

পুঃ ঠাকুরকে – পুরোহিত ঠাকুরকে।

দাবাগ্নির কুরঙ্গ—বনে আগুন লাগিলে চতুর্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া হরিণের যে রকম অবস্থা হয় এই পারিবারিক দুর্যোগের মধ্যে চারিদিকে বিপদ দেখিয়া নবীনমাধবের স্ত্রীর সেই অবস্থা হইয়াছে।

পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না—নবীনমাধব এই নাটকের নায়ক এবং নাট্যকার নবীনমাধবকে নায়কোচিত গুণেই ভূষিত করিয়াছেন। নিয়তির মত দুর্বার প্রবলের সুপরিকল্পিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া একটা অপরাজেয় মনোভাব লইয়া নবীনমাধব সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন। কেবল আত্মরক্ষার জন্য যদি তিনি চিন্তিত হইতেন তবে আত্মরক্ষা করা

তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না—কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াইয়াছেন, নিরীহ প্রজার উপর লাঞ্ছনা ও অত্যাচার রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে যাহা আভাষমাত্র ছিল দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে তাহা একটি স্পষ্টতর রূপ লাভ করিয়াছে।

গোলোক বসুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত অনেকখানি অগ্রসর হইযাছে, তঁহাকে ধরিবার জন্য লোক আসিবে তাহা জানা গেল। এদিকে ক্ষেত্রমণিকে লইযা যাইবার ব্যবস্থাও অনেকখানি অগ্রসর হইযাছে। কিন্তু উভযক্ষেত্রেই ফলাফল অনিশ্চিত। গোলোক বসু দণ্ডিত হইতে পারেন, দণ্ডিত না হইযা অব্যাহতি লাভ করিতেও পারেন। ক্ষেত্রমণি অপহৃতা হইয়া ছোট সাহেবের কবলে পড়িতে পারে। এই অনিশ্চয়তা—উভয পক্ষে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কি হইবে সে সম্বন্ধে একটা সন্দেহ—ইহাই rising action অথবা growth of action-এর মূল কথা ;

"Some kind of conflict is however the datum and very backbone of a dramatic story. With the opening of this conflict the real plot begins and with its conclusion the real plot ends ; and since between these two terms the essential interest of the story will be composed of the development and fluctuations of the struggle, the movement of the plot will necessarily follow a fairly well defined and uniform course."

সুতরাং দ্বিতীয় অঙ্কে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়—যে "the conflict continues to increase in intensity while the outcome remains uncertain."

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও, তা বলে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্য়ে নে বেডাবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

খালাসীর প্রস্থান

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। (বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌বো)—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায়২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সে দিন মোজা সহিত লাতি মারলে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

উড়কে দর্শন করিয়া

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ কবা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এইবারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্‌সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থিব নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইযাছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরেব ৭।৮ ঘর প্রজা ফেবার হইয়াছে আর সকলে হুজুব যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বাব কবেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশল বাহিব করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহাব অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ্ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে

পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, (ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।)

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কব্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বর করে্য নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চৎ বজ্জাত. আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ তোমারে কাম বেহেতার চলেগা!

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর২ দাদন বৃদ্ধি করি। এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান্ করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং

মিনতি করিতে২ রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। (আমি ওকে জানি ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।)

গোপী। আপনাদের কাগজেব কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগেব অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পব।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দব॥

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিবিয়া গিয়া তুই টাকাব সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩।৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পাবিত, এই কি চাকবের কায? আমি দেওয়ানি আমিনি তুই কবিতে পারি তবেই ঐ সব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্ নেমক্‌হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পডী ময়রাণী ছোট

সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা ঘব্‌মে ভেজ ডেয়।

উডেব প্রস্থান

গোপী। দেখ দেখি বাবা কাব হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এইবাব কায়েতেব ঘায়।
বোনাই বাবাব বাবা হাব মেনে যায়॥

প্রথম দুই অঙ্কে দেখিলাম যে ঘটনাস্রোত অনিবার্য গতিতে পবিণামেব দিকে অগ্রসব হইয়া চলিয়াছে। প্রথম হইতেই বুঝিতে পাবা যায় ক্ষেত্রমণিব উপব অত্যাচাব ও গোলোক বসুব পবিবাবেব সামগ্রিক সর্বনাশ—এই দুইটি ঘটনাব যে কোন একটি নাটকেব চবম মুহূর্ত হইতে পাবে। পাশ্চাত্ত্য বিচাব-পদ্ধতিতে বসু পবিবাবেব গোলোক বসুব অপ্রত্যাশিত শোচনীয় মৃত্যু, নবীনমাধবেব আত্ম-দান, সবলতাব মৃত্যু, সাবিত্রীব উন্মত্ততা ও মৃত্যু—এগুলিকে climax না বলিয়া Catastrophe অর্থাৎ ঘটনাব বিষাদময় পবিণাম বলাই সঙ্গত।

তৃতীয় অঙ্কে বসু পবিবাবেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আবও পাকিয়া উঠিয়াছে, অত্যাচাবী শোষকেব নখদন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, বীভৎস লালসাব লোলুপতা একটি চবম দৃশ্যে অনাবৃত কবিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কেব প্রথম দৃশ্যে আমবা দেখিতে পাই একজন খালাসীব সহিত গোপীনাথ দেওয়ানেব কথা হইতেছে। লুটেব মালেব বা ঘুষেব বখবায় কম হওয়াতে খালাসীকে দেওয়ানজিব কাছে আমিনেব বিরুদ্ধে নালিশ কবিতে দেখা যাইতেছে। আমিন নাকি বলিয়াছে যে, আগেব কৈবর্ত দেওয়ান যে ভাবে সাহেবকে খেলাইয়া বেড়াইত, গোপীনাথ দেওয়ানেব সে বুদ্ধি নাই। গোপীনাথ বুঝিল ছোট সাহেবেব জোবেই আমিনেব এত জাব। সেও কায়েতেব ছেলে। অবিলম্বে বুঝাইয়া দিবে ক্যাওটেব বুদ্ধিব চেয়ে কায়েতেব বুদ্ধি বেশী।

উড সাহেব আসিলেই দেওয়ান জানাইল যে, নবীন বসু খুব জব্দ হইয়াছে। বৃদ্ধ নিরীহ পিতার নামে মামলা করাতে নবীন বসু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উহাদের পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুনিলে নবীনমাধব আরও জব্দ হইবে। যদিও নবীনমাধব নালিশ করিয়াছে কিন্তু নালিশে কিছুই হইবে না কারণ ম্যাজিস্ট্রেট বড় সাহেবের বন্ধু। দেওয়ান জানাইল যে, নবীন বসু নিজের গরু, লাঙ্গল দিয়া যে চার জন প্রজার ফাটক হইয়াছে তাহাদের জমি চষিয়া দিতেছে, অথচ দাদনের জমি চাষ করিতে হইলে বলে তাহার গরু, লাঙ্গল, মজুর নাই। সাহেব দেওয়ানের উপর খুসী হইয়া উঠিতেই দেওয়ান কৌশলে আমিনের নামে অভিযোগ করিল। সে দুই এক টাকার জন্য দাদন দিতে গাফিলতি করে। এই ভাবে আমিন কুঠির ক্ষতি করিতেছে। তারপর অন্য জঘন্য উপায়ে সে ছোট সাহেবকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। উড সাহেব সমস্তই খবর রাখে—এইবার আমিনকে আচ্ছা করিয়া শাসন করিবে। গোপানায় দেওয়ানের কাজ হাসিল হইল।

ও গু কি অ্যাকা খ্যাযে হজোম করা যায়—ঘুষের টাকা সকলে ভাগাভাগি করিয়া না লইলে যে বাদ পড়ে বা যাহার ভাগে নিতান্ত কম হয় সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়—ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বর্জন করিয়া, দয়া-মায়া বিসর্জন দিয়া লোকের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন যে যত করিতে পারিবে সে তত কুঠিয়াল সাহেবের প্রিয়পাত্র হইবে, তাহাকে তত কর্ম্মদক্ষ বা efficient মনে করা হইবে।

এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল—উপর্যুপরি নানা দুরবস্থার চাপেও নবীন বসু কাতর হয় নাই কিন্তু পিতার সদা বিষণ্ণ মুখ তাহাকে টলাইয়াছে।

তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে—সাহেবদের প্রশংসা করিতেও বাধে না আবার কাজে একটু গরমিল হইলে জুতাসুদ্ধ লাথি মারিতেও বাধে না।

অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে—ইহা দেওয়ানজির উদ্ভাবিত 'সাহেবী

বাংলা'। মন বিষাইয়া গিয়াছে এই অর্থে ব্যবহৃত। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল—'এক ঢিলে' নয়, এক পাথরে, 'with one stone' এর আক্ষরিক অনুবাদ।

এ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক—ম্যাজিষ্ট্রেট উড সাহেবের বন্ধু, সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা তাহার কাছে টিকিবে না, সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট 'ভাল লোক'। এই প্রকার বিচার প্রহসন সম্বন্ধে Hindu Patriot পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—"Are these Magistrates fit men to govern millions, when they cannot resist the temptation of dining with the planters and talking with their wives and dancing with them ?"

আপনাদের বাপের কাছে—Englishman পত্রিকার কথা বলা হইয়াছে। এই পত্রিকার সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট নীলকরগণকে সকল অবস্থায় সমর্থন করিতেন।

কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে—Englishman পত্রিকাকে হাত করিতে নীলকরগণ যে অর্থব্যয় করিয়াছে তাহা সকলেরই জানা কথা, সুতরাং গোপীনাথের মুখে এই কথাটি বেমানান হয় নাই।

"The landowners and the Commercial Association backed the Indigo planters and Mr. Walter Brett then Editor of the Englishman who was all along with the Editor of the Hurkara described in preface to the drama of having sold themselves for Rs. 1000 like Judas Iscariot who betrayed Jesus to the Roman Pontius Pilate for a few pieces of silver coins—"

এই কি চাকরের কায?—নিজের সামান্য লাভের জন্য যে মনিবের প্রচুর ক্ষতি করে সে নেমকহারাম ধীরে ধীরে গোপীনাথ আমিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেছে।

আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি—ইহাই আসল কথা। আমিনকে বরখাস্ত না করিলে নিমকহারামি বন্ধ হইবে না।

ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্ হয়—উপরওয়ালার নৈতিক চরিত্রের সমালোচনা করিতে হইতেছে বলিয়া গোপীনাথের এই বিনীত ভূমিকা। দোসটা ষোল আনাই গোপীনাথ আমিনের ঘাড়ে চাপাইয়াছে।

দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে—নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গোপীনাথ খুসী হইয়াছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করো্য বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলিন দিতে পারি নে ?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। (কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ

করিব।) পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করে্য ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার জোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! (বিধুমুখি কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল।—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে্য তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস

বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে ? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট, কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়েব প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ কর্ব্যে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি। এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ ?

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই—আহা। আমার এমন সংসার এমন হইল ! আমি কি ছিলাম কি হলাম ! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমাব ১০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি। আহা ! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা ! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরী। প্রাণনাথ তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়

(চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখী চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আহুরী আস্‌ছে।

দুইখান লিপি লইয়া আহুরীর প্রবেশ

আহুরী। চিটি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারি নে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতি বল্লে।

লিপি দিয়া আহুরীর প্রস্থান

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয় এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

বোকায় আশীর্ব্বাদ বিশেষ—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতাঠাকুরাণীর গঙ্গালাভ হইয়াছে শ্রাদ্ধকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার! দেখি তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করো নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক—

নবীন। (লিপি পাঠ)

প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্থ

বিনয পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশযের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পবং লিপিপ্রাপ্তে সমাচাব অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকাব যোগাড কবিযাছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব একুণ একশত টাকা আগামি মাসে পরিশোধ কবিব। মহাশয যে উপকাব কবিযাছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা কবি ইতি।

সৈবি। পরমেশ্বব বুঝি মুখ তুলে চাইলেন যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

সৈবিন্ধীব প্রস্থান

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমাব সারল্যেব পুত্তলিকা; এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন কবিযা পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড শত টাকা হাতে আছে—তামাক কযেকখান আব এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয হইতে পারে, তা কি কবি সাড়ে তিনশত টাকাতেই ছাডিতে হইল, আমলা খবচ অনেক লাগিবে—যাওযা আসাতে বিস্তব ব্যয এমন মিথ্যা মোকদ্দমায যদি মেযাদ হয তবে বুঝিলাম যে এদেশে প্রলয উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচাব হইযাছে। আইনেব দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কাবাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে,

গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন২ ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়। হে লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না, হে দেশপালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না আমাদিগের ম্যাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবি। নবীন সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করো ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি, হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফাটে বার হলো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি ?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আস্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে বাছারে ধর্যে নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়ো দিয়ে পেল্‌য়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবে ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে- লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্‌, ধান কেড়ে নিচ্চিস্‌, গোরু বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্‌, লাটির আগায় নীল বুনুয়ে নিচ্চিস্—তা লোক কেঁদিই হোক্‌, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে—এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া ?

রেবতী। মা আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মার্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে চোঁড়া জমি চসে আর ফুলে১ কেঁদে ওঠে—মাটেত্তে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায় ?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুল-কামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডূক কখনই বসিতে পারিবে না।

নবীনের প্রস্থান

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান

যে মোকদ্দমা বাধিতেছে তাহাতে প্রচুর টাকার দরকার হইবে। নবীনমাধব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই দৃশ্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া সৈরিন্ধ্রী নিজের অলঙ্কারগুলি নবীনমাধবকে লইতে বলিল। নবীনমাধব পত্নীর অলঙ্কারের বিনিময়ে অর্থসংগ্রহে প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু এই দুঃসময়ে কে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে পাঁচশত টাকা দিবে? তিনি বলিলেন যদি একদিনের মধ্যে টাকা সংগ্রহ না হয় তবে অগত্যা তিনি স্ত্রীর অলঙ্কার লইবেন। সৈরিন্ধ্রী বলিল—তাহার ও ছোট বউয়ের গহনা পোদ্দারের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু নবীনমাধব বালিকা ভ্রাতৃবধূর গহনা কোন্ প্রাণে লইবেন? সৈরিন্ধ্রী জানাইল যে, ছোটবধূর গহনা না লইয়া যদি বিপিনের গহনা লওয়া হয় তবে ছোট বধূর প্রতি অবিচার করা হয়। নবীনমাধব পূর্ব ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পূর্বেও যাহার জোতজমা, বাগান, গোলা, লাঙ্গল, মজুরের অভাব ছিল না, আত্মীয়-

কুটুম্ব ও অতিথি অভ্যাগতে যাহার বাড়ী সর্বদাই গমগম করিত, কত আমোদ-প্রমোদ উৎসব যেখানে নিত্যই লাগিয়া থাকিত, সেখানকার দুরবস্থা স্মরণ করিলে আত্মসংবরণ করা যায় না। তবু নবীনমাধব ধৈর্যহারা হন নাই, ভগবান দিয়াছিলেন, ভগবানই লইয়াছেন।

সৈরিন্ধ্রী স্বামীর দুশ্চিন্তা দেখিয়া নিজের গাত্রালঙ্কার খুলিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় আদুরী দুইখানা চিঠি দিয়া গেল। একখানা চিঠিতে শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় নামে একজন লিখিয়াছে যে, সে মাতৃবিয়োগে বিপন্ন এবং যে তামাক বিক্রয় করিবার কথা ছিল তাহা এখনও বিক্রয় হয় নাই।

অপর চিঠিখানিতে জনৈক গোকুলকৃষ্ণ পালিত লিখিয়াছে যে, সে তিনশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। আরও একশত টাকা এক মাসের মধ্যে দিতে পারিবে।

সৈরিন্ধ্রী ছোট বউকে খবর দিবার জন্য চলিয়া গেল।

যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মোকদ্দমার খরচ কুলাইবে না। পাঁচ-শত টাকা মূল্যের তামাক সাড়ে তিনশত টাকাতেই নবীনমাধবকে বিক্রয় করিতে হইবে। এই মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি পিতার ফাটক হয় তবে এদেশে প্রলয় ঘটিতে আর বিলম্ব নাই। আইন ভাল মন্দ যেরকমই হউক, বিচারক যদি পক্ষপাতশূন্য না হন, তবে লোকের দুঃখের আর সীমা থাকে না। সব লোক বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করিতেছে। সমস্ত দেশ নীলকরদের অত্যাচারে কাঁদিতেছে। যাঁহারা সুবিচারক তাঁহাদের হাতে নির্দোষ লোকের দণ্ড হয় নাই কিন্তু তেমন সুবিচারক সংখ্যায় কয় জন? যে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এই মামলার বিচারের ভার, তাঁহার হাতে সুবিচার হইবে না, এই সন্দেহ নবীন-মাধবের মনে দেখা দিয়াছে এবং এই জন্যই তিনি পিতার জন্য এত আকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

সাবিত্রী আসিয়া নবীনমাধবকে বলিলেন—যদি লাঙ্গল তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও কি দাদন লইতে হইবে? জোত-জমা, গরু, লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া

ব্যবসায় করিলে হয়তো শান্তিতে বাস করা যায়। নবীনমাধবেরও সেই ইচ্ছা কিন্তু বিন্দুমাধবের পড়া শেষ হইয়া চাকুরী পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার।

মাতাপুত্রে এই কথা হইতেছে এমন সময় রেবতী ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল যে, ক্ষেত্রমণি পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, পদী ময়রাণী দূর হইতে দেখাইয়া দিয়াছে, চারজন কুঠির লাঠিয়াল তাহাকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সাবিত্রী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। নবীনমাধব মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। 'স্বরপুর বৃকোদর' জীবিত থাকিতে 'কুল-কামিনী অপহরণ' তিনি সহ্য করিবেন না। নবীনমাধব দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—অলঙ্কার স্ত্রীলোকের প্রিয় হইলেও আকস্মিক বিপদের সময় তাহা বাহির করিয়া দিতে বাংলাদেশের কুলনারীগণ কখনই দ্বিধা করেন না।

ও চিঠি অমনি থাক—প্রথম চিঠির সংবাদে সৈরিন্ধ্রী নিরাশ হইয়াছে। তাহার মনে হইয়াছে ভাগ্য যখন প্রতিকূল তখন দ্বিতীয় চিঠিখানিতে আশার কথা কিছু থাকিবে না। অত্যন্ত স্বাভাবিক উক্তি।

পরমেশ্বর মুখ তুলে চাইলেন—এত বিপদের মধ্যেও আশার যে সূত্রপাত হইতেছে তাহা ভগবানের কৃপা। শলভ—পঙ্গপাল।

স্বরপুর বৃকোদর—গোলোক বসু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই নাম দিয়াছিলেন। ভীম যেমন একাধিকবার পরের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য ও পরের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ প্রাণ বিপন্ন করিয়াছিলেন, নবীনমাধবও সেইরূপ পরের জন্য বার বার নিজের স্বার্থ নষ্ট করিয়াছেন, পরের জন্য নিজের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। নবীনমাধবের শক্তি, সাহস ও পরার্থপরতার প্রতি ইঙ্গিত 'বৃকোদর' কথাটির মধ্যে আছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কাম্‌রা

রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি২ কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে ?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায় ; এ কথা কেউ জান্তে পার্‌বে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পারলে না—ওপরের দেব্‌তা তো জান্তি পাব্‌বে, দেবতার চকি তো ধূলো দিতি পারবো না ' আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাস্‌বে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্, আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বলতে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি

থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতেং খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভালবাসি, কুটির কর্ম্মে ওকর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পর্‌ব্যে থাকি সেও ভাল তবু স্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই আহা, আহা! মোর মা এং বেলা গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি, পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পার্‌বো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশে) তা, মা, আমি কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক তখন আর এক দিন আস্‌বে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম কর্‌বো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্ নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি যাস্ নে, ময়রা পিসি যাস্ নে।

পদী ময়রাণীর প্রস্থান

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্‌তি লেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলো বেটে গেল।)

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (তুই হস্তে ক্ষেত্রমণির তুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্টয়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোব ছেলে মবে যাবে, দই সাহেব, মোব ছেলে মবে যাবে—মুই পোযাতি।

বোগ। তোমাকে উলঙ্গ না কবিলে তোমাব নজ্জা যাইবে না।

বস্ত্র ধবিয়া টানন

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমাব মা, মোবে ন্যাংটো কবো না, তুমি মোব ছেলে, মোব কাপড ছেড়ে দাও—

বোগের হস্তে নখ বিদাবণ

বোগ। ইনফবন্যাল বিচ্। (বেত্র গ্রহণ কবিযা) এইবাব তোমাব ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোবে অ্যাকবাবে মেবে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোব বুকি অ্যাকটা তেবোনালেব খোঁচা মাব মুই স্বগ্গে চলে যাই—ও গুখেগোব বেটা, আটকুড়িব ছেলে, তোব বাডী যোডা মবা মব্যে, মোব গাযে যদি আবাব হাত দিবি তোব হাত মুই এঁচ্ড়ে কেম্ড়ে টুকবো২ কববো, তোব মা, বন নেই, তাদেব গিযে কাপড কেড়ে নিগে না, দেঁড়্যে বলি কেন, ও ভাইভাতাবীব ভাই, মাব্ না মোব প্রাণ বাব কব্যে ফ্যাল না, আব যে মুই সইতি পাবি নে।

বোগ। চুপবাও, হাবামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড কথা।

ক্ষেত্রকে ঘুসি মাবিয়া চুল ধবিয়া টানন

ক্ষেত্র। কোথায বাবা, কোথায মা, দেখ গো, তোমাদেব ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)।

জানেলাব খডখডি ভাঙ্গিযা নবীনমাধব ও তোবাপেব প্রবেশ

নবীন। (বোগেব হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণিব কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নবাধম নীচবৃত্তি নীলকব, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের

জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার !

তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়ুয়ে যেন কাটের পুতুল—গোডাব বাক্যি হরে গিয়েচে—বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধবম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেম্‌নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবাল্লি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাক্‌বি তো জোরার বাড়ী যাবি (গাল টিপে ধবো) পাঁচ দিন চোবের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি ভাল কব্যে কাপড পব। (ক্ষেত্রমণিব বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটাব গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্যে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়য়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুম্‌য়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বলবে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁংরে পার হয়্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তাব সমন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তার পর নাত কর্যে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল কর্যে কি আর খাবার যো নেকেচে,

নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো্য জুতার গুতা মারিস্ নে ?

হাঁটুর গুঁতা

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বল্যে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম।

ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান

তোরাপ। এমন বস্গাবও বেছাঙ্গর কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বল্যে মেন্য়ে জুন্য়ে কায মেরে নে, জোর জোরাবতী কদিন চলে. পেল্য়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্বা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সমিন্দি নেয়েত ফেবার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্বে। বড়বাবুর আর বচ্রে ট্যাকাগুনো চুক্য়ে দে আর এ বচোর ঝা ব্নতি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গাদ্লিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন

রোগ। বাই জোভ ! বিটেন্ টু জেলি।

প্রস্থান

রোগ সাহেবের কামরায় ক্ষেত্রমণিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। পদী ময়রাণী ক্ষেত্রমণিকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, অনেক প্রলোভন দেখাইতেছে কিন্তু এই চাষার মেয়ে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু ধর্ম দিতে পারে না। কেহ কিছু জানিতে পারিবে না এই কথা বলায়ও কোন ফল হইল না। মানুষ জানিতে না পারে কিন্তু দেবতার তো কোনও কিছুই অজানা থাকিবে না। রোগ ক্ষেত্রকে খাটের উপর আনিতে বলিল। রোগের নিকট কান্নাকাটি করিয়া

কিছুই লাভ নাই। সে নিজেই বলে, তাহাবা নীলকর, তাহাদেব দয়া নাই, ধর্ম নাই নানারূপ পাপ কবিতে কবিতে তাহাদেব হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। পদী ক্ষেত্রকে বলিল, সাহেব তাহাকে একটি বিবিব পোষাক দিবে। ক্ষেত্র জ্বলিয়া উঠিল—সাবা জীবন যেন চট পবিয়াই তাহাব কাটে, বিবিব পোষাক কোনও দিন যেন না পবিতে হয। বোগ তখন পদীকে ঘব হইতে বাহিব কবিয়া দিয়া ক্ষেত্রকে হাত ধবিয়া টানিতে লাগিল। ক্ষেত্র প্রথমে অনেক কাকুতি-মিনতি কবিল—কিন্তু বর্বব কোনও কথায কর্ণপাত কবিল না। সে যখন ক্ষেত্রমণিব বস্ত্র ধবিয়া আকর্ষণ কবিল তখন ক্ষেত্র মবিয়া হইয়া সাহেবেব হাত নখ দিয়া আঁচড়াইয়া দিয়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল। বোগ তখন তাহাব পেটে ঘুষি মাবিয়া তাহাব চুল ধবিয়া টানিতে লাগিল। ঠিক সেই সময জানালাব খড়খড়ি ভাঙিয়া তোবাপকে লইয়া নবীনমাধব সেই ঘবে প্রবেশ কবিলেন। নবীনমাধব বোগেব কবল হইতে ক্ষেত্রমণিকে মুক্ত কবিলেন। তোবাপ বোগকে উত্তম মধ্যম দিতে লাগিল। ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধব চলিয়া গেলে তোবাপ বোগ সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন কবিল।

ক্ষেত্রমণিব চবিত্র সৃষ্টিতে ও এইরূপ একটি বীভৎস দৃশ্যেব বর্ণনায দীনবন্ধু অসামান্য সংযম ও শক্তিব পবিচয দিয়াছেন।

"ক্ষেত্রমণিব স্ত্রী-চবিত্রই হইয়াছে সর্বাপেক্ষা নিপুণ ও মর্মস্পর্শী। এরূপ কাব্যকল্পনাবর্জিত ও নিছক বাস্তব চেতনায অঙ্কিত চাষাব মেয়েব ছবি, যাহা সবল, গ্রাম্য ও অমার্জিত, অথচ একদিকে অসহায নাবীপ্রকৃতিব করুণ কোমলতায় ও অন্যদিকে সহজ নাবীত্বেব আন্তবিক দৃঢ়তায় অপূর্ব, তাহা বাংলা সাহিত্যে সত্যই অতুলনীয়। ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে একটি অতি অশ্লীল অথচ অতি নিষ্ঠুর বীভৎস দৃশ্যে। পদী ময়রাণী যখন কৌশলে ভযত্রস্তা ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবেব শয়ন কক্ষে বাখিয়া প্রস্থান কবিল এবং সাহেব তাহার হাত ধরিয়া টানিল, তখন অসহায় বালিকা নিতান্ত কাতবভাবে বলিল—'ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব। তুমি মোব বাবা।' সাহেব নিজেরই উপযুক্ত

অশ্লীল রসিকতা করিয়া বলিল—'তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।' গর্ভবতী ক্ষেত্রমণি, শুধু ধর্মরক্ষার ব্যাকুলতায় নয়, আসন্ন মাতৃত্বের স্বাভাবিক সংস্কারে, সাহেবকে দোহাই দিয়া বলিল—'মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।' কিন্তু সাহেব না শুনিয়া গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল এবং অবাধ্যতার জন্য 'ইন্‌ফরন্যাল বিচ্' বলিয়া গালি দিয়া বেত্রাঘাত করিল। তখন তীব্র বেদনায় ও নিছক আক্রোশে আক্রমণকারীকে নিরুপায় গ্রাম্য নারী আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া চাৎকার করিয়া তাহার স্বাভাবিক গ্রাম্য ভাষায় গালি দিল—'ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী গোড়া মড়া মরো, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এচড়ে কেমড়ে টুক্‌রো ২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে বলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।' তখন সাহেব 'চুপরাও হারামজাদী' বলিয়া তাহার পেটে ঘুঁষি মারিল, ক্ষেত্রমণি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

"দৃশ্যটি যেমন গ্রাম্য ও পাশবিক তেমনি যে কোন নাট্যকারের পক্ষে দুরূহ ও সাহসিক। দুরূহ ও সাহসিক কেন না ভাব ও ভাষার একটু এদিক ওদিক হইলেই এই অতি সত্য ও স্পষ্ট দৃশ্য কদর্যতার হাত হইতে রক্ষা পাইত না। ইহার গ্রাম্যতা ও নিষ্ঠুরতাকে স্বাভাবিক ভাষায় ও ভাবে রঙ্গমঞ্চে পরিদৃশ্যমান করা যেমন সাহসের তেমনি নিপুণতার পরিচয় স্থল। রুচিবাগীশেরা এদৃশ্য অনুমোদন করিবেন না কিন্তু ইহার পরম সত্যটি অশ্লীলতার নয়, আশ্চর্য নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন। অভাবনীয় অবস্থা-সঙ্কটে নৃশংস লালসার সম্মুখীন হইয়া নিরুপায় নির্বোধ চাষার মেয়ে যাহা বলিতে বা করিতে পারে তাহারই অনাবৃত রূপ, ট্র্যাজেডি-সুলভ ভাষা ও ভাবের দ্বারা পূরণ না করিয়া কেবল

তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া দীনবন্ধু যেরূপ দেখাইয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের গৌরব। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার এই দৃশ্যটিকে দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার 'অগ্নি পরীক্ষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন : "জীবনের এত বড় নির্মম কঠোর দিকটা যে কখনও দেখে নাই—নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সারল্যে যে আজন্ম পালিত, চাষার ঘরের নির্বোধ স্নেহে যাহার হৃদয় মন গঠিত, সে যখন সহসা জগতের এই নিষ্করুণ লোলুপতার মূর্তি দেখিল তখন তাহার আত্মরক্ষার যে প্রযাস আমরা দেখি তাহাতে ট্রাজেডির নায়িকাসুলভ আচরণ বা বাক্য বিন্যাস নাই; অজগর সর্পের আক্রমণে ক্ষীণপ্রাণা পক্ষীমাতার যে নিতান্ত নিষ্ফল আর্ত চীৎকার ও নখরাঘাত—এখানে তাহাই স্বাভাবিক।"

(দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীসুশীল কুমার দে।)

সমুদ্রে সব মিশ্যে যাইতেছে—নীলের কুঠির সাহেবদিগকে এত অন্যায় ও পাপ করিতে হয় যে, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাপ পুঞ্জীভূত পাপরাশির সহিত গিয়া মিশিতেছে। অন্যায় বা পাপ সম্বন্ধে রোগ সাহেব সচেতন কিন্তু উপায় নাই। কুঠিয়াল সাহেবের পক্ষে নিষ্পাপ থাকা অসম্ভব।

আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে—ক্ষেত্রমণি সাহেবের জল খাইবে না এবং লাঠিয়ালে ছুঁইয়াছে বলিয়া স্নান না করিয়া জলগ্রহণ করিবে না শুনিয়া পদী ময়রাণীর সহজ সংস্কার জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে। তাহার মুখের এই উক্তির মধ্যে একটা দুঃখ ও বেদনার ইঙ্গিত আছে।

তোমার কলিকে ডাকো—পদী ময়রাণী সাহেবের ধমক খাইয়া স্বমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

সাপের গত্তের মধ্যি—সাহেবের কবলে পড়া আর অজগরের মুখে পড়া একই কথা। সাপের গর্তে পড়িলে যেমন নিস্তার নাই, এখানেও বোধ হয় তেমনি উদ্ধারের আশা নাই।

সমিন্দি দেঁড়্য়ে যেন কাটের পুতুল—এই মুহূর্তেই রোগ সাহেব নারীর উপর চরম অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। নবীনমাধব ও তোরাপ ঘরে

প্রবেশ করাতে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে নির্বাক ও স্থির দেখিয়া তোরাপ তাহার নিজস্ব ভাষায় সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে।

সেদের—সাধুর।

পাঁচ দিন খাবালি, একদিন খা—এযাবৎ নিরীহ লোককে মারপিট করাতে রোগ সাহেব সিদ্ধহস্ত ছিল। আজ চাকা ঘুরিতেছে। এতকাল সে অপরকে মারিয়া আসিয়াছে, এখন তাহার মার খাইবার পালা।

বেহু'শ্বর—গুহর্ত্তন। গেয়েত—বাসত।

কুটি কবরের মধ্যে ঢোকবে—যাহারা নীল চাষ করিবে তাহারা যদি ভয়ে দেশছাড়া হইয়া যায় তবে নীলকুঠির সর্বনাশ হইবে।

ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি—তোরাপের সৌজন্যজ্ঞানও আছে। রসিকতাটুকু না করিলে তোরাপের চরিত্র ষোল আনা ফুটিত না, দর্শকও একটি উপভোগ্য জিনিস হইতে বঞ্চিত হইত।

নিচেন টু দিলি—বাংলায় যেমন বলা হয়—তাকে ছক্কা বানিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর ভবনের দরদালান

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম ; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা ! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজদুরিতে ধরো নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে ; ভগবতি ! তোমার মনে এই ছিল মা ? আহা হা ! তিনি যে বলেন

আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা ! বুক চাপড়ে২ রক্ত বার করেছেন, কেঁদে২ চক্ষু ফুল্‌য়েছেন, যাবার সময়ে বলেন গিন্নি এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে ; টাকার যোগার করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে২ ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়্‌লে বাবার কতই খেদ—বলেন কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস কর্‌য়ে আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতে২ যাত্রা কর্‌লেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি ! এই কি তোর মার প্রাণ !

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবি। (ক্রন্দন করিতে২) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে ?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে কষ্ট হবে না। তুমি এস স্নান করসে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

সৈবিঙ্গীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দ্দন

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কলেজ বন্ধ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশা করো্যে রইচি তাতে এই দায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাচার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাও নি। ঘোর বিপদে পড়ে রইছি তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই।

উভয়ের প্রস্থান

গোলোকচন্দ্রের নামে তলব আসাতে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে জেলায় গেলেন। সাবিত্রী বৃদ্ধ নিরীহ স্বামীর অবস্থা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বামী বাড়ী ছাড়িয়া কখনও গ্রামান্তরেও যাইতেন না। মিথ্যা মামলায় আসামী করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। নবীনমাধব কিছু টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য যখন জেলায় গেলেন তখন সাবিত্রীর অন্নজলের আকাঙ্ক্ষা চলিয়া গেল।

সৈবিঙ্গী আসিয়া তাঁহাকে স্নান করিতে বলিলে তিনি অনাহারী পুত্রের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সৈবিঙ্গী জানাইল যে, জেলায় বিন্দুমাধবের বাসা আছে, কোন কষ্ট হইবে না। ছোট বৌ শাশুড়ীকে তেল মাখাইতে লাগিল। সাবিত্রী ছোট বৌয়ের ম্লান মুখের দিকে তাকাইয়া ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং নিজেই স্নান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন।

এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না—এড়ো অর্থ আড়াআড়ি বিস্তৃত অর্থাৎ চওড়া। গোলোকচন্দ্র সুখী সম্পন্ন গৃহস্থ, নিরীহ ও নির্বিবাদী। পৈতৃক বাড়ীতে একাদিক্রমে বাস করিয়া আহার, শয়ন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার কতকগুলি অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাহার ব্যতিক্রম সহ্য হইবে না ভাবিয়াই গৃহিণী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

আতপ চালের ভাত খান—পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগেও পল্লীর মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি আতপ অন্নই ব্যবহার করিত। দৈব ও পিতৃকার্যে সিদ্ধ চাল অচল বলিয়া অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে সিদ্ধ চাল প্রবেশ করিত না।

এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—এই যাওয়া শেষ যাওয়া—জীবিত অবস্থায় আর বাড়ী ফিরিতে পারিবেন না এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হইতেছে।

ঘুর্ণি—মাথা ঘোরা। 'শিরঃপীড়া'র কথাও আছে, বস্তুত পরিশ্রমে, দুশ্চিন্তায়, অভাবে ও উত্তেজনায় নবীনমাধবের শিরঃশূল ও শিরোঘূর্ণন দুইপ্রকার বায়ুর বিকার দেখা দিয়াছে।

মুখে সাহস, চক্ষে জল—সকলকে তিনি সান্ত্বনা দিতেছেন,আশ্বাস দিতেছেন কিন্তু অবস্থার চাপে ও উদ্বেগে মাঝে মাঝে নবীনমাধবের নিজের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িতেছে। মায়ের চোখে ইহা ধরা পড়িয়াছে।

তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে—সরলতার স্বভাব চঞ্চল, তাহার মুখের অনর্গল কথা আর নাই। পারিবারিক প্রচণ্ড দুর্যোগের স্পর্শে তাহার সদানন্দময়ী মূর্তি বিষাদে ঢাকিয়া গিয়াছে।

মোকদ্দমা উঠিবার ঠিক প্রাক্কালে বসুপরিবারের এই চিত্র আঁকিয়া সমগ্র পরিবারের মধ্যে যে একটা ত্রস্ত বিষণ্ণতার ভাব দেখা দিয়াছে নাট্যকার তাহা সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচারের চেষ্টা দেখিলাম। এই নাটকে বসুপরিবারের ভাগ্যের সহিত সাধুচরণের পরিবারের

ভাগ্যও জড়িত। মূল কাহিনীর সঙ্গে জড়িত সেই উপকাহিনীর চূড়ান্ত অবস্থা তৃতীয় দৃশ্যে হইয়া গেল। কিন্তু মূল গল্পের Crisis চতুর্থ অঙ্কে দেখা যাইবে।

ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচারের চেষ্টায় ও গোলোক বসুকে হাজতে রাখায় তৃতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের ভাবটি চরমে উঠিয়াছে। ইহার পর শেষ দুই অঙ্কে এই সংঘর্ষের পরিণতি দেখা যাইবে।

Crisis এমন একটা অবস্থা যেখানে নায়কের জীবনে ভাগের মোড় ফিরিবে। অনুকূল, প্রতিকূল এই উভয় অবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানহীনভাবে আর চলিতে পারে না—হয় এদিক না হয় ওদিক একটা কিছু হইবেই। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক, ঘটনা যে ভাবে ঘটিতেছে, চরিত্রগুলি যে ভাবে কাজ করিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই Crisis দেখা দিবে—ভাল নাটকের ইহাই লক্ষণ। জোর করিয়া, বাহির হইতে অতর্কিতভাবে কিছু আরোপ করিয়া ঘটনার মোড় ফিরাইতে গেলেই, নাটক একটু অবাস্তব হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

উড, রোগ, মাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদীপ্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে। (দরখাস্তের পাত উল্‌টায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা

তাহাদের অমল্লালয় বারমহিলালয়ে কাল যাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার মোক্তার-গণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্ মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার আমরা এই নীল-করের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তামিল দিতে সাহস হয় না, যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষ-পরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্, এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি

অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইনকারকেরা বলিয়াছেন "বিচারকর্ত্তা আসামীর আড্‌ভোকেট্ স্বরূপ," সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসারদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়ত-দিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া

লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলাপরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহার-দিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেক বার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না; ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু

যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় বাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও ভাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর২ সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রাইয়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত

করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিযাছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপাযের পন্থা দেওযা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিযা লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইযতগণকে কষ্ট দিযা জেলায আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয, যেহেতু গোযালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপর [illegible] নীলকরেরা এ দেশে আসিযা [illegible] করিয়াছেন, [illegible] আমারা উপকৃত হইয়াছেন। এমত মহাপুরুষদিগের [illegible] যে ব্যক্তি নিন্দাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি।

চাপ। খোদাবন্দ্।

[illegible]

মাজি। (উড়ের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্ কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথিল সামিল থাকে। (মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কব।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

মাজিষ্ট্রেটেব দস্তখত

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

মাজিষ্ট্রেট, উড, বোগ, চাপবাস ও আবদালিব প্রস্থান

সেবেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

সেবেস্তাদাব, পেস্কাব, বাদীব মোক্তাব ও বাইসতগণেব পেস্থান

নাজির। (প্রতিবাদীব মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানত-নামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড বটে, কিন্তু কিছুই নাই (নাজিবেব সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজি হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

সকলের প্রস্থান

আদালতে বিচার বা বিচারের প্রহসন হইতেছে।

আসামী ও আসামীপক্ষের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর অর্থাৎ নীলকর সাহেবদের সাক্ষী কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ হইয়া গিয়াছে।

প্রতিবাদী মোক্তার আপত্তি জানাইলেন ও আদালতে প্রার্থনা করিলেন সাক্ষিগণকে পুনর্বার হাজির করা হউক—সাক্ষিগণকে জেরা করিবার আইন-সঙ্গত অধিকার আসামীপক্ষের আছে।

বাদীপক্ষের মোক্তার নীলকরগণের সাধুতা ও পরোপকার প্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। উহার মর্ম এইরূপ—

মোক্তারগণ প্রায়শঃই শঠ ও প্রবঞ্চক। অনায়াসে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ও শপথ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেও তাহাদের আটকায় না। তাহাদের নৈতিক চরিত্রও ভাল হয় না এজন্য অনেকে মোক্তারগণকে ভাল চক্ষে দেখেন না কিন্তু এই মন্তব্য সাধারণ মোক্তার সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু নীলকরগণের মোক্তার একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ। কারণ নীলকর সাহেবগণ খৃষ্টান। খৃষ্টানদের মিথ্যা ভয়ানক পাপ, অসৎ কর্ম করা দূরের কথা অসৎ সঙ্কল্প মনে উদিত হইলেই খৃষ্টানদের পাপ হয়। এই সমস্ত খৃষ্টান বা তাঁহাদের বেতনভোগী মোক্তার দ্বারা কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা কল্পনার অতীত। মোক্তার ইচ্ছা করিলেও ন্যায় ও সত্যপরায়ণ সাহেবদের জন্যই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারেন না।

তারপর যে সমস্ত সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে তাহারা দূরবর্তী গ্রামের লোক। সকলেই চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সমস্ত দিন তাহাদিগকে ক্ষেতে কাজ করিতে হয়, সেইখানেই তাহারা মধ্যাহ্নের ভোজন সমাধা করে। এরূপ অবস্থায় সাক্ষীদিগকে পুনরায় সাক্ষ্য দিবার জন্য তলব করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। ইহাতে তাহাদের হয়রাণি ও ক্ষতি বাড়িবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট উড সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন—সাক্ষীদিগকে পুনরায় তলব করিবার দরকার নাই।

ইহার পর প্রতিবাদীপক্ষের মোক্তার উঠিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এইরূপ :—

কোন রায়ত স্বেচ্ছায় নীলের দাদন গ্রহণ করে না। নীলকর সাহেব অথবা তাহার দেওয়ান আমিন, খালাসী লইয়া কৃষকের ভাল জমিতে দাগ দিয়া আসে, পরে রায়তগণকে কুঠিতে ধরিয়া আনিয়া জোর করিয়া দাদন চাপান হয়। দাদন লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রায়তেরা বাড়ী যায়। নীলের দাদন কখনও পরিশোধ হয় না—একবার দাদন লইলে সাতপুরুষ ধরিয়া তাহার জের চলে। নীল যে রায়তগণের কি সর্বনাশ করিতেছে তাহা রায়তেরা হাড়ে হাড়ে বুঝে। সুতরাং রায়তেরা রাজী ছিল কেবল গোলোক বসুর পরামর্শে নীলের চাষ বন্ধ করিয়াছে—ইহার চেয়ে সাজানো মিথ্যা কথা আর কিছু হইতে পারে না। নবীনমাধব বাবু অসহায় রায়তগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার [illegible] চেষ্টা করেন [illegible] গোলোক বসু [illegible] লোক। তাহাকেও [illegible]।

গোলোক বসু এই সময় উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার [illegible] করিলেন। তিনি জানাইলেন [illegible] সম্ভব [illegible] হয় [illegible] বৎসর বৎসর সাহেবকে [illegible] দিতে তিনি রাজী আছেন।

প্রতিবাদী পক্ষের মোক্তার জানাইল [illegible] লোক সাক্ষ্য দিয়াছে তাদের সহিত গোলোক বসুর কোন দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। সে ভিন্ন গ্রামের লোক, তাহার গরুও নাই, লাঙ্গলও নাই, সে অন্যের জমিতে কাজ করিয়া খায়।

বাদীপক্ষের মোক্তার তাঁহার ভাষণের উপসংহার করিলেন—রায়তগণকে পুনরায় আনাইলে তাহাদের ক্ষতি হয়, নতুবা সাক্ষীদিগকে পুনরায় তলব

করিতে তাঁহারও আপত্তি নাই। আর করুণাপরায়ণ সাহেবরা অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া এদেশে আসিয়া নূতন ফসল আবিষ্কার করিয়া এদেশের যে উপকার করিতেছেন তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া গোলোক বসু যে অন্যায় করিয়াছে তাহাতে কারাগারই তাহার উপযুক্ত স্থান।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন উড সাহেবের বিবিকে পত্র লিখিতেছেন। হুকুম হইল—আসামীর নিকট হইতে জামিন লইয়া তাহাকে খালাস করা যাইতে পারে। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যা হল, গোলোকচন্দ্রের মুক্তি সম্ভব হইল না।

এই দৃশ্যটিতে সেকালের বিচারের একটি নিখুঁত চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসের মধ্যেই উড সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে দ্বিধা করিতেছেন না।

খোলোসা পড়—কোন কিছু বাদ না দিয়া পাঠ কর।

পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত—কথাটি বেশ কৌতুকজনক হইয়াছে—কুঠিয়াল সাহেবগণের পক্ষে এই সমস্ত ঘৃণিত কাজ প্রায় নিত্যকর্ম।

আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি—মোক্তারের কথাটি দ্ব্যর্থবোধক।

কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন···প্রহারও করিয়াছেন—কর্মচারী কর্মচ্যুত হইয়াছে ও প্রহৃত হইয়াছে প্রজার একটু পক্ষে থাকিবার জন্য, অথচ কৌশলী মোক্তার এই ঘটনাকেই কেমন সুন্দরভাবে কাজে লাগাইলেন।

এক্সট্রিম প্রোভোকেশন্—উড সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশে বসিয়া ফোড়ন কাটিলেন। প্রজার দুঃখ দেখিলে কাহার মাথা ঠিক থাকে।

সোয়াল—প্রশ্ন, জেরা।

তালিমি সাক্ষী—শেখানো সাক্ষী।

গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিযা—সালঙ্কাবে ও বিস্তৃতভাবে প্রজাদরদী মোক্তাব ভাষণ দিতেছেন। একটু নিবিষ্টচিত্তে পড়িলেই বোঝা যায় মোক্তারেব কথাগুলি আন্তবিক নয়। তাহাব বক্তৃতা শুধু গলাবাজি।

কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না—বাদীপক্ষেব মোক্তাবেব বাগ্মিতাব ফল ফলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট পুনবায় সাক্ষী তলব কবিবাব কোন কাবণ দেখিতেছেন না। দেখিবেন কি কবিযা? উড সাহেব যে পাশেই বসিয়া আছে। আব এ মোকদ্দমাব কি বায় দিতে হইবে তাহা বিচাবক এজলাসে বসিবাব পুর্বেই ঠিক কবিয়া বাখিযাছেন।

বেওবাওযাবি—অর্থাৎ পীড়াপীড়ি ও জোবজবরদস্তি কবিযা।

উভয় মোক্তাবেব মধ্যে প্রতিবাদীপক্ষেব মোক্তাবেব বক্তৃতা যুক্তিপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত আন্তবিক। বিচাবক যদি নিবপেক্ষ হইতেন তবে প্রতিবাদীব মোক্তাবেবই জয় হইত।

বাহাবকা সাহেবলোক আজ আগা নেই—কুঠিয়াল সাহেবদিগকে ভোজ দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আপ্যায়ন কবিবেন।

বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—নাজিবও শিকাবী লোক। টাকাও লইবে অথচ কাজও কবিবে না।

ওঁদেব পুজা আলাহিদা হইয়াছে কি না—কুঠিব দেওয়ান, আমীন প্রভৃতিকে পৃথকভাবে ঘুস দিতে হইবে। একা ঘুস লইয়া তাহা হজম কবা যায় না—নাজিব একথা জানে। মোক্তাবকে এই কথা বিশেষভাবে স্মবণ কবাইয়া দিবাব তাৎপর্য এই যে, সে যে নিজেব জন্য এক শত টাকা লইতেছে তাহা হইতে কাহাকেও বখবা দিবে না।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যত টাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলেন, "নবীন তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে ছুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি মাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন; আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু, তোমাকে রাত্র দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে. আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়েব চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু তুমি এমনি সাধুই বট। আহা! ক্ষেত্রমণির সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিযে কি দেখিতে পাব. আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্ব্যাধি হইবে, ডাক্তাববাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ কব্যে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটি ইনস্পেক্টারের প্রবেশ

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনাব পিতাব খালাসেব জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণব নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই!

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচাব কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। . পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমর নগরের আসিস্‌টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গভরনর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল মাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন ?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান

ডেপুটী। আহা দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদ্‌গুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

কালেজের পণ্ডিতের প্রবেশ

আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েকদিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে ?

পণ্ডিত। তিনি এ শ্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করে্যে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এ মত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুঠিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুব পরোব।

বিন্দু। বিধাতা নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিযাছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তাবনামা দেয? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না তাহাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন ?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিনদিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই আমি এখনই জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ

তুমি জেলের চাপরাসি না ?

চাপ। মশাই এট্টু জল্‌দি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ।

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারিনে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না আমি চলিলাম।

চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

উভয়ের প্রস্থান

চক্রান্তের ফল ফলিল গোলোক বসুকে জেলে যাইতে হইল। গোলোক বসু জেলে গিয়া অন্নজল ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে আহার করানোই একটা প্রধান সমস্যা। নবীনমাধব বিন্দুমাধবকে পিতার জন্য পাচক ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ইহাতে যে যত টাকা চায় নবীনমাধব দিতে রাজী আছেন। বিন্দুমাধব জানাইল জেল দারোগা টাকার প্রত্যাশা করে না কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে জেলে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না। উভয় ভ্রাতাই

পিতার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। গোলোক বসু তিন দিন অনাহারে জেলে বসিয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। একে অনাহার, তারপর বৃদ্ধ মানুষকে দেখিবার ও সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। সাধুচরণ বলিল—সে চুরি করিয়া জেলে গিয়া কর্তাবাবুর দেখাশুনা করিতে পারে। কিন্তু এদিকে ক্ষেত্রমণি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সত্বর বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন।

ডেপুটি ইনস্পেক্টার বিন্দুমাধবকে জানাইলেন যে, কমিশনার সাহেব গোলোকবাবুকে খালাস করিবার জন্য লেফটেনান্ট গভর্ণর সাহেবের নিকট বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। ১৫ দিনের মধ্যে মুক্তির হুকুম আসিবার সম্ভাবনা আছে। বিন্দুমাধবকে যথোচিত উপদেশ দিয়া নবীনমাধব বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ডেপুটি ইনস্পেক্টার নবীনবাবুর পরহিত-ব্রতের অনেক প্রশংসা করিলেন—পিতার জন্যই দুই ভাই জীবন্মৃত হইয়া আছে। কলেজের একজন অধ্যাপক পণ্ডিত আসিয়া সংবাদ দিলেন—এই ম্যাজিস্ট্রেট বড় দিনের সময় উড সাহেবের কুঠিতে গিয়া দশ দিন বাস করিয়া আসিয়াছিল।

এই সব কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় একজন চাপরাসি আসিয়া বলিল—জেল দারোগা বিন্দুমাধবকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি যেন বিলম্ব না করেন।

আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল—দুই ভাই পিতার খোঁজখবর লইবার জন্য থাকিতে পারিলেই ভাল হইত কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া মাতার অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিয়া নবীনমাধব আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ীতে মাত্র কয়েকটি স্ত্রীলোক রহিয়াছে। এই দুঃসময়ে সকলকে শান্ত রাখিবার জন্য নবীনমাধবের স্বরপুরে যাওয়াই উচিত।

মাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে—জেল দারোগা ভিতরের ব্যাপার জানে। উড সাহেবের সঙ্গে মাজিস্ট্রেটের যে কত খাতির সে খবরও রাখে। নিতান্ত

বে-আইনিভাবে যাহাকে জেলে দেওয়া হইয়াছে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা বিচারকর্তার অভিপ্রেত নয়। উপরওয়ালার অনভিপ্রেত কাজ করিতে জেল দারোগার ভয় হয়।

চাকুরীজীবীর বিশেষতঃ সরকারী চাকুরিয়ার ইহা সনাতন দুর্বলতা। ইচ্ছা থাকিলেও, সঙ্গতবোধ করিলেও উপরওয়ালার সমর্থন পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া অনেকে অনেক ভাল কাজেও অগ্রসর হইতে পারে না।

চার দিন তিন রাত সম্পূর্ণ অনাহারে যিনি কাটাইয়াছেন তাঁহার মানসিক অশান্তি কতখানি হইয়াছে—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই নিরীহ নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কারাগারবাস কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। এই মানসিক অশান্তির জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব?—ক্ষেত্রমণি পিতামাতার এক সন্তান। তাহার সাঙ্ঘাতিক অসুস্থতার সংবাদ এই খানে দিয়া নাট্যকার পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের জন্য দর্শক ও পাঠককে প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

লেফটেনেন্ট গভর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই—এই সময়কার লেফটেনেণ্ট গভর্ণর ছিলেন স্যার জে. পি. গ্র্যাণ্ট; তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন। নীলকরগণের অত্যাচারের তদন্ত করিবার জন্য ইনি কমিশন বসাইয়াছিলেন। শুনা যায় স্বজাতীয় শোষকগণের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত অপদস্থ হইতে হইয়াছিল।

ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়—কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতের মুখে এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ৮০।৮৫ বৎসর পূর্বেও কলেজে শিক্ষকতা করা সহজ ছিল না।

শ্ববৃত্তি—কুকুরের বৃত্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া বৃদ্ধ বয়সে অর্থ উপার্জনের জন্য চাকুরী করাকেই পণ্ডিত মহাশয় শ্ববৃত্তি বলিয়াছেন।

বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করে, কালেজে যাওয়া আসা—অনতিবিলম্বেই পরপার

হইতে যাহার ডাক আসিয়া পড়িবে তাহার পক্ষে নিয়মিতভাবে কার্যক্ষেত্রে যাতায়াত করা শোভন নয়।

উহার কাছে প্রজার বিচার—ম্যাজিষ্ট্রেট যে কুঠিয়াল সাহেবের হইয়া রায় দিবে—ইহাত জানা কথা।

মশাই এট্টু জল্‌দি করে জেলে আসেন—চাপরাসি গোলোক বসুর মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসিয়াছে কিন্তু মুখে কিছু বলিতেছে না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান।
জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন

দারো। বিন্দুমাধববাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চার দিন দেরী হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দুবাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন, এ দশা দেখ্‌লে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধকর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল ? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন।

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভৎ‍র্সনা করিতেছেন—

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব ! গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে ?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইযাছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লান্‌টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুই জন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো" দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে

যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে---কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান

বিন্দুমাধব তাড়াতাড়ি চাপরাসির সহিত জেলখানায় আসিয়া দেখিল যে, তাহার পিতা উড়ানি পাক দিয়া দড়ি করিয়া উহা দ্বারা গলায় ফাঁস লাগাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পিতার মুক্তি অচিরেই হইবে এই সংবাদ দিয়া বিন্দুমাধব পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিতেছিল কিন্তু সহসা কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিল। পিতার কথা মনে করিয়া বিন্দুমাধব বালকের মত অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। দারোগা বিন্দুমাধবের হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেই

সৎকারের জন্য দেহটি লইয়া যাওয়া হইবে। ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার ও পণ্ডিত মহাশয়ও আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বিন্দুমাধবকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি বলিলেন—সবই ভগবানের ইচ্ছা কিন্তু বিন্দুমাধবের কলেজ ছাড়া হইবে না। বিন্দুমাধব জানাইল—নীলকরের দৌরাত্ম্যে তাহাদের সবই গিয়াছে—পিতার মৃত্যুতে তাহারা পথে বসিল।

ডাক্তার সাহেব ও ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার সাহেব নীলকরদের অত্যাচারের কথা বলিলেন—সাধারণ লোক নীলকরদিগকে দেখিয়া কিরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হয় সে বিষয়ে নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন।

ডাক্তার মৃতদেহটি পরীক্ষা করিলে সকলে বাঁধন খুলিয়া মৃতদেহটি লইয়া চলিয়া গেল।

শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে—নীল-দর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য লঙ সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। যে বিচারক এই বিচার করিয়াছিলেন তিনি এই অংশটির উপরই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জমাদারের উক্তিটি "foul and disgusting libel' বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। নীলকর সাহেবেরা যে জেলা-শাসকগণকে অবৈধ উপায়ে হস্তগত করিয়া নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিয়া থাকেন এইরূপ ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে। "Indian Stage" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

"The judge in his charge directed the jury about the passage that it tended to make the insinuation against the whole body of Indigo-planters that they did by such means exercise an undue influence over the Magistrates of the districts."

সরকারী রেকর্ডেও পাওয়া যায়—"The Hakims surrounded by the planters sit along with them while deciding cases and the Court is crowded with Amlas and the Mokters of the planters.'

আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্টার লইয়াছে—নীলকর মনে করিয়াছে। [নীলকর সাহেবেরা নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া যতটা বাংলা বলিতে শিখিয়াছে, ডাক্তার সাহেব ততটা এখনও শিখিতে পারেন নাই। ভাষা ও ভঙ্গীর এই সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণ দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভাষা চরিত্রের প্রকাশক এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সংলাপের ভাষা ও ভঙ্গী নাট্যকারের প্রধান সহায়।]

এই নাটকের কাহিনীতে যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে তাহার চূড়ান্ত অবস্থা বা Crises দেখিতে পাই। মিথ্যা মামলায় ফেলিয়া গোলোক বসুকে জেলে দেওয়াই চূড়ান্ত অবস্থা, তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি উহারই পরিণতি এই পরিণতি চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের সমস্ত দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন কর্য্যে ?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়্যে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে ?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায় ?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদ্‌গার পইতে কত্তি চেয়লো—যে বামুন আচে ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়্‌য়ে তোলে—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্ সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয় ? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না। যেদিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিনি গলায় দড়ির খবর শুনেলো সেই দিনই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনেলেম সউবে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া করো্য আখে, আর মা বাপেরি না খাতি দিয়ে মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখতি পাই নে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন—গোড়ার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবের কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওড়া, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কি করবো, তুমি তো খুঁচয়ে১ বিষ বাইর কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোড়ার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা করো্য মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যাঙ্গের সর্দ্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপ্পা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওড়া নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।—

গোপ। সাহেবরাই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবরা কামার আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওডা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না— তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর ছুদির হিসেবডা করো্য মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

প্রস্থান

গোপী। বোধ করি ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে তাতেও মন উঠিল না; পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমির কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল -শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

উডের প্রবেশ

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সুড়্‌কিওয়ালা জোগাড় করো্য রাখ্‌বে—আমি যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আস্তে পারবে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইযাছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্‌কেলের সুখ হইল—বাপেব ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি করবে। শালা আমার কুটির বদনাম করে্য দিযাছে। হারাম্‌জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কব্‌বো, মজুমদাবেব সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমবনগরেব মাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রাইযতের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভযও বটে—

উড। তোম্‌ ভয ভয় করকে হাম্‌কো ডেক্‌ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয়্‌ কাম ছোড়্‌ দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতাব, কাযেই ভয হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তাব পুত্র ৬ মাসেব বাকি মাহিযানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত কবিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাশ ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক্হারাম বেইমান! মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেড্‌লি কমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে ২ পাদ্‌রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—অ্যাব্যান্ট কাউয়ার্ড হেলিশ্‌ নেভ।

গোপী। (আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা, যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে এ কথা

যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ শক্তিশেলে অনাহারী প্রজা-রূপ-সুমিত্রানন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন-মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে২ উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন২ মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে

বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমায় ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদোব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স্ ব্রূট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা কুটিতে ডিস্‌পেন্‌সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বসুকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বসুকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ্ এ্ হোরস্ বিচ্। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকাসাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস ডেভিলিষ নিগার! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম্ কাওটকা মাফিক কাম্ ডেগা—

শালা কায়েত—কাল্‌কো কাম্‌ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

উড এবং উমেদারের প্রস্থান

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে২ উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে্য? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপবা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান, ডেওয়ান।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

গোপীর প্রস্থান

গোপীনাথ দেওয়ান গোলোকচন্দ্র বসুর বাড়ীর নিকটে বাস করে, এরূপ একজন গোপের সহিত কথাবার্তা বলিতেছে। গোপীনাথের মনে একটা অস্বস্তি লাগিয়া রহিয়াছে। নিরীহ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের এরূপ সর্বনাশের সহায়তা করা তাহার পক্ষে একেবারেই উচিত হয় নাই। কিন্তু নীলকরের দাসত্ব করিলে নিজের বিবেক বিসর্জন দিতে হয়। গোপীনাথ গোপের মুখে গোলোক বসুর বাড়ীর সমস্ত খবর শুনিল। নবীনের শিরঃপীড়া ও নবীনের মাতার বৈধব্য দশা মনে করিয়া গোপীনাথের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হইল। কিন্তু সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নবীনমাধবকে রক্ষা করা তাহার সাধ্য কোথায়? এত করিয়াও সাহেব সন্তুষ্ট হয় নাই—বোসেদের পুকুরের পাড়ে নীল বুনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

পিতৃদায়ে ব্যতিব্যস্ত শোকার্ত নবীনমাধবের উপর বাড়ী চড়াও হইয়া পুনরায় অত্যাচার করা এবং এই অবস্থায়ও তাহাকে নীল বুনিতে বাধ্য করার যে মতলব সাহেব আঁটিয়াছে তাহা গোপীনাথ সম্পূর্ণ সমর্থন করিল না। সে

উড সাহেবকে বলিল যে, পিতার এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে নবীনমাধব জব্দ ও কাতর হইয়াছে। লাঠিয়াল, সড়কীওয়ালা লইয়া তাহার বাড়ী চড়াও হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু উড সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহে। নবীনমাধব নীলের কুঠির বদনাম প্রচার করিতেছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। গোপীনাথ উড সাহেবকে সাবধান করিয়া দিতে চাহিল—যিনি নূতন হাকিম নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি প্রজাদের পক্ষে এবং স্বচক্ষে তদন্ত না করিয়া কোনও মামলায় রায় দেন না। উড সাহেব এই কথা শুনিয়া রাগিয়া আগুন; দেওয়ানকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বলিল। কুঠীর কর্মচারীরা প্রজার উপর উৎপীড়ন করিয়া টাকা আদায় করে এই জন্যই নীলকুঠীর এত বদনাম হইয়াছে। গোপীনাথ সাহেবকে দেশীয় মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য বলিতেই সাহেব চটিয়া উঠিল। মহাজনেরা খাতকের সারা বৎসরের আহার যোগায়, অন্যান্য খরচপত্র যাহা লাগে তাহাও দেয়—তারপর বৎসরের শেষে যখন ফসল ওঠে তখন ধান, তিল, তামাক প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া খাতক মহাজনের সমস্ত টাকা সুদ সহিত শোধ করিয়া দেয়। মহাজনেরা খাতকের উপর কোন উৎপীড়ন করে না, তবে খাতক উপযুক্ত সময়ে ফসল বুনে কি না ইহা তদারক করিবার জন্য মাঝে মাঝে কৃষকের জমিতে যায়। উড সাহেবের রাগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু গোপীনাথও আজ সাহস সঞ্চয় করিয়া সমস্ত কথা বলিতে প্রস্তুত। তাহাকে লাথি, ঘুসি, কিল, আর গালাগালি নিত্য হজম করিতে হয়। জেলে যাইবার জন্য কর্মচারিদিগকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। জেলে গেলে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বকেয়া বেতন কুঠি হইতে পাওয়া যায় না। নবীন বোসের সঙ্গে এই মোকদ্দমার সম্পর্কে পরামর্শ করিলে ভাল হয়। এই শেষ কথায় উড সাহেব রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া গোপীনাথকে পদাঘাত করিতে লাগিল।

গোপীনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল। বাস্তবিকই সাতশত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়।

তেলপলাড়া—তেল তুলিবার লোহার চামচের মত পাত্র।

ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পচ্চিমি—গয়লার মুখের কথাগুলি কি গভীর বাস্তবতার রসে পূর্ণ। মনে হয় ইহা যেন নাটকীয় সংলাপ নয়, জীবন্ত একটি গ্রাম্য নিরক্ষর গোপকে জীবন্ত তুলিয়া আনা হইয়াছে। নাটকের কাজ illusion of reality সৃষ্টি করা। এই ভাবেই illusion সৃষ্টি হয়। সংলাপটি থিয়েটারী ভঙ্গীতে হইলেই জীবনরসবর্জিত হইয়া কৃত্রিম হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে illusion নষ্ট হইয়া যায়।

যে বামুন আচে ইনির খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়ষে তোলে—বিন্দুমাধবের শ্বশুরবাড়ী কোন গ্রামে তাহার প্রথম পরিচয় গোপসন্তানটি দিয়াছে যে তাহা কলিকাতার পশ্চিমে। কিন্তু কলিকাতার পশ্চিমে তো কত গ্রামই আছে। কিন্তু এই গ্রামের বিশেষ পরিচয় যে, এই গ্রামে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণের একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল। কায়স্থের উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধে গোপের প্রধান আপত্তি শাস্ত্রীয় নয়, মৌলিক। ব্রাহ্মণের সংখ্যা এমনই এত অধিক যে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান যায় না, এ অবস্থায় আবার ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ কি?

ছোট বাবুর হাকাপড়া দেখে চাসার্গা মান্‌লে না—ছোটবাবু পড়া-শুনায় ভাল বলিয়া নিতান্ত পণ্ডগ্রামে, সহর হইতে অনেক দূরে—যেখানে লোকে চাষ-আবাদ করিয়া খায় সেই গ্রামে মেয়ের বিবাহ দিতে আপত্তি করে নাই।

প্রত্যাই—প্রত্যহই, রোজই। আষ্ট—রাষ্ট্র ও প্রচারিত।

এড়া কেবল গুজোর কথা—সহরে প্রতিপালিত মেয়েরা যে শ্বশুর-শাশুড়ীকে যত্ন করে না এবং স্বামীকে আজ্ঞাবহ ভেড়া করিয়া রাখে ইহা সত্য নয়। কারণ সহুরে মেয়ে যে আদর্শ বধূ হইতে পারে তাহা বিন্দুমাধবের স্ত্রীকে দেখিয়াই প্রমাণিত হয়।

তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন—বসু বাড়ীর গৃহিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন কিন্তু নীলকরের অত্যাচারে অন্ন শেষ হইয়াছে, এখন

আর তিনি অন্নপূর্ণা কি করিয়া হইবেন। গোপের কথার মধ্যে বেশ হুল আছে কিন্তু বলিবার ভঙ্গীটি এত নির্দোষ ও হাস্যোদ্রেককর যে উহা আঘাত করে না।

ব্যঙ্গের সর্দ্দি—ব্যাঙের সর্দি। ব্যাঙ সর্বদা জলে থাকে, তাহার সর্দি লাগা যেমন অসম্ভব ব্যাপার তেমনি অত্যাচারী কুঠিয়াল সাহেবের দেওয়ানজীর লোকের দুঃখে বেদনাবোধ, অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ভেমো—বোকা, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন।

আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়—দেওয়ানের ভয় হইয়াছে নবীনবাবুর বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশ গ্রহণ করিলে মামলা হইবে। সেই মামলায় তাহাকেই হাঙ্গামা করিবার অপরাধে প্রধান আসামী হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার জেল হওয়াও আশ্চর্য নয়। এইরূপ মামলায় অভিযুক্ত হইয়াই পুরাতন দেওয়ান জেলে গিয়াছে।

মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন—নূতন হাকিম স্বচক্ষে হাল-চাল দেখিয়া, সরজমিনে তদন্ত করিয়া মামলার রায় দেন। এই অবস্থায় প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চাপা থাকিবে না ইহাই গোপীনাথের বক্তব্য। গোপীনাথ প্রাণপণে উড সাহেবকে নিরস্ত করিতে চাহিতেছে।

চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?—পুরাতন দেওয়ান জেলে গিয়াছে। নীলকরদের কার্যসাধনের জন্যই সে জেলে গেল। অথচ তাহার বকেয়া বেতন তাহার ছেলেকে দেওয়া হইল না। অজুহাত দেওয়া হইল, হিসাব পরিষ্কার না হইলে টাকা দেওয়া যায় না। গোপীনাথের নিকট ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবিচার বলিয়া মনে হইয়াছে এবং এই কথা সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিতে সে ভয় পাইতেছে না। এইখানে আমরা দেখিতেছি যে, গোপীনাথ যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া সাহেবকে সর্বপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ডেড্‌লি কমিসন—নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার দমন করিবার জন্য স্যার জে. পি. গ্র্যান্ট তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। ডেড্‌লি—ভয়ঙ্কর।

ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই—একজন বেকার লোক কুঠিতে চাকরী পাইবার আশায় বড় সাহেবের কাছে আসিয়া পড়ে। সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিয়া খোসামোদ আরম্ভ করে। দেওয়ানজী তাহাকে বলিতেছে, খোসামুদি করিয়া লাভ নাই কারণ এখন তাহাকে দেওয়ার মত কোন চাকরী নেই।

ছাড়ন্তে শনি ধরিয়াছে—শনিগ্রহ দশার শেষ সময় ফল দেয়। উড সাহেব দেওয়ানজীর ক্রমবর্দ্ধমান সাহস দেখিয়া তাহাকে শাসাইতেছে। তাহার সর্বনাশ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

সাতশত শকুনি মরিয়া—শকুনি পাহাড় ঝাপট দিয়া সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে। ঢিল, লাঠি এমন কি বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত সহসা তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। দেওয়ানজী নিজের সহ্যশক্তির গৌরব করিয়া এই উপমা দিয়াছে। কিন্তু নীলকরের দেওয়ানের অসাধারণ সহ্যশক্তি কেবল একটি শকুনির সহিত তুলনীয় নয়, উহা সাতশত শকুনির সহনশীলতার সহিত তুলিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

আদুরী বিছানা করিতে২ ক্রন্দন

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন কর্য্যেও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধর্য্যে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্-তলায় আঁচড়া পিচড়ি করে কাঁন্তে নেগেচেন, কোলে কর্য্যে যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আহুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

মুর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায় ?

আহুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়ুয়্যে দেখ্‌তি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন নে পেল্‌য়্যে গ্যালেন মোরা ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে ? তোমরা এট্টু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

আহুরীর প্রস্থান

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন ?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা

বলিলেন "যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না" বড়বাবু বলিলেন "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে২ সাহেবকে বলিলেন "হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইযা কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ। নারায়ণ। (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অম্‌নি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সুড়কীওয়ালা, বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদ্দা হইতে বাঁচাইয়াছেন,

বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল, বড়সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুব মস্তক ফাটিয়া গেল, এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে্য বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্ জানি কি ধরা পাকড়া করে্য নে যাবে" মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোষা, মারামারি হবে জানলি মুই কি লুক্‌য়ে থাকি। এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচ্‌য়ে আন্‌তি পাত্তাম, আর তুই সমন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং॥"

বড় বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বস্‌স্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটেখেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাকটা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি ছাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন) বড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন, সমিন্দির বাণ ছুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুকুয়ে থাকি, নাত কল্যে পেল্‌য়ে যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়ে দেবে।

নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (সজলনয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি

আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল ? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি

আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়া
এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ

ভয় নাই জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায় —উহুহু !

মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

সৈরি। (রোদন করিতে২) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভরে্য দর্শন করি (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

প্রস্থান

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আনতে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি ? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

প্রস্থান

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-

পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে (রোদন করিতে২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে কর্যে ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

ভূতলে পতন

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তর আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তর আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আল্‌পানায় হস্ত রাখিয়া বল্যেছিলাম, যেন রামের মত

পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, সেজো ঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী অবিরল অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্ আলোকরা শ্বশুর; শারদকৌমুদী-বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো। সকলি মিলেছে কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাকতো তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী

তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথ-বন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি এ কি সর্ব্বনাশ।
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্-বান্ধব কর বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥

(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)

পরিহরি পরিজন পরমেশ পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখন ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা, ঠাকুরুণ সরলতাকে এম্নি ভালবাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ, একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি, কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বল্‌বেন।

গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে২

সাবি। প্রসব বেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি মুখ দেখে সব দুঃখ গেল (রোদন করিতে২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটি লেখে কত্তারে না মার্‌তো, তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন (হাত তালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার নাম কর্ব্যে খোকার মুখে একবার চুমো খাই (নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরি। মা আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখ্‌তে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুটবে, আহা হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজতো (ক্রন্দন)।

সৈরি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন?

সর। দিদি জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে, এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না।

চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া

তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাকুরুণ আর একখান চিটি লিখে যমের

বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলেচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁযে ফেল্লি (হস্ত ছাড়ায়ন)।

সর। মা গো, আমি তোমাব মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পাবি নে (সাবিত্রীব পদদ্বয় ধাবণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন) মা আমি তোমাব পাদপদ্মে প্রাণ ত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হযেচে, গস্তানি বিটি মরে গিযেচে, কত্তা আমাব স্বর্গে গিয়েচেন তুই আবাগী নবকে যাবি (হাস্য কবিতে২ কবতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান কবিযা) আহা। আহা। সবলতা আমাব অতি সুশীলা, আমাব শাশুড়ীব সাত আদরের বউ, জননীব মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতব হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাইবউ ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই (দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)।

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বল্যে থাক ছোটবউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোটবউবি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাঁগা মা তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস্ তোরে জলপান দেব।

খুড়ি। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জানলে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যেছিলেন, বউমার ছেলে হোলে "নবীন-মাধব" নাম রাখবো, আমি খোকা পেয়েচি ঐ নাম রাখবো, কত্তা বলতেন কবে খোকা হবে "নবীনমাধব" বল্যে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাকতেন আজ সে সাধ পুর্‌তো।

নেপথ্যে শব্দ

ঐ বাজ্‌না এযেচে (হাততালি)।

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ওঘরে যাও।

কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ
সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী
অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্ বাড়ী রেখে এলে।

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ বড় হালদারেরে বল্‌চেন "মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদার্ণিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরুণ হস্ত দেন (হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর ব্যাটা কুটির নোক, তা নইলে ভাল মান্‌ষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন, (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখানা চেলির শাড়ী দেব।

প্রস্থান

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তর ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল ; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।—

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

চার জন জ্ঞাতির প্রবেশ

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব। অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত! রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার্২ করিতেছে, এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব২ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিণ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে,
এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈবিন্ধ্রীর
উপবেশন। যবনিকা পতন।

উড সাহেব সড়কিওয়ালা, জমাদার, ঢালী প্রভৃতি লইয়া নবীনমাধবের বাড়ীর দিকে আসিলে নবীনমাধব পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত কাহারও সহিত বিবাদ করা উচিত নয় এই মনে করিয়া সাহেবকে নিয়মভঙ্গের দিন পর্যন্ত পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বপন করা রহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার জন্য তিনি ৫০ টাকা সেলামী দিতে চাহিলেন। উড সাহেব অশ্রাব্য ভাষায় নবীনমাধবকে গালি দিল এবং নবীনমাধবের হাঁটুতে তাহার জুতা দিয়া আঘাত করিল। নবীনমাধব এই অবস্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া বড় সাহেবের বুকে পদাঘাত করিলেন। ঢালী, জমাদার ও সড়কীওয়ালারা দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা নবীনমাধবকে ঘেরাও করিল কিন্তু তাহারা নবীনমাধবের গায়ে হাত তুলিতে কেহ অগ্রসর

হইল না। বড়সাহেব চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, উঠিয়া জমাদারের হাতের লাঠি লইয়া নবীনমাধবের মাথায় মারিল। নবীনমাধব চেতনা হারাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তোরাপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছিল। বড়বাবু পড়িয়া যাইতেই সে বন্য মহিষের ন্যায় গোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বড়বাবুকে তুলিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান করিল। সাধুচরণ পুরোহিতকে এইভাবে ঘটনার বিবরণ দিল। ছোটসাহেব বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারিয়াছিল। তোরাপ হাত দিয়া বাধা দেয়। তোরাপের বাঁ হাতখানি কাটিয়া যায়। তোরাপ আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বড়সাহেবের নাক কামড়াইয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। তোরাপের পক্ষে এখন আর প্রকাশ্যভাবে এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ বড়সাহেব নাকের জ্বালা সহসা ভুলিতে পারিবে না। তোরাপ গা ঢাকা দিল।

বাড়ীর মেয়েরা এতক্ষণ কি হয় না হয় দেখিবার জন্য পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ীর ভিতরে আসিয়া নবীনমাধবের রক্তাক্ত অচেতন দেহ দেখিবামাত্র সাবিত্রী আর্তনাদ করিয়া চেতনা হারাইয়া ফেলিলেন। বড়বৌ ও ছোটবৌ আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। সৈরিন্ধ্রীর পিতা নীলকরদের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। মাতাও শোকাতুরা হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। স্বামীকে পাইয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ও জায়ের অতুলনীয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া সৈরিন্ধ্রী পূর্বের শোক ভুলিয়াছিল কিন্তু এখন সমস্ত শোক যেন নূতন করিয়া দেখা দিল।

কিছুক্ষণ অচেতন হইয়া থাকিয়া সাবিত্রী যখন সংজ্ঞালাভ করিলেন, তখন তাঁহার উন্মত্ততা দেখা গেল। এই উন্মত্ততার ঝোঁকে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, এইমাত্র তিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। পুত্রের মুখ দেখিয়া তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী ও সরলতাকে তিনি চিনিতে পারিতেছেন না। সরলতার উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা হইল। তিনি তাহাকে সাহেবের বিবি বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজ আসিলে তাঁহাকে মনে করিলেন

ছেলে হইয়াছে বলিয়া বাজনা বাজাইতে আসিয়াছে কিন্তু ঢোল আনে নাই। জ্ঞাতিরা আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। নবীনমাধবের এই অবস্থার কথা শুনিয়া দুইশত রায়ত উত্তেজিত হইয়া মারমার করিতেছে। সাধুচরণ তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিয়াছে। কবিরাজ রোগীর গৃহে যাহাতে অধিক গোল না হয় এই উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আদুরী নবীনমাধবের বিছানা করিতেছে আর কাঁদিতেছে। তাহার অসংলগ্ন এলোমেলো কথা আর নাই। নিদারুণ দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া বসুগৃহের এই প্রাচীনা পরিচারিকা যে মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছে তাহারই প্রকাশ এই দৃশ্যের শেষাংশে হইয়াছে।

কেবল ধুক ধুক করিতে লেগেচে—নবীনমাধব অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। আঘাত সাংঘাতিক। কিন্তু প্রাণ এখনও বাহির হয় নাই।

কুটির ব্যাপিয়ে গায়েচে ভাব—বাড়ির সকলে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছে নবীনমাধবকে ধরিয়া নীলকুঠিতে লইয়া গিয়াছে। এই ভেবে কাঁদিয়া মেয়েরা অধীর হইয়া কাঁদিতেছিল। কিন্তু আহত অচেতন নবীনমাধবকে যে বাড়ীতে আনা হইয়াছে এ খবর তাহারা রাখে নাই।

আচ ডাঁশি চাড়—মুক্ত হইবার মত নয় বলে ও মাটি ও চড়ানকে আচড়া-পিচলা বলে। এখানে নবীনের ব্যাকুলতা ও অধীরতা এবং নিজেদের অসহায় অবস্থা—এই কথাটির দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

হবা ছুন দেখ ঠাকুরুণ কি হচে ম—আদুরী এই বাড়ীর বহুকালের ঝি। এই সাংঘাতিক ঘটনার যে কেমন ভীষণ প্রতিক্রিয়া সাবিত্রীর উপর হইবে তাহা সে পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছে।

হা বিধাতঃ। এমন লোক কত নিপাত করিলে—ইহা ভগবানের ন্যায়-বিচারের উপর বক্তার অভিমান। সচ্চরিত্র পরোপকারী, যিনি বাঁচিয়া থাকিলে দশজনের মুখে অন্নগ্রাস উঠিবে তাঁহার এই অবস্থাপ্রাপ্তিতে পুরোহিত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই আঘাত সামলাইয়া বড়বাবু আর উঠিতে পারিবেন না।

বেনার বোঝার ন্যায়—উলুখড় বা ঘাসের বোঝা যেমন পড়িয়া যায় বড়বাবুর পদাঘাতে সাহেবও সেইরূপ পড়িয়া গেল।

বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল—কুঠির দুর্দান্ত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা যাহাদের অকরণীয় কোন কাজ নাই তাহারাও নবীনবাবুকে মারিতে কেহ অগ্রসর হইল না। ইহারা পূর্বে বড়বাবুর নিকট উপকার পাইয়াছিল।

মান্দা—মোকদ্দমা।

গোল ভেদ করে্য—নবীনমাধবকে কুঠির লোকেরা গোলাকারে বেষ্টন করিয়াছিল তাহা ভেদ করিয়া।

মারামারি হবে জানলি মুই কি লুকিয়ে থাকি—তোরাপ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে যে, বড়বাবুর কথা শুনিয়া তফাতে যাওয়াই তাহার অন্যায় হইয়াছিল। কিন্তু যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত যে মারামারি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তবে সে ঐ সময় ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত থাকিত না।

বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না—কপালে করাঘাত করিয়া তোরাপ এই যে আক্ষেপ করিতেছে—এতবার উপকার পাইয়াও একবার প্রত্যুপকার করিতে পারিল না এই দুঃখ যে তাহার দূর হইবার নয়—এই উক্তি প্রভুভক্ত সরলপ্রাণ দুর্দান্ত সাহসী গ্রাম্য কৃষকের চরিত্রের বীরত্বের অন্তরালে অন্তরের সরল মাধুর্যটুকু প্রকাশ করিতেছে।

নাকটা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি—বড়সাহেবের নাকের কথা উঠাতে তোরাপের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গী দেখা যাইতেছে।

সচেতনভাবে দর্শক হাসাইবার জন্য নাট্যকার তোরাপের মুখে এই কথা দেন নাই। তোরাপের গ্রাম্য কথাবার্তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটা কৌতুক-প্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়। চরিত্রের অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে অবস্থাবিশেষে এমন কথা বাহির হয় যাহাতে চরিত্রটির ভিতর-বাহির ফুটিয়া উঠে।

খোদার জীব পরাণে মারতাম না—নাকটি তোরাপ দাঁত দিয়া কাটিয়া আনিয়াছে। এখন দুঃখ হইতেছে, বড়বাবু যদি পড়িয়া না যাইতেন অর্থাৎ বড়বাবুকে যদি ধরিয়া আনিতে না হইত তবে সাহেবের কান দুইটিও নাকের সঙ্গে ছিঁড়িয়া আনা হইত। নাক ও কান দুইটি কাটিলেই সাহেবের উপযুক্ত শাস্তি হইত। অনর্থক প্রাণিহত্যায় তোরাপের রুচি নাই।

বড়সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে—পুরোহিত গুরুগম্ভীর ভাষায় স্পর্পণখার সহিত বড়সাহেবের তুলনা করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছেন। পুরোহিত সেই কৌতুকের খোরাক দিতেছেন—তিনিও তোরাপের মত সচেতন নহেন।

সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেটুয়ে দেবে—প্রবলপ্রতাপান্বিত বড়সাহেবের নাক কাটা গিয়াছে—এই দুর্ঘটনা যে গ্রামে ঘটিয়াছে সেই গ্রামের উপর অবিলম্বেই অত্যাচারের বন্যা নামিয়া আসিবে। তোরাপ ইহা ভালভাবেই জানে। সেইজন্য প্রকাশ্যে না থাকিয়া কাছাকাছি ধানের গোলার নিকট থাকিবে।

সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামীহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব—সৈরিন্ধ্রীর পিতামাতা পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিল। সৈরিন্ধ্রী মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়। এখন পতি যদি প্রাণত্যাগ করেন তবে সর্বসহায়হীন হইয়া সৈরিন্ধ্রী পুনরায় পথের ভিখারিণী হইবে। স্বামীকে সর্বাচ্ছাদক বলিবার তাৎপর্য এই যে, স্বামী আচ্ছাদন করিয়া বিপদ-আপদ সকল অবস্থায় স্ত্রীকে রক্ষা করে।

সেঁজোতির ব্রত—অবিবাহিতা মেয়েরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া মনোমত পতি কামনায় এই ব্রত পালন করিয়া থাকে। 'সন্ধ্যাবাতি' হইতে 'সেঁজুতি' বা 'সেঁজোতি' কথাটি আসিয়াছে।

কার্তিকমাসের সংক্রান্তি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে এই ব্রত করিতে হয়। চার বৎসরের পর এ ব্রত উদ্‌যাপন হয়।

ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন—সংজ্ঞালাভের সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে এবং চেতনা লাভ করিয়া ছোটবৌকে দেখিয়াই তাহার উপর বিরূপ হইয়াছেন।

যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি—উন্মাদিনীর উন্মত্ততার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা থাকে। মরণোন্মুখ নবীনমাধবের শায়িত দেহ দেখিয়া সাবিত্রী মনে করিতেছেন যে, এ তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত পুত্র।

বিবি যদি যমকে চিটি লেখে কর্ত্তারে না মার্ত্তো—সরলতার প্রতি উল্লেখ। সরলতার প্রতি সাবিত্রীর বিরূপতার প্রধান কারণ যে, সরলতাই চিঠি লিখিয়া কর্তার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

দাইবউ—ছোটবউ যেন সাবিত্রীর কাছে ম্লেচ্ছবিবি। বড়বউ তেমনি দাইবউ। আটকৌড়ের দিন—সন্তান জন্মের অষ্টম দিবসে যে উৎসব বা অনুষ্ঠান হয় সেই দিন। সন্তান জন্মগ্রহণের পর জাতকের মঙ্গলকামনায় অষ্টম দিবসে যে শুভ অনুষ্ঠান হয় তাহাকেই আটকৌড়ে বলে। উক্ত শুভ অনুষ্ঠানে আট রকম ভাজা কলাই আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করিতে হয়। সচরাচর যে যে কলাই এ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় তাহাদের নাম—মটর, বরবটি, ছোলা, মুগ, মসুর, বীরি, হুলহুলে ও মাস

সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসম্মত—শোকের উপর আকস্মিক মানসিক আঘাতে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া অর্থাৎ পাগল হইয়া যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। বরং এ অবস্থায় উন্মত্ততার সম্ভাব্যতা চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত। আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের যে অংশে রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করা হয় তাহার নাম নিদান।

একটু পন্থা পাইলেই—একটু সুযোগ বা ছিদ্র পাইলেই।

সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে—আর একবার গ্রামের উপর অত্যাচার করিয়া বড়সাহেব নাকের শোধ তুলিবে। একটা সুযোগ বা ছিদ্র পাইলে হয়।

ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—রোগের বাড়াবাড়ি হইবার কারণ। ব্যাধি+আধিক্য =ব্যাধ্যাধিক্য। শব্দটি অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইলেও বৈয়াকরণ মুখে বা সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে 'দুঃশ্রবত্ব' দোষ না হইয়া গুণ হইয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও, মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্ছো মা। বিছানা ঝেড়্যে দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোটুচে, মরি গ্যালাম, মা রে মলাম রে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে২ ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি, মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে) জননী আমার, দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন সেমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁকৃতির মালা দিতে হবে—আহা হা ! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে,

কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়ে অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেথ দেথ মার চকির মণি কনে গ্যাল ।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি, ভাল করে্য চেয়ে দেখ্‌না মা ।

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল, মা ! বাবা ! আ ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্‌ নে, টাল্‌ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা ! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করে্য, বাপো ! বাপো ! বাপো !

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা ! হা ! দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। (ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে।) আহা হা ! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গ্যা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ্‌ হু—হু—হু—

রেবতী। (নবীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি ! মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে)

সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন

সাধু। চুপ কর্, এখন কাঁদিস্ নে, টাল্ যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি ? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল ?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু কর্যে বিছানা কর্যে দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্ কচ্চেন—আর একটু ভাল অযুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো ! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

রাইচরণের প্রস্থান

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি চেতন আছেন, তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে কর্‌য়ে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেক্‌তি আস্‌বেন, মোর কপাল হতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের এক শত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদ্‌রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইযা থাবি খাওযাও সহ্য করিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর

অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তরবাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দুবাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না" দুঃশাসন ডাক্তর হল্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুই বার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্ম্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তরবাবুকে সঙ্গে করে্য ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম করে্য ডাক্তরবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তর হল্যে হাত না ধরে্য বল্‌তো বাঁচ্‌বে না, আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ

জল অধিক দিও না। এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিযেলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপ্‌ড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিযে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু খল আনয়ন কর আমি ঔষধ বাহিব কবি।

ঔষধেব ডিপা খুলন

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি ; রাইচরণ এদিকে আয।

রেবতী। ও মা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন করো. বাপো. বাপো, —ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি. মা —আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো. বাপো (ক্রন্দন)।

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধব্ ধর্।

সাধুচরণ ও রাইচবণ দ্বাবা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিবে লইযা যাওন

রেবতী। (মুই সোনার নক্কি ভেসৃয়ে দিতি পারবো না মা রে. মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো, হো, হো।)

পাছা চাপড়াইতেং ক্ষেত্রমণিব পশ্চাৎ ধাবন

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

প্রস্থান

ছোটসাহেব ক্ষেত্রমণির অবাধ্যতায় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পেটে ঘুসি মারিয়াছিল। ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত হইয়া গেল, সে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। ঘোর বিকারের অবস্থায় সে ছটফট করিতেছে এবং আবোল-তাবোল বকিতেছে। তাহার শয্যাকণ্টকী হইয়াছে। বিছানায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে পারিতেছে না। সর্বাঙ্গে কাঁটা ফোটার মত অসহ্য যন্ত্রণা। মেয়ের একদিকে সাধুচরণ, অপরদিকে রেবতী বসিয়া মেয়েকে সান্ত্বনা দিতেছে ও পরিচর্যা করিতেছে। উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছে ক্ষেত্রমণির শেষ সময় ঘনাইয়া আসিতেছে।

সাধুচরণ মেয়ের জন্য ইন্দ্রাবাদ হইতে বেদানা আনিয়াছে, তাহার জন্য চুড়ির শাড়ী আনিয়াছে। কিন্তু কে বেদানা খাইবে, কে আর শাড়ী পরিবে? মা কাঁদিয়া বলিতেছে মেয়ের কত সাধ ছিল। কিন্তু কোনও সাধই পূর্ণ হইল না। অস্তিমকাল যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল ক্ষেত্রমণির অঙ্গের উজ্জ্বলবর্ণ ততই কালো হইতে লাগিল—চোখের তারা ক্রমশঃ ছোট হইতে লাগিল। রেবতী মেয়েকে কোলে তুলিতে গেলে সাধুচরণ তাহাকে বারণ করিল। রেবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল বড়সাহেব বড়বাবুকে খাইয়াছে ও ছোটসাহেব ক্ষেত্রমণিকে খাইয়াছে। ক্ষেত্রমণির অবস্থা আরও খারাপ হইল।

রাইচরণ কবিরাজকে লইয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজের দেওয়া ঔষধ যাহা পূর্বে খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা বমি হইয়া গিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শেষ সময় উপস্থিত তবু কবিরাজ পূর্ণমাত্রায় সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

বসুগৃহে নবীনমাধব অজ্ঞান ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া আছেন। কখন যে প্রাণটুকু বাহির হইবে তাহা বলা যায় না। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিকিয়া যাইতে পারেন। বিন্দুমাধব ডাক্তার লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু তিনিও চিকিৎসার অতীত বলিয়াছেন। ডাক্তারবাবু ক্ষেত্রমণিকেও দেখিয়া গিয়াছেন কিন্তু কিছুমাত্র ভরসা দিতে পারেন নাই।

রাইচরণ পাথরের বাটীতে করিয়া আতপ চাল ধুইয়া আনিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ বাহির করিতেছেন এমন সময় ক্ষেত্রমণির অঙ্গ স্থির হইল, চক্ষু স্থির হইল—একেবারে চরম কাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

রেবতী আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শয্যাকণ্টকি—যে রোগে শয্যা কণ্টকের ন্যায় বোধ হয়। রোগী মুহূর্তমাত্র বিছানায় স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। মনে হয় সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা ফুটিতেছে। এই অবস্থা মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ।

বিছেনা ঝেড়ে পাত—ক্ষেত্র মনে করিতেছে যে, বিছানায় বুঝি কিছু আছে, উহাই তাহার অস্বস্তির কারণ। বিছানা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া দিলেই বুঝি একটু আরাম হইবে।

স্যাঁকুলির—শিয়াকুল বা শেয়াকুল এক প্রকার কাঁটাযুক্ত লতা। সংস্কৃত—'শৃগাল কোলি' হইতে জাত তদ্ভব শব্দ।

বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে—ক্ষেত্র মনে করিতেছে পাশ ফিরিয়া শুইলে বোধ হয় একটু আরাম হইবে।

চুন্থরি শাড়ী—রঙীন শাড়ী। 'চুন্থরি' হিন্দী শব্দ।

সেমোন্‌তোনের সময়—সীমন্তোন্নয়ন ; গর্ভের যুগ্মমাসে অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, ও অষ্টম মাসে গর্ভবতী নারীর সংস্কার।

টাল্ খাবে—মাথা ঘুরিবে।

নমীর আৎ—নবমীর রাত্রি। নবমীর রাত্রি প্রভাত হইলে দশমীতে মা দুর্গা পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া যাত্রা করেন। আসন্ন কন্যাবিরহের শোকে রেবতীর মায়ের মন মাতৃহৃদয়ের এই চিরন্তন বেদনার কথা স্মরণ করিয়াছে।

সোনার পিত্তিমে জলে যায়—কন্যাকে বিসর্জন দিতে হয়। কন্যা মায়ের নিকট 'সোনার প্রতিমা', ক্ষেত্রমণির পক্ষে এ নাম আরও সার্থক।

ই কত্তি নিয়ে এইলে—ক্ষেত্র বাপমায়ের একমাত্র সন্তান। বড় আহ্লাদ করিয়া মেয়েকে শ্বশুরবাড়া হইতে লইয়া আসিয়াছে—তাহারা দৌহিত্রের মুখ

দেখিয়া ধন্য হইবে, কিন্তু আনন্দের পরিবর্তে একি চরম সর্বনাশের সম্মুখে তাহারা উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্যই কি মেয়েকে পিত্রালয়ে আনা হইল! এই কথা বলিতে বলিতে রেবতী ধৈর্যহারা হইয়া সাধুর কণ্ঠলগ্ন হইয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বোধ হইতেছে চরমকালের পূর্বলক্ষণ—সাধু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য রক্ষা করিযাছে, গুরুতর বিপদপাতেও কাতর হয় নাই।

স্থচিকাভরণ—কবিরাজী ঔষধ। ইহাতে সর্পবিস থাকে। অনেক সময় মুমূর্ষু রোগী এই ঔষধে জীবন ফিরিয়া পায়।

নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন—বড় রকমের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে হইলে অধিক পরিমাণে মূল্য দিতে হয়। নবীনমাধবের জীবন দান এই অত্যাচারের নিবারণ কল্পে আহুতি। সাধুচরণ নবীনমাধবের মৃত্যুকে জীবন উৎসর্গ বলিয়াছে, নাট্যকারও তাহাই মনে করেন এবং দর্শকগণও এই ব্যাখ্যাই করিতে চায।

কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে—নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার হইতে যে কমিশন বসিয়াছে তাহার ফলে প্রজার উপকার হইবে। তাহারা হয়ত চিরকালের জন্য নীলকুঠির উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইবে এই বিশ্বাস সাধুচরণের আছে।

কিন্তু তাহাতে ফল কি?—নবীনমাধবের মতন পরোপকারী পুরুষসিংহের জীবনের বিনিময়ে যত উপকারই হউক নবীনমাধবকে যে জীবন দিতে হইয়াছে ইহা সাধুচরণ ভুলিতে পারিতেছে না।

সান্নিপাতিক—শরীরের বায়ু, পিত্ত, কফ একসঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইযা উঠিলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে ইহাকে সান্নিপাতিক বলা হয়।

পতিশোকে ব্যাকুলা—কিন্তু পতির সদ্গতির উপায়ানুরক্তা—সৈরিন্ধ্রীর দুঃখের সীমা নাই। কিন্তু এত বড় বিপদেও স্বামীর যাহাতে সদ্গতি হয় তাহার জন্য কর্তব্য পালনে সে ধৈর্যহারা হয় নাই। বিপিনকে পাঠশালা হইতে

ডাকিযা আনিয়া তাহাব হাত দিয়া স্বামীর মুখে গঙ্গাজল দেওয়া তাহার ধৈর্য ও কর্তব্যপরায়ণতাব নিদর্শন।

হাত দুটো দড়ি দিযে বেঁদে এখেচে—সাক্ষাৎ ভগবতীব মত বসুগৃহিণীকে তাঁহার উন্মত্ততাব জন্য এবং হাত দিয়া নিজেব শবীবে আঘাত কবেন এই জন্য তাঁহার হাত দুটি যে বাঁধিয়া বাখা হইয়াছে তাহা রেবতী সহ্য কবিতে পাবিতেছে না।

সাহেবেব সঙ্গি থাকা যে মোব ছিল ভাল মা বে—বেবতীর এই আর্তনাদে মাতৃহৃদযেব সমস্ত ব্যথা বেদনা যেন নিংড়াইয়া বাহিব হইযাছে। চোখেব উপর সোনাব লক্ষ্মীকে বিদায দিতে মায়েব মনে চবম শোকেব মুহূর্তে যে কথা বাহিব হইযাছে—তাহাব তাৎপর্য এই, যে-কোন অবস্থাই হউক্ এই অকাল মৃত্যুব চেযে কোন কিছুই অধিক করুণ ও বীভৎস হইত না। ক্ষেত্র যাহাই করুক ও যেভাবেই থাকুক তাহাব একমাত্র সন্তান যে বাঁচিযা আছে ইহাই হয়ত মাযেব কাছে বড় সান্ত্বনা হইত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুব বাটীব দবদালান

নবীনমাধবেব মৃত শবীব ক্রোড়ে কবিযা সাবিত্রী আসীনা

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়—গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কামড়ে করেচে কি? গরমি হয় বল্যে কি করবো, আর মশারি না খাটয়্যে শোব না। (বক্ষঃস্থলে

হস্তামর্ষণ) মর্য়্যে যাই মার প্রাণে কি সয়, ছার্‌পোকায় এম্‌নি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ করো্যে দেয় না ; গোপালেরে শোয়াই কেমন করো্যে। আমার কি আর কেউ আছে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে করো্যে কাঁদিতেছে, হা পোড়াকপালি ! (নবীনের মুখাবলোকন করো্যে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি আমি কাঁদিতেছি না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার মাই খাও —গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম তবু কর্ত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান করো্যে দিয়ে আবার যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়ো্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না — চীৎকার করো্যে কাঁদিতে লাগ্‌লাম তবু আমারে শাকা পর্‌য়্যে দিলে— প্রদীপে পুড়্‌য়ে ফেলিচি তবু আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়ো্যে গহনা পরা সাজেও না সয়ও না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাকাপরা যে ঘুচ্‌য়েচে তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনে২ শয্যাপাতন) মাজুবটো কাচা হয় নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাই নে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তে২ নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্চন্দে শুয়ে থাক, থুথ্‌কুড়ি দিয়ে যাই (বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো

না আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে২ মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চড়োক্ পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্‌রো ফুল॥
নীলের বীচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী॥

সরলতার প্রবেশ

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন---বোধ করি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্ত-বশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারা-বাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃত পুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতা বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে।

মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম ? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত ; আকাশ-মণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত ; সকলি নীরব ; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্কর-নিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে ?

মৃত শরীরের নিকট গমন

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা ! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্ব্বনাশি, বাঁড়ি আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর। আহা ! আমার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল !

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুনিয়্যে এয়েচে দেখ্‌চি।

কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস্ (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি। (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ মর্ (গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা

সরলতার মৃত্যু

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন—ও মা, ও কি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোদনান্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাকছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে

শোকতুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না—আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা, মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর [illegible]ন রাখিতে পারি নে—জননি পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরে[illegible] মৃত্যুতে . আপনি পাগল হইয়া আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলেচি, (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে্য আমার বুক ফেটে গেল- হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি!

(চরণের ধূলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি।

চরণের ধূলি ভক্ষণ

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না! সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে--এ কি! এ কি! শাশুড়ী বয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন করে্যে? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি যে আজো খোঁপায় দেউ নি! আহা! আহা! আর তুমি দিদি বল্যে ডাকবে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ

আদু। বিপিন ডরয়্যে উটেচে, বড় হালদার্ণি তুমি শীগগির এস!

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাকতে পারিস্ নি, একা রেখে এইচিস্।

আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুবনক্ষত্র ! (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহ-সমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা ! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নব-দূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা ; আহা ! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দ-ময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়্‌ দর্শন, অচিরাৎ শোভা সহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল— আহা। নীলের কি করাল কর !

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন ॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী ॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার ॥
শোকশূলে মাখা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা ॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার ॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই ॥

মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে ॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা ॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই ॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার ॥
আহা। আহা। মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না ॥
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল কবিতে পাঠ মম করে ধরে ॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ সঙ্গীত ॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করে্য ছিল মম দেহ সরোবর ॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময় ॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার ॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়--আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর।

সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

নবীনমাধবের মৃত্যু হইল। মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া উন্মাদিনী জননী প্রলাপ করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে ঘুমে কাদা হইয়াছে। মৃত পুত্রের দেহে সাবিত্রী হাত বুলাইতেছেন আর বক্ত-বঞ্জিত দেহ দেখিয়া কাঁদিতেছেন। মশা আর ছারপোকা বাছার কচি-গা এমন ভাবে কামড়াইয়াছে যে রক্ত ফুটিয়া বাহিব হইতেছে। ছেলের কেহ বিছানা করিয়া দেয় নাই। তাঁহার কে আছে? কর্তার সঙ্গে সঙ্গে সবই গিয়াছে। ছোট বৌয়ের উপর যে সাবিত্রী রুষ্ট হইয়াছিলেন সে রোগ এখনও যায় নাই। নিজের হাতের বন্ধন-রজ্জু দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তিনি গহনা পরিয়াছেন। বিধবা গহনা পরিলে স্বামীর গতি হয় না। এ জ্ঞানও তাঁহার আছে। প্রদীপের শিখায় হাতের রজ্জু পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন, হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে। নবীনমাধবকে সদ্যঃপ্রসূত সন্তান মনে করিয়া নিজেই বিড়বিড় করিয়া বকিতেছেন, মেঝের উপর বিছানা পাতিতেছেন। কাঁথাখানা ময়লা হইয়াছে, মাদুরটা কাচা হয় নাই—আপন মনে এই সব বকিয়া যাইতেছেন। সন্তানের যাহাতে কোন অমঙ্গল না হয় সেই জন্য মৃতদেহের চারিপাশে মন্ত্র পাড়িয়া গণ্ডী দিতেছেন।

ছোটবৌ আসিল, ভাসুরের আকস্মিক মৃত্যু ও শাশুড়ীর উন্মত্ততার জন্য ছোট-বৌ কাঁদিতে লাগিল কিন্তু সাবিত্রী ছোট বৌকে দেখিয়াই মনে করিলেন এই গস্থানি সর্বনাশী ছেলে দেখিয়া হিংসা করিতেছে, ছেলের অকল্যাণ করিতেছে। সাবিত্রী উন্মত্ততার ঝোঁকে ছোট বৌয়ের গলায় পা দিয়া হত্যা করিলেন।

বিন্দুমাধব উপস্থিত হইল। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বিন্দুমাধব বুঝিতে পারিল পতিপুত্রের শোকে উন্মাদিনী হইয়া জননী সরলতাকে হত্যা করিয়াছেন। মাতার জ্ঞানলাভ না হওয়াই মঙ্গল। কারণ, জ্ঞান হইলেই তিনি আর বাঁচিবেন না। বিন্দুমাধবের সহিত দু' একটি কথা বলিতে বলিতে সাবিত্রীর উন্মত্ততা কাটিয়া গেল, তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। নবীনমাধবের মৃত্যু হইয়াছে এবং ছোটবৌকে তিনিই হত্যা করিয়াছেন এ শোক তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, সাবিত্রী প্রাণত্যাগ করিলেন।

সৈরিন্ধ্রী সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিপিনকে ছোটবৌয়ের কাছে রাখিয়া গেলে তাহার কোন কষ্ট হইবে না, কিন্তু সমস্ত অবস্থা দেখিয়া ও বিন্দুমাধবের মুখে শাশুড়ী ও ছোটবৌয়ের মৃত্যু শুনিয়া বড়বৌ কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রের জন্যই তাহাকে বাঁচিতে হইবে।

একদা ধনজনপূর্ণ হাস্যকলরবমুখর বসুগৃহ আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে; এই সমস্ত দুর্গতির মূল কারণ নীলকরগণের অত্যাচার। পদ্মা তীরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রাম যেমন পদ্মার গর্ভে সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়, স্বরপুর গ্রামের বসুকুল আজ তেমনি নীলকরের কীর্তিনাশায় ডুবিয়া গেল।

আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়—পূর্ব একটি দৃশ্যে সাবিত্রীর যে উন্মত্ততার বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে সাবিত্রী অচেতন নবীনমাধবকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এখন নবীনমাধবের মৃতদেহ কোলে লইয়া সেইভাবেই পুত্রকে আদর করিতেছেন।

বাংলা সাহিত্যে সাবিত্রীর মত উন্মত্ততায় এত স্বাভাবিক করুণচিত্র আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্যেও একটা method বা শৃঙ্খলা আদ্যোপান্ত রক্ষিত হইয়াছে।

ঘুমায়ে কাদা হয়েচে—অঘোরে ঘুমাইতেছে।

আমার কি আর কেউ আছে, কর্তার সঙ্গে সব গিয়েছে—জ্ঞান লোপ পাইলেও কতকগুলি বিষয়ে চেতনা থাকে।—পুত্রকে মৃত দেখিয়াও তিনি মনে করিতেছেন, যে শিশু নিদ্রিত হইয়া আছে অথচ কয়েকদিন পূর্বে স্বামী হারাইয়া যে তিনি বিধবা হইয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। (ইহার পূর্ব দৃশ্যে একাদশীর দিন ছুঁইয়া ফেলা লইয়া ছোটবৌকে তিরস্কার করিয়াছেন।)

দেয়ালা—শিশু যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে হাসে ও কাঁদে তাহাকে 'দেয়ালা' বলা হয়। 'দেয়ালা', 'দেবলীলা' এই সংস্কৃত শব্দ হইতে আসিয়াছে।

জননীর কোলে নিন্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
সাধুসুত করয়ে দেয়ালা।

(কবিকঙ্কণ)

সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি—পুত্রের মুখ দেখিয়া সাবিত্রী পতিশোক পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য।

গন্তানি বিটির পায়ে ধর্‌লাম—ছোটবৌকে তিনি সাধাসাধি করিয়াছেন—সে একবার যমরাজকে চিঠি লিখিয়া দিলেই যমরাজ কর্তাকে ছাড়িয়া দিতেন। নবীনমাধবের দুঃখের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কর্তা না হয় আবার ফিরিয়া যাইতেন।

শাকা পরয়্যে দিল—হাতের বাঁধনকে মনে করিতেছেন শাঁখা।

আমার শাকাপরা যে ঘুচয়েচে—হঠাৎ নিজের বৈধব্যের জন্য দুঃখবোধ হইতে এই অভিসম্পাৎ করিতেছেন।

থুথ্‌কুড়ি দিয়ে যাই—থু থু করিয়া থুথু ছিটাইয়া দেওয়া। ইহাতে উচ্ছিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সুতরাং যমরাজ বা ভূতপ্রেত কেহ উচ্ছিষ্ট জিনিষ গ্রহণ করিবে না।

গাণ্ড—মন্ত্র বেষ্টনী। "যে মন্ত্রপূত স্থান হতে ভূতাদি অপদেবতা বা মনুষ্যাদি জীবগণ বাহিরে যাইতে ও বাহির হতে তন্মধ্যে আসিতে পারে না।"

নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী—বিন্দুমাধব নবীনমাধবের মৃতদেহ লইয়া বসিয়াছিল এবং ছোটবৌ অন্যঘরে শাশুড়ীকে পাহারা দিতেছিল। বিন্দুমাধব ক্লান্তিতে অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং ছোটবৌ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া মুহূর্তের জন্য অসাবধান হইয়াছে।

এই ঘোর রজনী—বাহিরে প্রকৃতির এই দুর্যোগ যেন বসু পরিবারের দুঃখ দুর্ভাবনার প্রতিচ্ছবি।

সুবর্ণ ষড়ানন—সোনার কার্তিক।

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সরলতা প্রভৃতি চরিত্রের মুখে সংলাপ আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক ও বাস্তবতাবোধবর্জিত হইয়াছে। কিন্তু এজন্য দীনবন্ধুকে নিন্দা করিবার পূর্বে নীল-দর্পণ রচনার অব্যবহিত পূর্বে সাধুভাষার গদ্যভঙ্গি একবার পাঠকের দেখিয়া লওয়া কর্তব্য।

হা যম—সরলতার মুখে যমের নাম শুনিয়াই সাবিত্রী মনে করিয়াছেন যম-সোহাগী যমকে ডাকিতেছে—এই মুহূর্তেই সন্তানের অকল্যাণ হইবে। সুতরাং সাবিত্রী কালবিলম্ব না করিয়া ছোটবৌকে মারিয়া ফেলিলেন।

মনোমৃগ ক্ষিপ্তা-প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত—যে সময়ে বিন্দুমাধব যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে তাহা অস্বাভাবিক ও জীবন-বিরোধী।

ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া চলতি প্রবচনের সাধুভাষায় রূপান্তরিত কৃত্রিম রূপ।

"যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ ও প্রশান্ত —সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসংগত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণ মাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।"

বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রুবনক্ষত্র —এই একটি শিশুর জন্যই সৈরিন্ধ্রী ও বিন্দুমাধবকে বাঁচিতে হইবে। যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়া গেল তাহাতে এ সংসারে সৈরিন্ধ্রী বা বিন্দুমাধবের আর বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া একমাত্র বিপিনের দিকে চাহিয়াই বিন্দুমাধবকে বাঁচিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে।

(গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'' নাটকে যাদব' বাঁচিয়া ছিল, তাহার জন্যই 'সুরেশ'কে বাঁচিতে হইল)।

যবনিকা পতনের পূর্বে বিন্দুমাধবের বিলাপ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে। দীনবন্ধু সাধুভাষার গদ্যভঙ্গির দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই 'পয়ার' ব্যবহার করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তনে পয়ার বাংলা নাটকে অচল হইয়াছে।

নাটকের action শেষ হইয়া গিয়াছে। Catastrophe বা উপসংহার যাহা দেখাইবার তাহা দেখানো হইয়াছে। তারপর এই লিরিক উচ্ছ্বাস, আত্মহৃদয়ের বেদনাকে নানাভাবে উৎসারিত করিয়া তোলা গীতিকাব্যের বিষয়। কিন্তু গ্রীক্ ট্র্যাজিডিগুলিতে এই ধরণের দীর্ঘ বিলাপোক্তি আছে, দীনবন্ধুর উপরও গ্রীক নাটকের প্রভাব পড়িয়াছে।

পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর—নির্ভীক, পরোপকারী, পিতৃমাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল ও পত্নীর প্রতি প্রেমপরায়ণ,—দুঃখ বিপদ দেখিয়া যিনি কখনও ভীত ও কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই—প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া যিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণতি কত ভয়াবহ।

নবীনমাধব বাস্তবিকই ট্র্যাজিডির নায়ক কিনা এবং নীল-দর্পণ নাটকখানি সার্থক ট্র্যাজিডি হইয়াছে কিনা অন্যত্র তাহা আলোচনা করা হইয়াছে।